প্রথম আলো

Prothom Alo North America

8 August 2024, Thursday, 8th Year, Issue 386, 40 Pages

৮ আগস্ট ২০২৪, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩১, ৩ সফর ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ , সংখ্যা ৩৮৬, পৃষ্ঠা: ৪০

রাষ্ট্র সংস্কার চাই, বঙ্গভবনে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান পৃষ্ঠা ১৬

কমলার রানিং মেট হচ্ছেন টিম ওয়ালজ পৃষ্ঠা ২৩

পালালেন হাসিনা, দায়িত্বে ড. ইউনূস

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ২৩ দিনে নিহত ৫৬৮

ঢাকা অফিস

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা অসহযোগ ও মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি ঘিরে সংঘর্ষ ও হামলার ঘটনায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে গতকাল বুধবার আরো ২৬ জনের মরদেহ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। এদের মধ্যে সাতজন পুলিশ সদস্য, দুজন র‍্যাব সদস্য, ডিবি সদস্য একজন এবং একজন আনসার সদস্য রয়েছেন। এ ছাড়া পাঁচজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মরদেহ রয়েছে। গতকাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এসব লাশ উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দা ও শিক্ষার্থীরা।

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়ার পর গত তিন দিনে শুধু ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৮৩টি লাশ। হাসপাতাল সূত্র এসব তথ্য জানিয়েছে।

১ জুলাই থেকে শুরু হয় শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলন। এই আন্দোলন

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান

১৫ বছরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বারুদের স্তূপ হয়েছিল গোটা দেশে। ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন শেখ হাসিনা।

বিশেষ প্রতিনিধি, নিউইয়র্ক

কী অদ্ভুত বৈপরীত্য। আবার কী অসাধারণ মিল। ১৯৮১ সালের ১৭ মে, রোববার। ওই দিন বিকেল সাড়ে চারটায় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের উড়োজাহাজে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি থেকে কলকাতা হয়ে তৎকালীন ঢাকা কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান শেখ হাসিনা। তাঁকে স্বাগত জানাতে ঢাকায় তৎকালীন কুর্মিটোলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও শেরেবাংলা নগর পরিণত হয় জনসমুদ্রে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সোমবার।

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

শেখ হাসিনা

বিবিসির প্রতিবেদন

শেখ হাসিনার সময় শেষ, ভারতকে আগেই জানিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশে অস্থিরতা কমাতে গত রোববার শেখ হাসিনা সংকট মোকাবিলায় নিরাপত্তা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বৈঠক ডেকেছিলেন। তখনো তিনি

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

ক্ষোভের আগুনে পুড়েছে মন্ত্রী-এমপিদের বাড়ি

ঢাকা ডেস্ক

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা ‘মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচি ঘিরে গতকাল সোমবার সারা দেশে ব্যাপক সহিংসতা হয়েছে। এদিন ৭ মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী এবং ২২ সংসদ সদস্যের (এমপি) বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া হয়েছে। তাণ্ডব চালানো হয়েছে সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের বাড়িতে। এ সময় ভাঙচুর ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বাড়ির আসবাবপত্র। এ ছাড়া রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের কয়েক শ নেতা-কর্মীর বাড়িঘর ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া হয়েছে। হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে দলটির অনেক কার্যালয়।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

শপথ নিল ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার

ঢাকা অফিস

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শপথ নিয়েছে। প্রধান উপদেষ্টাসহ ১৪ জন আজ বৃহস্পতিবার রাতে বঙ্গভবনের দরবার হলে শপথ নেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

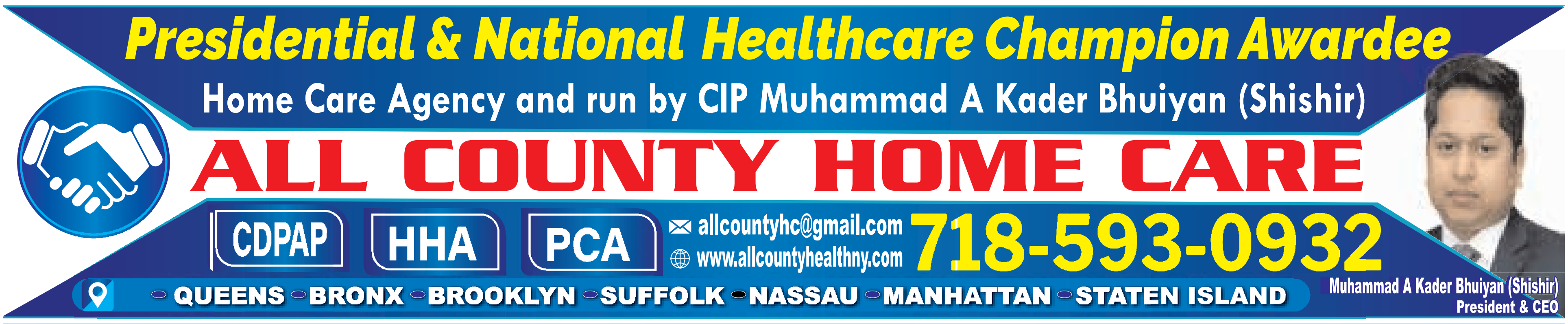

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা
  (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম
- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ
- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম
- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম
- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম
- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

Tribune Training Academy
SECURITY GUARD & OSHA TRAINING
সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং
Get Your License Today!
Contact Us
Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com

PARALEGAL BOOTCAMP TRAINING PROGRAM
The Paralegal Bootcamp Training Program
Registration open for 3rd
Paralegal Bootcamp
on U.S. Immigration Law
Exclusive focus on U.S. Immigration Law
Job Placement Opportunity in Leading U.S. Law Firms
Class Starts from August 10, 2024
Course Duration 50 Days (16 classes)
100% Refund for Top Performers
Registration Link
Deadline for Registration
August 01, 2024
info@paralegalbootcamp.us
www.paralegalbootcamp.us
301-919-5050

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
Do you want apply for a green card?
Are you having credit card problems?
Has your bank account been sealed?
Are you being deported?
Are you unable to pay your debts?
Are you getting harrassed by creditors?
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টিমেন্টের সুযোগ

আমরা বাংলায় কথা বলি

সুরাইয়া রহমান

CENTERLIGHT Healthcare PACE

55+ বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অল-ইনক্লুসিভ কেয়ার কর্মসূচি

Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:

- চিকিৎসা সেবা
- ভিজিটিং নার্স
- দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
- প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
- ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
- শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
- বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
- প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
- বিনোদন ও আহার
- পরিবহন এবং অন্যান্য!

*সেইসাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন***

আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:

1-877-286-PACE (7223) | TTY 711 MON-FRI 8AM-8PM

centerlighthealthcare.org

*পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।
**My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।

H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali

বার্ধক্যের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা

Bangladeshi Homeowners Association of NYC
Join Us Anytime - Free Membership

Contact :

718-297-9313 | 917-618-0740
BDHOANYC@gmail.com

Our Property Management Services Include :

- **Basement Environmental Health & Safety :**

Comprehensive evaluation, including indoor/outdoor air quality, fire safety, hazardous materials, carcinogens, lead paint, asbestos, mold, and RADON gas inspection.

- **Tenant Services :**

Assistance with basement tenant eviction, rent collection, private investigation, and community mediation.

- **NYC HPD Accessory Dwelling Unit (ADU) Program :**

Guidance on the legal conversion of basements and attics, including application assistance for HPD grant money. Learn more. (https://youtu.be/mSueDQIJAcY).

- **Construction & Repair Advice :**

Lead paint analysis and removal. Referrals to low-cost independent contractors from the New York City Housing Authority (NYCHA) to help save on costs.

সব অপরাধের বিচার করা হবে: ড. ইউনূস

প্রধান উপদেষ্টার শপথগ্রহণ

ঢাকা ডেস্ক

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শান্তিতে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, "সব অপরাধের বিচার হবে।"

বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৮ আগস্ট বৃহস্পতিবার শপথগ্রহণের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বক্তব্য দেন

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, সরকারি প্রতিষ্ঠান দিয়ে স্বৈরাচার সরকার নিজেদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিল। তারা এসব প্রতিষ্ঠানের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনবেন। বলেন, যারা অপরাধ করেছে তাদেরকে আইনের মাধ্যমে বিচারের আওতায় শিগগিরই উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে। এই কথা সব মন্ত্রণালয়, সংস্থা, দফতর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। সর্বত্র অপরাধীর বিচার হবে।

বৃহস্পতিবার (৮ আগস্ট) রাতে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেয়ার পর

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে এ কথা বলেন ড. ইউনূস। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি অফিসের দায়িত্বরতরা নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দ্বিতীয় স্বাধীনতা উপভোগ করবেন। দেশের মর্যাদাকে গৌরবের শীর্ষে নিয়ে যাবেন।

সবাইকে নির্ভয়ে ও আনন্দচিত্তে নিজ নিজ কর্মস্থলে নিজের জায়গা থেকে সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে নতুন সরকারপ্রধান বলেন, দেশের সকল মানুষকে স্বাধীন, নির্ভয়, নির্ভার, নিরুদ্রেক থাকার নিশ্চয়তা দেয়ার জন্য ছাত্ররা শহীদ হয়েছেন। তারা গণঅভ্যুত্থান করেছেন। এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সৃষ্ট সরকার সবার সরকার। এখানে সবার আকাঙ্ক্ষা পূরণের সরকার থাকবে।

তিনি বলেন, অরাজকতার বিষবাষ্প যে-ই ছড়াবে বিজয়ী ছাত্রজনতাসহ মুক্ত মানসিকতার মানুষ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পূর্ণ শক্তি তাদের ব্যর্থ করে দেবে।

শেখ হাসিনা সরকারের সমালোচনা করে ড. ইউনূস বলেন, নিষ্ঠুর স্বৈরাচারি সরকার দূর হয়ে গেছে। কাল সুর্য উদয়ের সাথে সাথে গণতন্ত্রের, সুবিচারের, মানবাধিকারের, নির্ভয়ে মতপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য, সকলের স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনের ধারণের সুযোগ প্রদানের জন্য সচেষ্ট সরকারের বলিষ্ঠ সান্নিধ্য ও সহমর্মিতা দলমত নির্বিশেষে সবাই উপভোগ করবে এটিই আমাদের লক্ষ্য। আপনারা আমাদের লক্ষ্য পূরণে সহযোগিতা করুন। তিনি বলেন, সারাবিশ্ব আজ বলছে সাবাস বাংলাদেশ, সাবাস বাংলাদেশের ছাত্রজনতা। এই অর্জনটাকে আরও অনেক দূর নিয়ে যেতে চান তিনি।

বলেন, আমাদের ছাত্রজনতার জন্য এটি খুব কঠিন কাজ নয়। তরুণরা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। তারা সেজন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সকলে যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে আর ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিহার করে তাহলে বিজয় তাদেরই হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান ড. ইউনূসকে নরেন্দ্র মোদির শুভেচ্ছা

ঢাকা অফিস

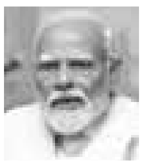
নরেন্দ্র মোদি

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করায় ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বৃহস্পতিবার এক এক্স-পোস্টে (সাবেক টুইটার) মোদি শুভেচ্ছা জানান।

বৃহস্পতিবার রাতে বঙ্গভবনে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

মোদি আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে। হিন্দুসহ সংখ্যালঘু সকল সম্প্রদায়ের মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দুই দেশের জনগণের সম্মিলিত প্রত্যাশা পূরণে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে তাঁর দেশ অঙ্গীকারবদ্ধ।

ক্ষোভের আগুন, নিহত শতশত

ঢাকা ডেস্ক

শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ক্ষোভ। রাজধানীসহ বিভিন্ন জায়গায় আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, এমপি ও নেতাদের বাড়ি-অফিস এবং সরকারি বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা হয়েছে। আগুন-ভাঙচুরে নিহতও হয়েছেন অনেকে। এর আগে রোববার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং আওয়ামী লীগের লোকজনের সংঘর্ষ হয়। এতে নিহত হয়েছেন অনেক মানুষ। সব মিলিয়ে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে অন্তত ১২৬ জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে।

রাজধানীতে এক দিনে নিহত ৬০

রাজধানীতেও গতকাল অন্তত ৬০ জন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৪১ জন নিহতের তথ্য পাওয়া গেছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে। আর উত্তরায় থানা-পুলিশের গাড়িতে আগুন ও ব্যাপক তাণ্ডবে চারজন পুলিশসহ ১৯ জন নিহত হয়েছেন।

উত্তরা ক্রিসেন্ট হাসপাতালের পরিচালক (প্রশাসন) কমান্ডার মো. নাজমুল ইসলাম গতকাল রাত পৌনে ৮টায় বলেন, 'আজ এখন পর্যন্ত আমাদের হাসপাতালে ৯ জনের মরদেহ রয়েছে। এ ছাড়া অন্তত ২০ জন চিকিৎসা নিয়েছে। তবে তারা কারা সেটি এখনো জানা যায়নি।'

কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতালের জরুরি বিভাগের এক চিকিৎসক বলেন, 'আমাদের এখানে ৬ জনের মরদেহ এসেছে। সেই সঙ্গে আন্দোলনে আহত শতাধিক মানুষকে আমরা চিকিৎসা দিয়েছি। তবে সঠিক সংখ্যাটা এখন বলতে পারছি না।'

এদিকে গতকাল মধ্য রাতে উত্তরা পূর্ব থানার গেটে দিয়ে দেখা যায়, তিনজন পুলিশের মরদেহ রয়েছে, যার মধ্যে দুটি মরদেহের ঝোলানো অবস্থায় ছিল। আজমপুরের বাস র‍্যাপিড ট্রানজিটের (বিআরটি) সিঁড়িতে এক পুলিশের মরদেহ ঝোলানো অবস্থায় রয়েছে। এ ছাড়া বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উত্তরা ৮ নম্বর সেক্টরের স্টাফ কোয়ার্টারের সামনের একটি গাছে মধ্যবয়স্ক এক যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ গাছে ঝোলানো অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। সেটি ভিড় করে ছিল হাজারো মানুষ। তাদের অভিযোগ, 'যুবকটি ছাত্রলীগ করে। সে হাউজবিল্ডিং এলাকায় পিস্তল দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি করেছে। তার ছোড়া গুলিতে এক শিশু আহত হয়েছে।' তারা বলেন, গুলি শেষ হয়ে যাওয়ার পর পালিয়ে যাওয়ার সময় ছাত্রসহ অন্যান্য লোকজন তাকে ধরে ফেলে গণধোলাই দেয়। তারপর সে মারা গেলে পায়ে রশি বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত তথ্যে ৪১টি লাশের মধ্যে ১৯ জন যাত্রাবাড়ী থানার সামনে গুলিবিদ্ধ হন। বংশাল থানার সামনে গুলিবিদ্ধ হন একজন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের নতুন ভবনের সামনে গুলিবিদ্ধ হন একজন। বাকিরা যাত্রাবাড়ী, শনির আখড়া, বংশাল ও কাজলা এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন।

শনির আখড়ায় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি চালায় পুলিশ। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গুলিতে ঘটনাস্থলেই অন্তত ৬ জন নিহত হয়। হতাহত হয় অনেকে।

ভস্মীভূত যাত্রাবাড়ি থানা

১৭ জেলায় নিহত ৬৬

ঢাকার বাইরে থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর অনুযায়ী, যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন চাকলাদারের মালিকানাধীন পাঁচ তারকা হোটেল জাবির ইন্টারন্যাশনালে অগ্নিসংযোগ করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। এতে ১৮ জন নিহত ও ২০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

কুষ্টিয়ায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ৮ জন নিহত এবং অনেকে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গতকাল দুপুরে কুষ্টিয়া মডেল থানা ও পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে হামলাকে কেন্দ্র করে পুলিশ গুলি চালালে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে।

খুলনার কয়রা উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জি এম মোহসীন রেজাসহ তিনজনকে পিটিয়ে হত্যা করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। নিহত অন্যরা হলেন মোহসীন রেজার গাড়িচালক আলমগীর ও দেহরক্ষী ইয়াকুব।

চাঁদপুর সদর উপজেলার লক্ষ্মীপুর মডেল ইউনিয়ন পরিষদের আলোচিত চেয়ারম্যান 'বালুখেকো' সেলিম খান ও তাঁর ছেলে নায়ক শান্ত খান গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন। শেখ হাসিনা পদত্যাগের পর এলাকা থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় বালিয়া ইউনিয়নের ফরক্কাবাদ বাজারে এসে জনরোষে পড়েন। সেখানে নিজের পিস্তল থেকে গুলি করে রক্ষা পেলেও পার্শ্ববর্তী বাগাড়া বাজারে আবার জনতার হাতে আটক ও পিটুনির শিকার হন।

এ ছাড়া জেলার কচুয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মামুনুর রশিদ গণপিটুনিতে ও ফরিদগঞ্জে বিক্ষুব্ধরা থানায় হামলার চেষ্টাকালে পুলিশের গুলিতে শাহাদাত (২০) নামের এক ছাত্রনেতা নিহত হয়েছেন।

গাজীপুরের শ্রীপুরে গুলিতে কমপক্ষে ৬ জন আন্দোলনকারী নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন অর্ধশতাধিক। কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে আন্দোলনকারীরা হামলা চালালে আনসার সদস্যরা গুলি ছোড়েন। এতে অন্তত ২ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন দুই শতাধিক।

হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে ৬ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশসহ আহত হয়েছেন শতাধিক। এ ছাড়া হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে সোহেল আখঞ্জী (আনুমানিক ৩৫) নামে এক গণমাধ্যমকর্মীকে কুপিয়ে-পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

সাভারে গুলিবিদ্ধ হয়ে ১ নারীসহ ৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তাঁদের মধ্যে তিনজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডিউটি ম্যানেজার ইউসুফ আলী।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং ৯ নম্বর পোড়াহাটি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরনকে (৫৫) পিটিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। একই সময় তাঁর গাড়িচালককেও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। কালীগঞ্জ শহরের ঢাকালে পাড়ায় আগুনে পুড়িয়ে দুজনকে হত্যা করা হয়েছে।

বরিশালে জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধুর ভাগনে আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এমপির কালীবাড়ি রোডস্থ বাড়িতে সোমবার বিকেলে আগুন দেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ওই বাড়ি থেকে ৩টি মৃতদেহ উদ্ধার করেন।

বগুড়ায় দুজন নিহত হয়েছেন। গত রোববার পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ চলাকালে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা।

সাতক্ষীরা আশাশুনির প্রতাপনগরে তিনজনসহ জেলায় মোট ৪ জন নিহত হয়েছেন।

রাজশাহীতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষে এক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৫০ জন।

মানিকগঞ্জের শিবালয়ে নৌ পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষে এক কলেজছাত্র নিহত হয়।

ফরিদপুরে গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি জেলা শহরের পূর্ব খাবাসপুর এলাকার বাসিন্দা। আর কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে পুলিশের গুলিতে জুয়েল নামের একজন নিহত হয়েছেন।

টাঙ্গাইল সদরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ২ জন এবং ধনবাড়ী উপজেলায় ১ জন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া পটুয়াখালীর বাউফলে এক যুবলীগ কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা।

নেতাদের বাড়িতে হামলা সারা দেশে নিহত ৮৫

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি এবং সরকার পতনের পর সংঘর্ষের ঘটনায় রাজধানীতে আরও ৩৫ জন নিহতের তথ্য পাওয়া গেছে। এ ছাড়া আহত অবস্থায় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন তিন শতাধিক। এ ছাড়া ঢাকার বাইরে ১৫ জেলায় সহিংসতায় আরও ৫০ জনের নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার সরকার পতনের এক দিন পরও বিভিন্ন সরকারি স্থাপনা ও আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বাড়ি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, কার্যালয়ে হামলা ও লুট অব্যাহত রয়েছে।

শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগে গত শনিবার ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে এক দফা দাবি ঘোষণা করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কেরা। এর পর থেকে সারা দেশে সহিংসতা আরও বেড়ে যায়। গত সোমবার দুপুরে শেখ হাসিনার পদত্যাগের খবরের পরও চলে সংঘর্ষ। ১২৬ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। এরপর গতকাল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২০ জন, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১০ জন, উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। নিহতদের মধ্যে আন্দোলনকারী, পুলিশ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও রয়েছেন।

সারা দেশে ৫০ জন নিহত

সাতক্ষীরায় হামলা ও সহিংসতায় ১৪ জন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে বিএনপির দুজন আছেন। বাকিদের অধিকাংশই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী। এ সময় আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা-কর্মীর বাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। প্রতাপনগর ইউনিয়নের কয়েক হাজার লোক একজোট হয়ে সন্ধ্যা ৬টার দিকে আওয়ামী লীগ নেতা জাকির হোসেনের কল্যাণপুরের বাড়িতে হামলা করে। এ থেকে সহিংসতার সূত্রপাত হয়। এ ছাড়া সাতক্ষীরার তালায় একজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। শ্যামনগর থানা জ্বালিয়ে দিয়ে অস্ত্রসহ মালামাল লুটের ঘটনা ঘটেছে।

পালালেন হাসিনা, দায়িত্বে ড. ইউনূস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সারা দেশের মানুষ ভেঙে পড়েছিল রাজধানী ঢাকায়। অভিমুখ ছিল শেরেবাংলা নগর, শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবন। উদ্দেশ্য ছিল শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামানো। জনসমুদ্রের উত্তাল ঢেউ গণভবনে পৌঁছানোর আগেই প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালালেন শেখ পালালেন। মাত্র ৪৩ বছর ২ মাস ১৯ দিন ব্যবধানে দেশের একটি বড় দলের প্রধানের কী নির্মম পরিণতি।

১৯৮১ সালের ১৭ মে ঝড়-বাদল আর জনতার আনন্দ অশ্রুতে অবগাহন করে লাখো মানুষকে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'সব হারিয়ে আমি আপনাদের মাঝে এসেছি, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে তার আদর্শ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জাতির পিতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে আমি জীবন উৎসর্গ করতে চাই।' অথচ গত ৫ আগস্ট তিনি দলের লাখো নেতা-কর্মীকে ফেলে নিরাপদস্থানে পালিয়ে গেলেন। প্রায় ছয় বছর নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে ফেরেন শেখ হাসিনা, আর এবার স্বেচ্ছায় স্বদেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ঘোষণা দিয়েছেন, তাঁর মা আর রাজনীতি করবেন না। বাংলাদেশেও ফিরবেন না। অথচ গত ২২ জুলাই ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠকে শেখ হাসিনা গভীর আস্থার সাথে বলেছিলেন, শেখ হাসিনা কখনো পালায় না।

কেন এমন হলো

এক কথায় বলতে গেলে, ৪৩ বছরের মধ্যে গত ১৫ বছর শেখ হাসিনার চরম স্বৈরশাসন দায়ী করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। গত ১৫ বছরের পঞ্জীভূত ক্ষোভ বারুদের স্তুপ হয়েছিল গোটা দেশে। ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। সর্বোপরি গত ১৫ বছরে রাজনৈতিক দলগুলো আওয়ামী লীগের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে সেটা যে সাধারণ শিক্ষার্থীরা পারবে, এটা কল্পনারও বাইরে ছিল ওই দলের নেতাদের। তাঁদের লাগামহীন কথাবার্তা, মাত্রাজ্ঞানহীন বলপ্রয়োগ কোটা সংস্কার আন্দোলনের মতো একটা সাধারণ অরাজনৈতিক আন্দোলনকে সারা দেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে দিয়ে সরকার পতনের রাজনৈতিক দাবিতে পরিনত করেছে। সরকারি হিসেবেই প্রাণ গেছে দু শর বেশি। কারও কারও মতে এ সংখ্যা আরও বেশি।

কোনো দেশের নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে এত নিরীহ প্রাণ ঝরে গেলে ক্ষমতাসীনেরা ক্ষমতায় থাকার বৈধতা হারায়। আর তার সাথে গণরোষ যুক্ত হয়ে স্বৈরাচারকে দেশ ছাড়া করাই ভবিতব্য।

জুলাই মাসে শিক্ষার্থীরা কোটা সংস্কারের যে আন্দোলন শুরু করে তার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয় শেখ হাসিনার সরকার। তুমুল জনপ্রিয় এই আন্দোলনকে দমাতে লেলিয়ে দেওয়া হয় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ সহযোগী সংগঠনগুলোকে। সাথে ছিল পুলিশ-র‍্যাব-বিজিবি। পরে যুক্ত হয় সেনাবাহিনী। শেখ হাসিনা সরকারের একটাই কথা ছিল শক্ত হাতে আন্দোলন দমন।

কিন্তু ছাত্র-জনতার ঐক্য কোনো শক্তির কাছে মাথানত করেন। বরং যত দিন গেছে, সমাজের নানা অঙ্গণ থেকে জনতা এসে মিশে গেছে আন্দোলনের কাতারে। গত ৪ মে গভীর রাত পর্যন্ত শেখ হাসিনা তাঁর ঘনিষ্ঠ জনদের সাথে কথা বলেন। বৈঠক চলাকালে বুঝতে পারেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাদের সময় শেষ। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

পদত্যাগের আগে যা ঘটে ছিল

৫ আগস্ট, সোমবার সকাল ১০টা। জানা গেছে, গণভবনে যারা ছিলেন তাঁরা আরও একটি রাত ভীতি ও উৎকণ্ঠার সাথে পার করলেন। এই আন্দোলন যেকোনো মূল্যে দমন করার লক্ষ্যে গনভবনের বিশাল হল ঘরে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধান, বিজিবি প্রধান, র‍্যাবের ডিজি, ডিজিএফআই-এর প্রধান, পুলিশের প্রধানের সাথে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করেন শেখ হাসিনা। এ সময় শেখ রেহানাও বোনের পাশে নীরবে বসে ছিলেন।

বৈঠকে এসেই শেখ হাসিনা সেনাপ্রধানের দিকে আড় চোখে রাগত ভাবে তাকালেন। পুলিশ প্রধানকে বললেন, আমি যে সেনাবাহিনীকে এতো সুযোগ-সুবিধা দিয়েছি, তারা নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তোমার পুলিশও কিছু করতে পারে নাই। তোমাদের সামনে আমার ছাত্রলীগ, যুবলীগের ৭০ জন লোক কীভাবে মারা গেল? আজ তোমরা ছাত্রদের যেকোনো মূল্যে রাস্তা থেকে সরিয়ে দাও। আমি আর্মির অস্ত্র পুলিশকে দিয়েছি, এগুলো বহন করার জন্য নয়। আজ কয়েক শ রাজাকার ফেলে রাস্তা পরিষ্কার কর।

পুলিশ প্রধানের জবাব ছিল, আমার পক্ষে কয়েক শত নয়, কয়েক হাজার মারলেও ছাত্রদের ঠেকানো সম্ভব হবে না। আপনি তো ডিজিএফআই রিপোর্ট শুনলেন দু-এক ঘণ্টার মধ্যে ওরা গণভবনের গেটে পৌঁছে যাবে। আরও আগেই পৌঁছতো, সেনা সদস্যরা কৌশলে তাদেরকে ঠেকিয়ে রেখেছে।

শেখ হাসিনা তখন চিৎকার করে বলেন, আমার কি দোষ, আমি কি দোষ করেছি! আমি কি দেশের জন্য, তোমাদের জন্য কম করেছি। প্রয়োজনে আজ এক হাজার ফেলে দাও, গণভবন রক্ষা করো। একথা শুনে সবাই নীরব হয়ে রইলেন কিছু সময়। তাঁর এ ধরনের কথার সাথে বৈঠকে উপস্থিত কর্মকর্তরা পরিচিত হলেও ওই দিন তিনি গলা চড়িয়ে ভিন্ন স্বরে কথা বলছিলেন।

এ সময় ডিজিএফআই ও আইজির প্রধান শেখ রেহানাকে নিয়ে পাশের কক্ষে নিয়ে গেলেন। বোঝালেন, ৫-১০ হাজার মেরেও এ আন্দোলন আর দমন করা যাবে না। আপনি ওনাকে বোঝান। রেহানা আবার বৈঠকে ফিরে এসে বড় বোনের কাঁধে হাত রাখলেন। শেখ হাসিনাকে সেনাসদরের তৈরি করা পদত্যাগপত্রে সই করার অনুরোধ করলেন। রেহানার চোখে পানি।

শেখ হাসিনা রেগে গিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। বলেন, আমার পিতা এ দেশেকে স্বাধীনতা দিয়েছে, স্বপরিবারে জীবন দিয়েছে। আমি এ দেশের জন্য কি করি নাই? জামাত-বিএনপিকে এ দেশকে পাকিস্তান বানানোর সুযোগ দেয়া যাবে না।

সবাই তখন ঘড়ি দেখছেন। সময় ফুরিয়ে আসলেও শেখ হাসিনার মধ্যে নমনীয় হওয়ার লক্ষণ নেই। তখন পাশের কক্ষে গিয়ে ডিজিএফআই-এর প্রধান বিদেশে থাকা সজিব ওয়াজেদকে ফোনে পুরো বিষয়টি বোঝালেন। জয় বলেন, ঠিক আছে, আমি আম্মুকে বুঝিয়ে বলছি। ছেলের ফোন পেয়ে শেখ হাসিনা একেবারেই স্থবির হয়ে গেলেন। মুখ কালো করে বললেন, আমি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিব।

তখন বেলা দেড়টা। প্রায় সবাই একযোগে বলে উঠলেন, স্যার, আমরা ভাষণ রেকর্ড করার সময় পাব না। আমরা হয়তো খুব বেশি হলে জোর করে এক ঘণ্টা ছাত্রজনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব। ৪৫ মিনিটের মধ্যে আপনি রেডি হন। আপনার জন্য হেলিকপ্টার ও বিমান প্রস্তুত।

রুমের বাহির থেকে এসএসএফের কয়েকজন সদস্য হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসলেন এবং হেলিকপ্টার নামার কথা জানালেন। এক প্রকার জোর করেই শেখ হাসিনার কাছ থেকে পদত্যাগপত্রে সই নেয়া হলো। শেখ রেহানা ইতিমধ্যে তার বড় বোনের ১৪ টির মতো বড় বড় লাগেজ রেডি করে ফেললেন। কড়া প্রহরায় সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী গাড়ি হলিকপ্টারের দিকে এগিয়ে গেল। এভাবেই পদত্যাগ করে দেশ ছাড়লেন শেখ হাসিনা।

আপাতত ভারতে আশ্রয়

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সে দেশের সংসদে বলেন, পদত্যাগ ও দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেই হাসিনা স্বল্প সময়ের নোটিশে ভারতে আসার অনুমতি প্রার্থনা করেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভারতে আসার 'ফ্লাইট ক্লিয়ারেন্স' চাওয়া হয়। শেখ হাসিনা সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লি পৌঁছান। যুক্তরাজ্য শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেছে। যুক্তরাষ্ট্র তাঁর ভিসা বাতিল করেছে করেছে বলে জানা গেছে। তিনি ঠিক কোন দেশে আশ্রয় নেবেন তা পরিস্কার নয়। তবে রাশিয়ার প্রতিবেশি বেলারুশের নাম জোরেশোরে শোনা যাচ্ছে।

দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন ড. ইউনূস

শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন হচ্ছে বলে নিশ্চিত করেছে বঙ্গভবন প্রেস উইং। এই সরকারের অন্য সদস্য কারা হচ্ছেন তা এখনও ঠিক হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে অন্যদের নাম জানানো হবে বলে প্রেস উইং থেকে জানানো হয়েছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রূপরেখা নিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ১৩ সদস্যের একটি দল বঙ্গভবনে প্রবেশ করে। আন্দোলনের সমন্বয়ক মো. নাহিদ ইসলাম সে সময় জানান, সরকারের রূপরেখা নিয়ে আলোচনায় রাষ্ট্রপতি ও তিনবাহিনীর প্রধান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আসিফ নজরুল এবং অধ্যাপক তানজীমউদ্দীনও ছিলেন।

সম্পাদকীয়

ঘুরে দাঁড়াবে বাংলাদেশ

শেখ হাসিনার অনিবার্য এবং ঐতিহাসিক পতন

এক সময়ের সবচেয়ে দাপুটে ক্ষমতাধর নারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পতন অনেকটা অনিবার্য ছিল। শুধু সময়ের ব্যাপার ছাড়া আর কিছু না। বাঁচ বিচার না করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলি মেরে পাখির মত মানুষ হত্যা করেছেন শেখ হাসিনা। এ প্রেক্ষাপটে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ আরো প্রচন্ড হয়েছে। এবং উপায় না দেখে হাসিনার পতন হলো ৫ আগস্টে। হাসিনার পতনে পুরো বাংলাদেশ এত উল্লাসমুখর যে ওই দিন বাংলাদেশের রাস্তায় কয়েক কোটি মানুষ নেমেছিল। তাই ৫ আগস্ট বাংলাদেশর ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ ঘটনা। অনেকে মনে করেন স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পর ৫ আগস্ট বাংলাদেশের জন্য সর্ববৃহৎ ঘটনা। কাকতালীয়ভাবে দুটি ঘটনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারকে কেন্দ্র করে। যে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি এবং স্বাধীন বাংলাদেমর রুপকার তার পবিবারকে দুই দুইবার ক্ষমতাচ্যুতি করা হয় । একবার ১৫ আগেস্ট বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারকে হত্যা করে এবং দ্বিতীয়বার ৫ আগস্ট হাসিনাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে।

রিপাবলিক বাংলা নামের ভারতের এক গণমাধ্যমকে সজীব ওয়াজিব জয় বলেন, 'মা বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে চাননি। তিনি চেয়ে ছিলেন- পদত্যাগ করবেন। আমাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকবেন। আমরা বলেছি যে না, তারা ঘোষণা দিয়েছে গণভবনে হামলা করবে। তারা তোমাকে বাঁচতে দেবে না। তাকে অনেক বুঝিয়ে হেলিকপ্টারে উঠিয়েছি। তিনি যদি ভারতে না যেতেন তবে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হতো।'

কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ছিল একেবার শান্তিপূর্ণ। এ আন্দোলন ছিল প্রথম দিকে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় কেন্দ্রিক। কিন্তু চীন সফর শেষে ১১ জুলাই এক প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেছিলেন" রাজাকারের নাতিপুতিদের কি চাকরি দেবো"। এমন মন্তব্যে পুরো জাতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। সেই দিন রাতে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভে নেমে পরে। এর পরের দিন থেকে বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। ১৪ এবং ১৫ জুলাই শেখ হাসিনা তার ক্যাডার ছাত্র লীগকে দিয়ে ছাত্রদের ওপর গুলি চালায়। সর্বশেষ ১৮ এবং ১৯ জুলাই ছাত্র লীগ, পুলিশ এবং র‍্যাবকে দিয়ে এলাপাতাড়ি গুলি চালিয়ে শত শত মানুষকে হত্যা করেছে। শুধু তাই নয়, গত ৪ এবং ৫ আগস্ট ছাত্র লীগ এবং পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে দেদারছে মানুষ হত্যা করে আনেআদলন দমাতে নিদের্শ দেন শেখ হাসিনা।

কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ছিল একেবার শান্তিপূর্ণ। এ আন্দোলন ছিল প্রথম দিকে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় কেন্দ্রিক। কিন্তু চীন সফর শেষে ১১ জুলাই এক প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেছিলেন" রাজাকারের নাতিপুতিদের কি চাকরি দেবো"। এমন মন্তব্যে পুরো জাতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। সেই দিন রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভে নেমে পরে।

এর খেসারত হিসেবে ৫ আগস্ট তাকে মাত্র ৪৫ মিনিটের নোটিশে তার প্রিয় বন্ধু ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন শেখ হাসিনা।

১৮ এবং ১৯ জুলাই এ কমপক্ষে ৫০০ মানুষ নিহত হয়েছে। যার সমালোচনা পুরো বিশ্বব্যাপী। এতে করে বাংলাাদেশের ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এরপর ১০ হাজারো বেশি মানুষকে শেখ হাসিনা গ্রেপ্তার করে । যা ছিল একেবারে দমন পীড়ন। শুধু এ বছরের ১২০ জনের বেশি এইচএসসি পরীক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সব কারনে সেনাবিহনীর কিছু অফিসার আগে থেকে ছাত্রদের পাশে ছিল। জানা গেছে, ৩ আগস্ট কুমিল্লা সেনানিবাসের জিওসি এবং আরো কয়েক অফিসার ছাত্রদের পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন। ৪ আগস্ট আমি প্রধান তার কলিগদের সাথে মিটিং করে প্রেসে ঘোষনা দেন আর্মি জনগণের পাশে থাকবে। এরপর মূল ঘনার দিন ৫ আগস্ট। সেই দিন সকালে আর্মি চিফ এবং অন্য দুই বাহিনীর প্রধান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করেন। হাসিনা আরো বল প্রয়োগের জন্য বলেন। কিন্তু সেনা বাহিনী বাস্তবতা তুলে ধরে তা করতে অস্বীকার করেন। কারণ সকাল ১১টায় টঙ্গী দিয়ে ২০ থেকে ৩০ হাজার মানুষ ঢাকায় ঢুকে যায়। অন্যদিকে ঢাকার চার দিক দিয়ে হাজার হাজার মানুষ ঢুকতে থাকে। যা ঠেকানোর মত শক্তি কারো ছিল না। পুলিশ নীরহ মানুষকে কিছু সময় গুলি করেছে। কিন্তু পরে তাদের ঢাকায় ঢুকতে দিতে বাধ্য হয়।

একটি সূত্র জানায়, শেষ মুহূর্তে শেখ হাসিনা বিক্ষোভ দমনে ভারতের সাহায্য নিয়ে ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সার্বভৌমত্বে প্রশ্নে সেনা বাহিনী সেটি মেনে নেয়নি। হাসিনাকে ৪৫ মিনিটের মধ্যে দেশ ছাড়তে বলেছেন। অনেকটা জীবন বাচাঁতে হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান।

একটি সূত্র জানায়, শেষ মুহূর্তে শেখ হাসিনা বিক্ষোভ দমনে ভারতের সাহায্য নিয়ে ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সার্বভৌমত্বে প্রশ্নে সেনা বাহিনী সেটি মেনে নেয়নি। হাসিনাকে ৪৫ মিনিটের মধ্যে দেশ ছাড়তে বলেছেন। অনেকটা জীবন বাচাঁতে হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান।

সজীব ওয়াজেন জয় কি বলেন। বিভিন্ন মিডিয়াতে সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, 'বাংলাদেশকে সিরিয়া বানিয়ে ফেলেছে। আমার পরিবার তিনবার চেষ্টা করেছে। শেখ হাসিনা এতো কিছু করার পরেও তাকে বাংলার মানুষ বের করে দিল, হত্যা করতে গেল। এখন বাংলাদেশে কি হবে এটা আর আমাদের পরিবারের দায়িত্ব না।'

প্রথম ভিডিও বার্তায় জয় অভিমানের সুরে বলেন, 'ঠিক আছে, শেখ হাসিনার পর আপনাদের কী হবে, তা আমার চিন্তার বিষয় না, আমাদের পরিবারেরও চিন্তার বিষয় না। আপনারা বুঝবেন।'

ডয়চেভেলের বাংলা বিভাগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, 'বর্তমানে শেখ হাসিনার রাজনীতিতে আসার কোনো পরিকল্পনা নেই। শেখ পরিবারের কোনো সদস্যরই রাজনীতিতে আসার কোনো কারণ নেই।'

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কি। বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সমন্বয়কদের সাথে বৈঠকে রাষ্ট্রপতি ড, মুহম্মদ ইউনূসকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান করতে রাজী হয়েছেন।

কিন্তু এরমধ্যে পুরো দেশে অরাজক অবস্থা চলছে। তিন দিন ধরে (৫ আগস্ট থেকে) রাস্তায় কোন পুলিশ নেই। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ডাকাতি হচ্ছে। সাতক্ষীরা এবং শেরপুর কারাগার ভেঙে সব আসামিদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সারাদেশে কমপক্ষে ২০০ পুলিশকে হত্যা করা হয়েছে। ৪০০ থানা পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সহজ নয় বলে অনেকে মনে করেন।

দম্ভের পতন, এবার স্বস্তি দরকার

ফজলুল কবির

দেশ। একটি শব্দ। এর অর্থ খুঁজতে গেলে যেমন ভূখণ্ড, পতাকা, রাষ্ট্রীয় প্রতীক আসে, তেমনি এর সাথে আরও বহু কিছু জড়িয়ে থাকে। সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি জড়িয়ে থাকে, তা হলো–মানুষ। অথচ গেল কয়েকটা দিন এই মানুষ শব্দটিকেই যেন ভুলে গেছি। একদিকে জনস্রোত, আরেকদিকে ক্ষমতার দম্ভ। একদিকে বুলেট, আরেকদিকে পেতে রাখা বুক। সংবাদমাধ্যম খুললেই একগাদা নাম, যারা সংখ্যা হয়ে গেছে। অথচ, যাদের নিয়ে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

শিক্ষার্থীরা ক্ষমতা চায়নি। শিক্ষার্থীরা কিছু সুনির্দিষ্ট বদল চেয়েছিল। কিন্তু সেই শিক্ষার্থীদের সেই চাওয়াকে, অর্থনৈতিক সংকটে দাঁড়িয়ে কর্মসংস্থানের দিকে চেয়ে থাকা বেকার ও ভবিষ্য বেকার জনগোষ্ঠীর উৎকণ্ঠা এবং তা থেকে উদ্ভুত ক্ষোভ ও চাওয়ার তীব্রতাকে বুঝতে পারেনি ক্ষমতাসীনরা। তারা ভেবেছিল বিগত দিনগুলোতে যেভাবে বলপ্রয়োগ করে নানা দাবির আন্দোলনের টুঁটি চেপে ধরা গেছে, তেমনটা এবারও যাবে।

কেন এমন মনে হলো? কারণ, দম্ভ। কীসের? ক্ষমতার। এই দম্ভে কোনো মৃত্যুকেই আর মৃত্যু বলে মনে হয় না। মৃতকেও পক্ষে-বিপক্ষে ভাগ করে ফেলা যায়। যেকোনো একচেটিয়া শাসনের স্বরূপই এমন। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়, এটা আমার নয়, ওর। এক ধরনের বাইনারির জন্ম হয় একেবারে ওপর থেকে নিচুতলা পর্যন্ত। এই একচেটিয়া শাসনের পতন যখন হয়, তখন এই বাইনারিই আবার ফিরে আসে। তবে অন্য চেহারায়। আগের সাদা রাতারাতি বনে যায় কালো। আর আগের কালো বনে যায় সাদা।

বাংলাদেশে এখন তেমনটাই প্রত্যক্ষ করছে। প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে শেখ হাসিনার পলায়নের পর বাংলাদেশে সোমবার রাজধানী ঢাকা এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা যশোরসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষ, স্থাপনায় আক্রমণ, পিটুনি কিংবা হামলায় পুলিশ সদস্যসহ অন্তত ১৩৭ জন মারা যাওয়ার তথ্য দিয়েছে বিবিসি বাংলা। তারা বলছে, প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে কোটা সংস্কার থেকে সরকার পতন পর্যন্ত এবং এই আন্দোলনে বিজয়ের উন্মাদনায় দেশে সাড়ে তিন শয়ের বেশি মানুষের প্রাণ গেছে। এদের কেউ শিক্ষার্থী, কেউ মুটে, কেউ সাংবাদিক, কেউ পুলিশ, কেউ রাজনৈতিক দলের নেতা বা কর্মী। পরিচয় যা-ই হোক, এদের আসল পরিচয় হলো–উলুখাগড়া, রাজায় রাজায় যুদ্ধে যাদের প্রাণ যাওয়াই দস্তুর।

ফলে প্রাণ যাচ্ছে। এ যেন থামার নয়। স্বৈরাচার বা একচেটিয়া শাসন কাঠামোয় দাঁড়িয়ে আগের শাসকেরা যেভাবে মানুষের প্রাণের দামকে তলানিতে নিয়ে গিয়েছিল, তার পতনের পর সেই দাম বাড়তে আমরা দেখিনি।

হ্যাঁ, যেকোনো স্বৈরশাসকের মতোই আগের শাসকগোষ্ঠী জনগণের করের টাকায় পোষা রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করে প্রতিপক্ষকে দমিয়েছে, হামলা করেছে, যেকোনো অধিকারের আন্দোলনকে প্রতিহতের নামে হত্যা-গুম করেছে। এরই প্রতিবাদে কিন্তু সাধারণ মানুষ শিক্ষার্থীদের অধিকারের আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে ফুঁসে উঠেছিল। সেই গণবিস্ফোরণের বিজয় হয়েছে। কিন্তু সেই বিজয় উদযাপনের নামে আরও আরও মানুষ হত্যার শিকার হলো। নানা স্থানে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর বাদ যায়নি।

বিক্ষুব্ধ মানুষ পুলিশকেই খল হিসেবে ভেবে নিয়ে তাকেই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। অথচ একবারও ভেবে দেখেনি এই প্রতিটি পুলিশ সদস্য তার করের পয়সাতেই প্রশিক্ষিত। একদিন সব ঝড় থামে। সেই থেমে যাওয়া ঝড়ে এই পুলিশই কিন্তু তাদের নিরাপত্তা দেবে। এই পুলিশের সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে, আছে হত্যা গুমের মতো কর্মকাণ্ডের অভিযোগ, যার অনেক কিছু সত্য। কিন্তু এই অভিযোগগুলোর কোনো তদন্ত ছাড়া, কোনো বিচার প্রক্রিয়া ছাড়া যেভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে, তা আদতে আত্মঘাতি। কারণ, পাহারাদার মেরে ফেললে ঘর পাহারার কেউ আর থাকে না।

আরেকটি পেশাগোষ্ঠী ভীষণভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। তা হলো–সাংবাদিক। অথচ এই আক্রমণের আগে আক্রমণকারীরা একবারও ভেবে দেখছে না যে, তাদের ফুঁসে ওঠার সময়ই কিন্তু সাংবাদিকেরা সংবাদ প্রকাশ করে তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁরা ভুলে গিয়েছেন যে, জনতা ফুঁসে ওঠার কারণে বহু সাংবাদিক সাহস করে নিজের কথাটা বলতে পেরেছেন। একটা সংবাদমাধ্যমের সাথে বহু লোক জড়িয়ে থাকে। সাংবাদিকেরা সংবাদ খান না। তাঁদেরও অন্য সবার মতো ভাত খেয়েই বাঁচতে হয়। লাঠির বাড়ি বা বুলেটে তাঁরাও আঘাত পান। ফলে বহু বহু ঝঞ্ঝা পেরিয়েই তাঁকে নিজের কাজটি করতে হয়।

সোমবার শেখ হাসিনার দেশ ত্যাগের খবর শোনার পর অভূতপূর্ব এক মানবস্রোত পথে নেমে এসেছিল। কেন? কারণ, ভয়টি পালিয়ে গেছে। একজন ব্যক্তির পলায়নের পরই কেবল শত-সহস্র মানুষ পথে নেমে কথা বলতে, হুঙ্কার দিতে শুরু করেছে। এতদিন সে বলতে পারেনি। তাই এখন সে বলছে। এই একই দশা তো সংবাদমাধ্যমেরও। বরং আরও বেশি। তাহলে সে সহানুভূতির বদলে, গুটিকয় দলদাস সাংবাদিককে বাদ দিয়ে সব সাংবাদিককে কেন লক্ষ্যবস্তু করল। এর মধ্য দিয়ে নতুন কোনো শক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ ঘোষণাটি দেওয়ার আগেই কি সংবাদমাধ্যমের ওপর ফের সেন্সরের কাঁচি চালানোর হুঙ্কারটি দিয়ে রাখল না।

বিক্ষোভ, বিদ্রোহ বা গণঅভ্যুত্থান তো হয়েছিল একচেটিয়া শাসন, তাদের বজ্রআটুনি ও একতরফা বয়ানের বিরুদ্ধে। তাহলে আরেকটি একতরফা বয়ান অহেতুক হাজির হয়ে কি এরই মধ্যে চোখ রাঙাতে শুরু করছে না? আন্দোলনের মূল শক্তি শিক্ষার্থীদের এড়িয়ে গুটিকয় রাজনৈতিক দল কি আবারও ক্ষমতার হালুয়া–রুটির ভাগ বসাতে তৎপর নয়? তেমনটি হলে কিন্তু শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন এই আত্মত্যাগ বৃথা হয়ে যাবে। আবারও এক কঠোর শাসনের পাল্লায় পড়তে হতে পারে। আশার কথা যে শিক্ষার্থীরা সে কথা শুরুতেই বুঝেছেন। তাঁরা সরাসরি মানুষকে এসব সহিংসতা, কথা বলার অধিকার হরণের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। একইভাবে শিক্ষার্থীদের পাশে থাকা সেই গুটিকয় শিক্ষকের জোট বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কও জানিয়ে রেখেছে যে, এসব সহিংসতাকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রাষ্ট্রের মাথা থেকে স্বৈরাচারের পলায়নের পর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তাবাহিনীকে কিছু করতে দেখা যায়নি। তারা যেন চুপ থেকে দেড় শতাধিক মানুষকে মরতে দিয়েছে। তারা কঠোর কোনো ভাষ্য হাজির করেনি। একের পর এক থানায় হামলা হয়েছে, জনগণের করের পয়সায় নির্মিত রাষ্ট্রীয় স্থাপনায় হামলা হয়েছে, অমুসলিমদের বাড়ি ঘর, উপাসনালয়ে হামলা হয়েছে, জবাই, গুলি, অগ্নিসংযোগ–সবই হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে গণভবন, সংসদ ভবন, ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের ঐতিহাসিক বাড়িটি, ব্যাংক, এনজিও, হাসপাতাল, রাজারবাগ পুলিশ লাইন–কী নেই তালিকায়! কিন্তু তারা অচল পাথরের মতো সব দেখেছে। আর পুলিশ, সোমবার সবচেয়ে বেশি আক্রান্তের তালিকায় সম্ভবত পুলিশই ছিল। তার নিরাপত্তাও তো দেওয়ার কথা নিরাপত্তাবাহিনীরই। কারণ, তারা এই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিল।

সারা রাত ফোনের পর ফোন এসেছে–কী হবে? মুসলমান-হিন্দু-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ নির্বিশেষে প্রায় সব মত ও পথের মানুষ ফোন করে জানতে চেয়েছে, কী হচ্ছে দেশে? কে জিতল? বিজয়ীরা কী চায়? কীভাবে শৃঙ্খলা ফিরবে? হাজারটা প্রশ্ন। কিন্তু এসব প্রশ্নের জবাব তো নেই। একই প্রশ্ন তো এই এখানেও ঘুরে ফিরে আসছে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তাকে কব্জায় নিতে চায় অন্য কেউ। শিক্ষার্থীরা সজাগ। কিন্তু যারা তৎপর, তারা কিন্তু বহু ঘাটের জল খাওয়া। আশা জাগে, আবার নৈরাশ্যও কি চেপে বসে না?

হ্যাঁ, একচেটিয়া শাসনের পতন এমনভাবেই হয়। সাথে অর্থনৈতিক সংকট থাকলে এর প্রভাব হয় ভয়াবহ। শ্রীলঙ্কায় হয়েছে, তিউনেশিয়ায় হয়েছে, লিবিয়ায় হয়েছে। অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে। কিন্তু মনে রাখা জরুরি যে, বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে বড় সংকটটি অর্থনৈতিক। ফলে বিজয় উদযাপন বা যে কারণকে সামনে রেখেই রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস করা হোক না কেন, তা আদতে নিজেদের সম্পদ। এর মূল্য করের পয়সায় নিজেকেই চোকাতে হবে। ভিন্নমতের বলে কোনো মানুষের ঘরে বা কার্যালয়ে হামলা চালানোর সময় মনে রাখা জরুরি যে, এভাবে ভিন্নমতের ওপর হামলার কারণেই কিন্তু আজ আপনি ফুঁসে উঠেছেন, আপনার হাতে লাঠি-রড ইত্যাদি উঠেছে। আপনি আক্রমণকারীর ভূমিকায় নেমেছেন। আপনার মতকে দমন করা না হলে আপনি হয়তো ঘরের শিশুটিকে নিয়ে আজও খেলতেন। আপনার চোখ লাল হতো না। তাই কারও উপাসনালয়, কারও ভাস্কর্য, শিল্প, সংস্কৃতি, কারও লেবাস, কারও পেশা বা কার্যালয়ে হামলার আগে ভাবুন, মনে করার চেষ্টা করুন নিজের বিগত দশাকে। আপনি নিজে আগ্রাসী হয়ে অজ্ঞাতে ভবিষ্যতের ফ্রাঙ্কানস্টাইনের জন্ম দিচ্ছেন না তো?

আগামীর বাংলাদেশকে যেমন দেখতে চাই

ইমরান ইমন

ছাত্রদের ক্ষেপিয়ে, ছাত্রদের রক্ত ঝরিয়ে কেউ কখনও টিকে থাকতে পারেনি। ইতিহাসের স্রোতধারায় যারা এমন কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে তাদের সবারই করুণ পরিণতি হয়েছে। আমরা একটু পেছনে ফিরে তাকালেই তার প্রমাণ দেখতে পাবো।

আর যারা সামান্য লোভের বশবর্তী হয়ে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে কতিপয় দেশখেকোর সঙ্গে হাত মিলায় তাদের পরিণতিও শেষমেশ ভালো হয় না। ইতিহাস তাই বলে। মিরজাফররা সাময়িক ভালো থাকলেও প্রকৃতি কখনও তাদের ক্ষমা করে না, তারা 'রিভেঞ্জ অব ন্যাচার' থেকে কোনভাবেই বাঁচতে পারে না। কর্মের করুণ ফল তাদের ভোগ করতেই হয়।

আমরা এরও প্রমাণ দেখেছি। সাম্প্রতিক কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে অনেক তরুণ শহীদ হয়েছেন, যা কোনভাবেই প্রত্যাশিত ছিল না। যাদের দায়িত্বহীনতা ও উস্কানিতে এতগুলো প্রাণ নির্মমভাবে ঝরে গেল, সেটারও সুষ্ঠু বিচার হতে হবে।

শেষমেশ শিক্ষার্থীদের এ আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাসীন সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। বায়ান্ন, ঊনসত্তর, একাত্তর আর নব্বইয়ের মতো চব্বিশেও তারুণ্যের জয় হয়েছে। আর এ জয় আগামীর বাংলাদেশের জন্য বড়ো দৃষ্টান্ত। তরুণসমাজ চাইলেই যে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে, তারুণ্যের শক্তির কাছে যে সব শক্তি পরাহত হয়, এ আন্দোলন এর বড়ো দৃষ্টান্ত।

একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, দেশ থেকে 'গণতন্ত্র' যাতে কোনভাবেই পেছনের দরজা দিয়ে আর না পালায়, অতীতে বিভিন্ন সময়ে যেভাবে পালিয়েছে। আরও খেয়াল রাখতে হবে, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে কেউ যাতে 'দূরভিসন্ধি' করতে না পারে।

আমাদের রফিক, শফিক, সালাম, জব্বার, বরকত, আসাদ, মতিউর, নূর হোসেন, মাস্টারদা সূর্য সেন, বীরকন্যা প্রীতিলতাদের দেশপ্রেম ও আত্মদান এদেশের ছাত্রসমাজের রক্তে মিশে আছে। এদের প্রতিহত করবে কোন কালশক্তি?

সব কালশক্তিকে পরাজিত করে এদেশের তরুণসমাজ বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারে, অবশেষে এসেছে সে বিজয়। তরুণ প্রজন্ম যে একটা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মানবসম্পদ, সে কথা আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা ভুলে গিয়েছিলেন। আগামীর রাষ্ট্রনায়কদের তরুণসমাজকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, রাষ্ট্র বিনির্মাণে তাদের চিন্তা ও মতকে গুরুত্ব দিতে হবে। তারুণ্যের এ আন্দোলন আগামীর রাষ্ট্রনায়কদের জন্য বড়ো শিক্ষা।

আগামীর বাংলাদেশকে বিনির্মাণে দেশপ্রেমিক, সৎ, শিক্ষিত, মেধাবী ও চৌকস মানুষদের গুরুত্ব দিতে হবে। অস্তিত্বহীন রাষ্ট্রীয় চারটি মূলনীতি: জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প সমূলে উৎপাটন করতে হবে। কেড়ে নেওয়া মানুষের ভোটাধিকার ও বাকস্বাধীনতা পিরিয়ে আনতে হবে, প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মুক্তমত ও মুক্তচিন্তার স্বাধীনতা।

একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জনগণকে 'খেলনার পুতুল' বানিয়ে রাখার হাতিয়ার হলো ভোটাধিকার হরণ করে নেওয়া। জনগণের সে ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

সাম্প্রতিক বাংলাদেশের 'অ্যালার্মিং' টার্ম হলো 'প্লুটোক্রেসি ইন পলিটিক্স'। আজকের বাংলাদেশের করুণ অবস্থার জন্য দায়ী এ ব্যবস্থা। রাজনীতি যখন ধনীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে যখন এ সম্প্রদায়ের প্রভাব থাকে, তখন কল্যাণরাষ্ট্র গড়ে তোলার কাঠামো পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। তখন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে অনিয়ম, দুর্নীতি ও লেজুড়বৃত্তি। দেশ চলে যায় রসাতলে।

সাম্প্রতিক বাংলাদেশের দিকে তাকালে আমরা এর নজির দেখতে পাবো। সাম্প্রতিককালে আমরা দেখেছি, একেকটা শিল্পগ্রুপ এদেশের জনগণের টাকা ও সম্পদ লুটপাট করে, বিদেশে পাচার করে কীভাবে 'আলাদিনের চেরাগ' বানিয়েছে। কীভাবে তারা দেশের ব্যাংকিং সেক্টরকে ধ্বংস করে দিয়েছে, কীভাবে দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। এসব লুটেরাদের সবাই এদেশের রাজনীতি ও সরকারনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এ ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে।

একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, দেশ থেকে 'গণতন্ত্র' যাতে কোনভাবেই পেছনের দরজা দিয়ে আর না পালায়, অতীতে বিভিন্ন সময়ে যেভাবে পালিয়েছে। আরও খেয়াল রাখতে হবে, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে কেউ যাতে 'দূরভিসন্ধি' করতে না পারে। সব সংকট পেরিয়ে রক্ত দিয়ে কেনা বাংলাদেশ ভালো থাকুক, সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলুক—এই প্রত্যাশা।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS
Department of
Health CDPAP

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

জাতির জীবনে যুক্ত হলো শোকাবহ জুলাই

সুতপা বেদজ্ঞ

বাংলাদেশের ইতিহাসে কোটা সংস্কারসংক্রান্ত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন রক্তাক্ত ও শোকাবহ জুলাই হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ছাত্র গণআন্দোলন কতটা সর্বব্যাপী রূপ নিতে পারে, শাসকগোষ্ঠী তা দেখেছে। ছাত্র গণঅন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থানের ঘটনা এ ভূখণ্ডে আগেও হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানি আমল ও স্বাধীন বাংলাদেশের সময়কালে একদিনে এত মৃত্যু এ দেশের মানুষ কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। একদিকে আন্দোলনের ব্যাপকতা অন্যদিকে সরকারের ব্যাপক দমন-পীড়নের কৌশলে চার বছরের শিশুও বাদ পড়েনি। অধিকাংশ মৃত্যু হয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে। জ্ঞাত-অজ্ঞাত মিলিয়ে এ পর্যন্ত দুই শতাধিক নিহতের তথ্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এ তালিকা দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ইতিহাস থেকে আমরা দেখেছি, ছাত্ররা যখন ন্যায্য কোনো দাবিতে সোচ্চার হয়েছে, সাধারণ মানুষ তাদের সাথে রাস্তায় নেমে এসেছে। দেশে দেশে যুগে যুগে অগণতান্ত্রিক সরকারকে সব সময়ই দমন পীড়নের পথ বেছে নিতে দেখা যায়। এ দেশের বিভিন্ন সরকারের ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলকে মাঠছাড়া করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বহুদিন থেকে। বেশ কিছু বছর যাবৎ নাগরিক সংগঠন বা মানবাধিকার সংগঠন, নারী সংগঠন, এমনকি সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক যেকোনো অন্যায়ের প্রতিবাদে আয়োজিত সভা-সমাবেশ বা অনুষ্ঠানের প্রতি ক্রমাগত রাষ্ট্রীয় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। লেখালেখি ও মতপ্রকাশ নিয়ন্ত্রণে আইন করা হয়েছে। এসব কারণে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। সাথে যুক্ত হয়েছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে সাধারণ মানুষের নাকাল অবস্থা। সরকারি এমন কোনো বিভাগের কথা বলা যাবে না, যেখানে ঘুষ, দুর্নীতি ছাড়া কাজ হয়। কিছুদিন ধরে প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তিদের আকণ্ঠ দুর্নীতির খবর একটার পর একটা প্রকাশিত হচ্ছে। এসব মানুষকে সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে।

এটা এখন দিনের আলোর মতো পরিস্কার, মোটাদাগে সরকারের অবৈধ ক্ষমতার সহযোগী এ দেশের কিছু ব্যবসায়ী, প্রশাসন ও দলীয় মাস্তান বাহিনী। এই সহযোগীদের স ঙ্গে নিয়েই ভোট ভোট খেলা খেলে জনগণকে কোনো পাত্তা না দিয়ে সরকার দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় টিকে আছে। সরকার তার দলীয় ও রাষ্ট্রীয় পেটোয়াবাহিনী দিয়ে সমস্ত মানুষের মুখ বন্ধ করে রাখতে চায়। এর আগেও ২০১৮ সালে নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, কোটা সংস্কার আন্দোলন, এমনকি তারও আগে গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলন সরকার একই কায়দায় দমন করেছে। দমন করলেই আগুন নেভে না, বরং স্ফুলিঙ্গ ছাই চাপা পড়ে থাকে। অনুকূল বাতাস পেলেই তা আবার জ্বলে ওঠে। এবারের আন্দোলন মাত্রা ও পরিমাণ বিবেচনায় অনেক ব্যাপক, যা সরকার আঁচ করতে পারেনি। সরকার কতটা জনবিছিন্ন, তা এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত। সরকার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জনগণের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অহংকারী আচরণের চরম মূল্য দিতে হলো গোটা জাতিকে। এ ক্ষত কখনোই শুকানোর নয়।

সাধারণ মানুষ ক্ষমতা চায় না। তারা রাষ্ট্রের কাছে স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চায়, সন্তান-সন্ততি নিয়ে আনন্দে বাঁচতে চায়, শিক্ষা চায়, কাজ চায়, স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ চায়, কথা বলা-লেখা ও ভোটের অধিকার চায়। কোটা সংস্কার আন্দোলন রাজনীতি সচেতন শিক্ষার্থীদের অরাজনৈতিক একটি আন্দোলন। এর মধ্যে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব খোঁজা মানেই এই আন্দোলনকে ছোট করে দেখা। মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে হিসেবের মধ্যে না নেওয়া। এই আন্দোলনের ছাত্রদের আকাঙ্ক্ষাকে পাত্তা না দিয়ে ক্ষমতার দম্ভে সরকার দেশের অধিকাংশ জনগণকে তার প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। চাটুকার, দালাল, দুর্নীতিবাজ, খুনি, মাস্তান, ভূমিদস্যু, সর্বোপরি জনগণের ট্যাক্সের টাকায় প্রতিপালিত রাষ্ট্রীয় পেটোয়াবাহিনী ও গোয়েন্দাদের ওপর সরকার ভরসা করেছে।

কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন শুরু হয় ১ জুলাই। ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ঘিরে সরকারের হেলমেট বাহিনীকে ছাত্রদের ওপর লেলিয়ে দেওয়ার পর বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে প্রায় সারা দেশে। ছাত্রদের বাংলা ব্লকেড কর্মসূচি, কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচিতে দেশব্যাপী শিক্ষার্থীসহ শিক্ষক ও সচেতন সাধারণ মানুষের সাড়া ছিল অভূতপূর্ব। ১৬ জুলাই সারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দিতে গেলে সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে। ওই দিনই পুলিশ রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যা করে বলে অভিযোগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও ৫ জন ছাত্রের মৃত্যু ঘটে। ১৭ জুলাই পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ চলে। তখনো মৃত্যু ঠেকানো যেত। কিন্তু সরকার সে পথে না গিয়ে ছাত্রদের আবারও আইন-আদালত দেখানোর ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সবচেয়ে বেশি হত্যার ঘটনা ঘটে ১৮ জুলাই। একের পর এক শিশু, শিক্ষার্থী, ছোট ব্যবসায়ী, পথচারীর মৃত্যুর খবরে গোটা জাতি হতবিহ্বল হয়ে পড়ে।

▶ সরকারের উচিত অবিলম্বে পরিবেশ স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেওয়া। কোনো রকম ছলচাতুরির আশ্রয় না নিয়ে খোলা মনে আন্তরিক আলোচনার আয়োজন করা। ক্ষমতা চিরস্থায়ী বিষয় নয়। সময় বয়ে যাচ্ছে। মনের চাপা আগুন দীর্ঘ সময় মানুষ আটকে রাখতে পারবে না।

কোটা সংস্কারের বিষয়টি রাজনৈতিক, যা নির্বাহী বিভাগের এক্তিয়ারভূক্ত হওয়া সত্ত্বেও সরকার আন্দোলনকারীদের বারবার আদালত দেখানোয় সংকট ঘনীভূত হয়েছে। কোটা বিষয়ে আপিল বিভাগের রায়ের মধ্য দিয়ে আদালত এটা স্পষ্ট করেছেন যে, কোটা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া পুরোপুরি সরকারের নীতিনির্ধারণী বিষয়। আদালত বলেছেন–'অত্র নির্দেশনা ও আদেশ প্রদান সত্ত্বেও সরকার প্রয়োজন ও সার্বিক বিবেচনায় এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত কোটা বাতিল, সংশোধন বা সংস্কার করতে পারবে।' উচ্চ আদালতের এই রায়ের পর কোটাসংক্রান্ত সবকিছুই এখন নির্ভর করছে সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর। কারণ, আদালত যে কোটা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সরকার নিজের মতো পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারবে।

উল্লেখ্য, কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরাও সরকারের কাছ থেকেই কোটার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতি ও সিদ্ধান্ত চেয়ে আসছিলেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এমন একটি জায়গায় আসার আগে অসংখ্য প্রাণ ঝরে গেল এবং দেশ এখন এক নজিরবিহীন সংকটের কবলে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও সরকারের প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছেন, সেখানে সরকারের ভূমিকাই প্রধান। গত কয়েক দিনে যে ক্ষত তৈরি হয়েছে, তা দূর করতে রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি ছিল। এই বিভৎস হত্যাকাণ্ডের পর কীভাবে অহিংস পথে মানুষের ক্ষোভ নিরসন করা যায়, সে পথ খুঁজে বের করার দায়িত্বও ছিল সরকারের।

তবে এখন পর্যন্ত সরকার সে পথে হাঁটছে বলে মনে হয় না। মূল সংকটের কারণ উদ্ঘাটনের চেষ্টা না করে পুরোনো কায়দায় বিএনপি-জামায়াতের ওপর দোষ চাপিয়ে, হঠাৎ করে জামায়াত ইসলামকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে সরকারের তৎপরতা চোখে পড়ার মতো। যে ঘটনা সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে, তার দায় এড়ানোর এ কৌশলে সমস্যা আরও জটিল হবে। সরকারকে সমালোচনা গ্রহণ করে আত্মসমালোচনা করতে হবে। বিষয়টি রাজনৈতিক, এর সমাধান হতে হবে রাজনৈতিকভাবে; অর্থাৎ, আলোচনার টেবিলে। আন্দোলনকারী ছাত্রদের বা যারাই কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে, তাদের ডিবি হেফাজতের নামে তুলে নিয়ে নির্যাতন, কথায় কথায় রাজনৈতিক নেতাদের তুলে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন, মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিকদের নির্যাতন করে চুপ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের নামে হাজার হাজার মামলা–এটা কোনো সভ্য সমাজের চিত্র হতে পারে না।

এত বড় ঘটনার পর আপিল বিভাগের রায়ের পর ছাত্ররা সরকারকে নয় দফা দাবি জানিয়েছিল। যেখানে এই সকল হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচার, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, নিহতদের পরিবারে আর্থিক সহায়তাসহ আন্দোলনকারীদের নিরাপত্তার দাবি রয়েছে। ছাত্রদের যৌক্তিক দাবি নিয়ে যখন সরকারের উচিত তাদের সাথে আলোচনায় বসা, সরকার তখন তা না করে আন্দোলনের ছয়জন সংগঠককে হাসপাতাল ও বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে ডিবি হেফাজতের নামে আটকে রাখল। তাদের দিয়ে কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা পাঠ করাল। প্রতি রাতে বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে ব্লক রেইড করে ছাত্রদের শরীরে দাগ খুঁজে আটক করা হচ্ছে। ৩১ জুলাই সারা দেশে ছাত্রদের 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচিতে ব্যাপক ধরপাকড়ের ঘটনা ঘটে। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা তাদের এখতিয়ারের বাইরে গিয়ে এখনো অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ ও বাড়াবাড়ি করছে। তাদের রুঢ়তা, বর্বরতা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে, ধমক দিয়ে, নির্যাতন করে মামলা দিয়ে জনজীবন অস্থির করে আপাত সমাধান খুঁজলে খুব ভুল হবে। যে আগুন মানুষের বুকে জ্বলছে তাকে আরও তাতিয়ে দেওয়া হবে।

এ অস্থিরতা কারও কাম্য হতে পারে না। সরকারের উচিত অবিলম্বে পরিবেশ স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেওয়া। কোনো রকম ছলচাতুরির আশ্রয় না নিয়ে খোলা মনে আন্তরিক আলোচনার আয়োজন করা। ক্ষমতা চিরস্থায়ী বিষয় নয়। সময় বয়ে যাচ্ছে। মনের চাপা আগুন দীর্ঘ সময় মানুষ আটকে রাখতে পারবে না। আবার অগ্ন্যুৎপাত ঘটবে। সরকার এই আন্দোলনে সম্পদ ধ্বংসের আলোচনাটি প্রথম থেকেই ফোকাসে আনছে। এই আন্দোলনে যে সম্পদ ধ্বংস হয়েছে, জনগণের করের টাকায় তৈরি এ সম্পদ মেরামত করা যাবে। কিন্তু কোটি কোটি টাকা খরচ করলেও একটি প্রাণও কি আমরা ফেরত পাব? মানুষের প্রাণের চেয়ে মূল্যবান সম্পদ তো আর কিছু হতে পারে না। আমরা আর কোনো রক্তপাত, আর কোনো প্রাণহানি চাই না। গোটা জাতি এখন শোকাবহ জুলাইয়ের হত্যাকাণ্ডের ট্রমার মধ্যে বসবাস করছে। সরকার যত তাড়াতাড়ি এ বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারবে, ততই মঙ্গল।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

ক্ষোভের আগুন পুড়ল মন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজধানীতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসায় হামলা

শেখ হাসিনা পদত্যাগ করার খবর ছড়িয়ে পড়ার পরপরই রাজধানীতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা হয়। ভাঙচুর করা হয়েছে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়, বিভিন্ন থানা, ওয়ার্ড কার্যালয়ও। গতকাল বিকেল ৪টার দিকে কারওয়ান বাজারে মৎস্য আড়তের পাশে জাতীয় শ্রমিক লীগের কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়।

এর আগে দুপুরের পরপরই গুলশানে শেখ হাসিনার বেসরকারি বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের বাসভবনে হামলা হয়। বেলা সাড়ে ৩টার দিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের সরকারি বাসভবনে হামলা ও ভাঙচুর করেন আন্দোলনকারীরা। বাড়িতে আগুনও দেওয়া হয়।

এদিকে জাতীয় সংসদ এলাকায় থাকা স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী, হুইপ ইকবালুর রহিম, আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, সাবেক পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীমের সরকারি বাসভবনে হামলা, ভাঙচুর করা হয়। সেখানে লুটপাটও করা হয়।

সংসদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'হামলায় কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা আমরা জানি না। আজকে (মঙ্গলবার) বিষয়টি দেখার পর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যাবে।'

চাঁদপুরে সমাজকল্যাণমন্ত্রী দীপু মনি, মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে কৃষিমন্ত্রী উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ, মেহেরপুরে জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, নাটোরে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ও সিলেটে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরীর বাসভবনে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

নাটোরে সংসদ সদস্য শিমুলের বাড়িতে ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া হয়েছে। সিলেট নগরীর গোপালটিলা এলাকার সুনামগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য রণজিত চন্দ্র সরকারের বাসায় ভাঙচুর চালানো হয়। গাংনীতে অবস্থিত মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য এস এম নাজমুল হক সাগরের কার্যালয়ে ভাঙচুর করা হয়। ময়মনসিংহ নগরের শিববাড়ী রোডে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর, আঠারবাড়ি বিল্ডিং এলাকায় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন বাবুলের বাসায় অগ্নিসংযোগ, সিটি মেয়র ইকরামুল হক টিটু এবং ময়মনসিংহ সদর আসনের সংসদ সদস্য মোহিত উর রহমানের নাটকঘর লেনের বাসায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। ময়মনসিংহ-৭ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হাফেজ রুহুল আমিন মাদানীর বাসা ও ত্রিশাল অটোরিকশাস্ট্যান্ড-সংলগ্ন পেট্রলপাম্পে ভাঙচুর চালানো হয়। পাবনায় জেলা আওয়ামী লীগ অফিস, বাসা, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, বাস কাউন্টার ও গ্যারেজে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়।

দিনাজপুর শহরের বাসুনিয়াপট্টি এলাকায় আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে হামলা হয়েছে। বিরামপুর পৌর শহর ও নবাবগঞ্জে উপজেলা আওয়ামী লীগ অফিস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়।

লালমনিরহাটে তিন সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতাদের বাসা ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। বরগুনার আমতলীতে উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতির বাসভবনে আগুন এবং বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালসহ ১০টি স্থাপনায় ভাঙচুর করা হয়েছে।

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়, মেয়রসহ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও যুবলীগের কার্যালয় ভাঙচুর হয়েছে।

মানিকগঞ্জের ঘিওরে উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়, স্থানীয় সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন মাহমুদের অফিসসহ অর্ধশত স্থাপনা ভাঙচুর করা হয়। নাটোর-৪ আসনের সাংসদ ডা. সিদ্দিকুর রহমান পরিচালিত পাটোয়ারী জেনারেল হাসপাতালে ভাঙচুর চালানো হয়। কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে আওয়ামী লীগ কার্যালয়, মেয়রের বাসায় অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করা হয়েছে। রাঙামাটিতে আওয়ামী লীগ অফিস ভাঙচুর।

সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের কিশোরগঞ্জের বাসভবনে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। বিকেলে জেলা শহরের খরমপট্টি এলাকায় এ ঘটনাটি ঘটে। এ সময় বাসার কিছু মালামাল বাইরে এনে সেখানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া বাসার বিভিন্ন মালপত্র মানুষ হাতে হাতে করে নিয়ে যায়। জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশফাকুল ইসলাম টিটুর বাসাও ভাঙচুর করা হয়। ভাঙচুর করা হয়েছে জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয়।

বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধুর ভাগনে সংসদ সদস্য আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহর কালীবাড়ি রোডের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। সেখানে ফায়ার সার্ভিসকে যেতে বাধা দেয় বিক্ষুব্ধরা। প্রায় ১ ঘণ্টা পর সন্ধ্যার দিকে ফায়ার সার্ভিস গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারী কর্মীরা জানিয়েছেন, ওই বাড়ি থেকে ৩টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আগুনে পুড়ে বীভৎস হয়ে যাওয়ায় মৃতদের পরিচয় শনাক্ত করা যাচ্ছে না। এর আগের বিক্ষুব্ধ জনতা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাদেক আব্দুল্লাহর বাসভবন, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমুর বাসভবনে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করে।

রাজশাহী নগরীর সাগরপাড়া এলাকায় দৈনিক ইত্তেফাকের রাজশাহীর জ্যেষ্ঠ আলোকচিত্রী আজাহার উদ্দিনের বাসায় ভাঙচুর হয়েছে। এ ছাড়া পত্রিকার বাঘা উপজেলা প্রতিনিধি ও বাঘা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. নুরুজ্জামানের আহমদপুর গ্রামের বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়।

জয়পুরহাটে সংসদ সদস্য স্বপনসহ আ. লীগের ১২ নেতার বাসা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। পটুয়াখালী-৩ আসনের সংসদ সদস্য এস এম শাহজাদার বাসভবন, বাগেরহাটে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয় এবং গাজীপুর জেলা ও মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় থানা, আওয়ামী লীগ অফিস, নেতাদের বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। কক্সবাজার সদর আসনের সংসদ সদস্য ও হুইপ সাইমুম সরওয়ার কমলের হোটেলসহ আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়িঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা ও ভাঙচুর হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জে হামলা ও ধাওয়ার মুখে পালিয়েছেন বহু আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী। সারা দিন শেষে রাত নেমে এলেও খণ্ড খণ্ড সহিংসতা চলে পাড়া-মহল্লায়। চাষাঢ়ায় শামীম ওসমানের দাদাবাড়ি বায়তুল আমান, উত্তর চাষাঢ়ায় সেলিম ওসমানের বাড়ি হীরা মহল, জামতলায় শামীম ওসমানের বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। নারায়ণগঞ্জ ক্লাবের সাবেক সভাপতি আসিফ হাসান মানু, প্রয়াত নাসিম ওসমানের ছেলে আজমেরী ওসমানের বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন চাকলাদারের মালিকানাধীন পাঁচ তারকা হোটেল জাবির ইন্টারন্যাশনালে অগ্নিসংযোগ করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। বিকেল ৪টার দিকে এ ঘটনাটি ঘটে। এ সময় হোটেলের ভেতরে অনেক আটকা পড়ে বহু হতাহতের ঘটনা ঘটে।

মাদারীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য শাজাহান খান ও ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমের বাড়িতে বিকেলে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও আগুন দিয়েছে জনতা।

সোমবার বিকেলে পঞ্চগড়ে বিক্ষুব্ধ জনতা আহমদিয়া সম্প্রদায়ের অর্ধশত বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে। এ ঘটনায় আহমদিয়াদের অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন।

শেখ হাসিনার সময় শেষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর সময় ফুরানোর বিষয়টি মানতে নারাজ ছিলেন বলে মনে হচ্ছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেখ হাসিনা যে জনস্রোতে ভেসে যাবেন—প্রকৃতপক্ষে খুব কম লোকই তাঁর এই বিদায় সম্পর্কে অনুমান করতে পেরেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের কথা না শুনলেও পরিবারের ঘনিষ্ঠজনদের পরামর্শে তিনি পালিয়ে যেতে রাজি হয়েছিলেন। তাঁর ছেলে বিবিসিকে এমন কথা বলেছেন।

শেখ হাসিনা ঠিক সময়েই মনস্থির করেছিলেন। তাঁর পালানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জনতা তাঁর বাসভবনে প্রবেশ করেছিল।

রোববার সকালে জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছিল। বৈঠকে তিন বাহিনীর প্রধান, ঊর্ধ্বতন নিরাপত্তা ও পুলিশ কর্মকর্তারা অংশ নিয়েছিলেন। বৈঠকের পরিবেশ ছিল গম্ভীর।

দেশজুড়ে সরকারবিরোধী বিক্ষোভের কারণে প্রধানমন্ত্রীর ওপর কয়েক সপ্তাহ ধরেই চাপ বাড়ছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর সবচেয়ে ভয়াবহ এই সহিংসতায় কয়েক শ মানুষ নিহত হন।

শুধু রোববার এক দিনে অন্তত ৯০ জন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের বেশির ভাগই বিক্ষোভকারী। তাঁরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারান। তবে জনতার হাতে পুলিশ সদস্যও নিহত হয়েছেন।

কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বিবিসি বাংলা জানতে পেরেছে, শেখ হাসিনা 'দুটি বিকল্প' খোলা রাখতে চেয়েছিলেন। যখন তাঁর দেশ ছাড়ার প্রস্তুতি চলছিল, তখনো তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বল প্রয়োগ করে ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তারা শেখ হাসিনার কথায় রাজি হননি। রোববার দেশের বিভিন্ন স্থানে মাঠপর্যায়ের সেনা ও সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন সাধারণ মানুষ ও আন্দোলনকারীরা। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পর জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তারা বুঝতে পেরেছিলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

একাধিক সূত্র বিবিসিকে জানিয়েছে, আলাদাভাবে বৈঠকে সামরিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন, সেনারা বেসামরিক লোকজনের ওপর গুলি চালাবেন না। তবে তাঁরা পুলিশকে নিরাপত্তা সহায়তা দিতে পারবেন।

পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন, তাঁদের গোলাবারুদ ফুরিয়ে যাচ্ছে। যদিও এ বিষয় পরে প্রকাশ পায়।

অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন বিবিসিকে বলেন, 'পুলিশ ক্লান্ত ছিল। আমরা শুনেছি যে তাদের কাছে পর্যাপ্ত গোলাবারুদ ছিল না।' তবে শেখ হাসিনা তা শোনেননি। আর তখন কেউই সামনে বসে তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে রাজি ছিলেন না।

বৈঠকের পর শেখ হাসিনা পরিস্থিতি উপেক্ষা করে তাঁর বার্তা দেন। তিনি বিক্ষোভকারীদের 'সন্ত্রাসী' বলে অভিহিত করেন। তিনি 'অগ্নিসংযোগকারীদের' প্রতিরোধের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

নিরাপত্তা বাহিনী আশঙ্কা করেছিল, তাদের হাত ধরে শিগগিরই দেশে গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি আসতে পারে।

রোববারের সহিংসতার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে (ভাইরাল) পড়ছিল। কারণ, মৃতের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছিল। পুলিশ ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের যুব শাখার সদস্যদের গুলিতে আহত তরুণদের ছবি আরও ক্ষোভের জন্ম দিচ্ছিল।

সংঘর্ষের ভয়াবহতা স্পষ্ট হয়ে উঠলে

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতারা ঢাকামুখী গণমিছিলের কর্মসূচি এক দিন এগিয়ে আনার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণায় কর্তৃপক্ষ বিস্মিত হয়ে যায়।

গোয়েন্দা তথ্যে বলা হয়, ছাত্রদের দাবি মানুষকে আকৃষ্ট করছে। পরের দিন হাজারো মানুষ রাজধানীর রাজপথে নামার পরিকল্পনা করছে।

নিরাপত্তা বাহিনী বিক্ষোভকারীদের থামানোর চেষ্টা করলে আরেকটি রক্তপাত ঘটবে। তাই সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান আবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেন।

নির্ভরযোগ্য একাধিক সূত্র জানায়, রোববার সন্ধ্যায় তিন বাহিনীর প্রধান শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা বিনয়ের সঙ্গে ব্যাখ্যা করে বলেন, মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতি আরও অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। সোমবার সকালে ঢাকায় হাজার হাজার লোকের সমাগম ঘটতে পারে। তাঁরা তাঁর বাসস্থানের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারছেন না।

শেখ হাসিনা তিন বাহিনীর প্রধানের পরামর্শ গ্রহণ করেননি। তবে ঢাকার সাংবাদিকেরা বলেন, তাঁরা বুঝতে পারছিলেন, ইতিমধ্যে ক্ষমতার পটপরিবর্তন হচ্ছে। রোববার রাত নাগাদ অনেক জায়গায় পুলিশের উপস্থিতি ছিল না। অসংখ্য নিরাপত্তা ব্যারিকেড ছিল খালি।

অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, তিনি (হাসিনা) অনড় ছিলেন। পদত্যাগ বা দেশ ছাড়ার ব্যাপারে তিনি রাজি ছিলেন না। তিন বাহিনীর প্রধান তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁকে মাঠপর্যায়ে কী ঘটছে, সে সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। সাখাওয়াত হোসেন বলেন, তাঁরা বলেছিলেন, সৈনিকদের পক্ষে জনতার ওপর গুলি চালানো কঠিন হবে। তাঁরা বলেছিলেন, সেনারাও দেশের অংশ। তাঁরা গ্রাম থেকে এসেছেন। তাঁরা নিজেদের লোকদের ওপর গুলি চালাবেন না।

সোমবার সকাল থেকেই ঢাকা অভিমুখে বিপুল জনতার যাত্রা শুরু হয়। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান আবার শেখ হাসিনার বাসভবনে গিয়ে তাঁকে পরিস্থিতির গভীরতা ব্যাখ্যা করছিলেন। লোকজন কারফিউ ভঙ্গ করছিল। ইতিমধ্যে সহিংসতা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

ঢাকার অনেক জায়গা থেকে পুলিশ প্রত্যাহার করা হচ্ছিল। জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান তাঁকে বলেছিলেন, তাঁরা খুব বেশি সময় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে জনতার পৌঁছানো ঠেকাতে পারবেন না। সর্বোচ্চ এক ঘণ্টা বা তার কিছু বেশি সময় তা সম্ভব হতে পারে।

এই পর্যায়ে সামরিক প্রধানেরা শেখ হাসিনাকে বোঝানোর জন্য তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেন।

পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর প্রধানেরা তখন শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি তাঁর বড় বোনকে চলে যেতে রাজি করতে পারেন কি না, সে কথা বলেন তাঁরা।

প্রথম আলোর প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বিবিসি জানায়, কর্মকর্তারা শেখ রেহানার সঙ্গে অন্য একটি কক্ষে আলোচনা করেছিলেন। তাঁরা তাঁকে শেখ হাসিনার কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে বলেছিলেন। শেখ রেহানা তখন তাঁর বড় বোনের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু শেখ হাসিনা ক্ষমতা ধরে রাখতে অনড় ছিলেন।

তারপর বিদেশে থাকা শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ ফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা তাঁকে চলে যেতে বলেন। পারিবারিক এই আলোচনার পুরোটা সময় সেনাপ্রধান উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে। তিনি বৈবাহিক সূত্রে শেখ হাসিনার আত্মীয়।

সজীব ওয়াজেদ গত মঙ্গলবার বিবিসিকে বলেন, 'আমার মা মোটেও দেশ ছেড়ে যেতে চাননি। আমাদের তাঁকে রাজি করাতে হয়েছিল।'

সজীব ওয়াজেদ আরও বলেন, তাঁর মা গত শনিবার সন্ধ্যা থেকেই পদত্যাগ করার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন।

সজীব ওয়াজেদ বলেন, 'আমরা পরিবারের সদস্যরা তাঁর কাছে অনুনয় করেছিলাম। আমরা তাঁকে অনুরোধ করে বলেছিলাম, এই জনতা উচ্ছৃঙ্খল, তারা সহিংসতার জন্য বেরিয়েছে, তারা তোমাকে হত্যা করবে। তোমাকে নিরাপদে নিয়ে যাওয়া দরকার আমাদের। সেখানে জনতার পৌঁছাতে যতটা সময় লেগেছিল, তাঁর হাতে ততটাই সময় ছিল। তাঁরা কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই বেরিয়ে যান।'

সজীব ওয়াজেদ বলেন, 'গতকাল আমি তাঁকে (শেখ হাসিনা) দিল্লিতে ফোন দিয়েছিলাম। তিনি ভালো আছেন। কিন্তু তিনি খুবই হতাশ। বাংলাদেশের জনগণ তাঁকে খুবই নিরাশ করেছে।'

সূত্র জানায়, সোমবার সকালে শেখ হাসিনা নিরাপদ আশ্রয়ের অনুরোধ জানাতে দিল্লিতে ভারতের সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের একনিষ্ঠ মিত্র ভারত। ভারতের দিক থেকে তাঁকে দেশ ছাড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

জানা যায়, এক দিন আগে ওয়াশিংটন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বলেছিল, শেখ হাসিনার সময় শেষ। তাঁর সামনে আর কোনো বিকল্প নেই।

অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, তিনি যখন বুঝতে পেরেছিলেন, সেনাবাহিনী তাঁকে সমর্থন করছে না, তখনই তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। লোকজন কারফিউ ভাঙতে যাচ্ছিল। তাঁর বাসভবনের দিকে মিছিল নিয়ে যেতে ঢাকায় জড়ো হচ্ছিল।

শেখ হাসিনা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর পদত্যাগের নথিতে স্বাক্ষর করতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে কীভাবে নিরাপদে দেশ থেকে বের করা যায়, তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, শেখ হাসিনা কখন পদত্যাগপত্রে সই করেছেন, কখন সামরিক হেলিকপ্টারে উঠেছেন, তা কেবল স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স, প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট ও সেনা সদরের কিছু ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা জানতেন। পুরো ব্যাপারটা বেশ গোপনে করা হয়েছিল।

স্থানীয় সময় সোমাবার সকাল সাড়ে ১০টায় কর্তৃপক্ষ ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়, যাতে শেখ হাসিনার গতিবিধির কোনো খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে না পড়ে। তিনি চলে যাওয়ার পরেই ইন্টারনেট আবার চালু করা হয়েছিল।

সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সূত্রে জানা গেছে, শেখ হাসিনা যাতে নিরাপদে বিমানবন্দরে পৌঁছাতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। তার বহরে হামলা হতে পারে, এমন উদ্বেগ ছিল। তাই, পুরো যাত্রাপথটি ফাঁকা করা হয়েছিল। তাঁর প্রস্থানের স্থান (ডিপারচার পয়েন্ট) সুরক্ষিত করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে সড়কপথে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ ছিল না। তাই, সড়কপথের পরিবর্তে একটি হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছিল।

ছেলে সজীব ওয়াজেদ বলেন, চলে যাওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত শেখ হাসিনা হেলিকপ্টারে উঠতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সজীব ওয়াজেদ বলেন, 'তিনি (হাসিনা) চেয়েছিলেন, আমার খালা (রেহানা) চলে যাক। আমার মা হেলিকপ্টারে উঠতে চাননি। আমি ফোন করেছিলাম। আমি আমার মাকে রাজি করাচ্ছিলাম। আমার খালাকে বলেছিলাম, তাঁকে চলে যেতে হবে।' সজীব ওয়াজেদ বলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁরা তা করেন। তাঁরা গণভবন থেকে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি অপেক্ষমাণ সি-১৩০ হারকিউলিসে ওঠেন।

সজীব ওয়াজেদ বলেন, তাঁর ধারণা, তাঁরা ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁদের দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে আগেই যোগাযোগ করা হয়েছিল। আর এই পথ দিয়ে তারা তাঁকে ট্রানজিট দিতে সম্মত হয়েছিলেন।

অন্যান্য বিবরণ বলছে, তাঁকে হেলিকপ্টারে করে ঢাকার একটি বিমানবন্দরে নেওয়া হয়েছিল। তারপর উড়োজাহাজে করে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাঁরা যে পথেই যাক না কেন, ভারতের স্থানীয় সময় সোমবার বেলা প্রায় ১টা ৩০ মিনিটে হাসিনা, তাঁর বোন রেহানা ও আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ সংসদ সদস্য সালমান এফ রহমানকে হেলিকপ্টার থেকে উড়োজাহাজে স্থানান্তর করা হয়েছিল। যেটি তাঁদের দিল্লিতে নিয়ে গিয়েছিল।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, চার বা পাঁচটি স্যুটকেস অপেক্ষমাণ উড়োজাহাজ বা হেলিকপ্টারে ওঠানোর জন্য রাখা হয়েছিল। তিনি যেসব জিনিস রেখে গেছেন, তার অনেক কিছু তাঁর বাসভবনে হামলা চালিয়ে নিয়ে যায় জনতা। এমনকি এই হামলার সময় তিনি মাঝ–আকাশেই ছিলেন।

কয়েক ঘণ্টা পরে উড়োজাহাজটি দিল্লিতে অবতরণ করে। উড়োজাহাজটির যাত্রীদের গন্তব্য ছিল অস্পষ্ট।

ঢাকায় ইন্টারনেট আবার চালু হয়েছিল। শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনের সমাপ্তি উপলক্ষে বাংলাদেশজুড়ে উদ্‌যাপন শুরু হয়েছিল।

একজন নারী, যাঁকে একসময় গণতন্ত্রী হিসেবে দেখা হতো, পরে তিনিই স্বৈরাচারী হিসেবে অনেকের কাছে নিন্দিত হন। ইন্টারনেট বন্ধ রেখে তাঁকে শেষ পর্যন্ত একজন পলাতক ব্যক্তির মতো পালিয়ে যেতে হলো।

শপথ নিল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন তাঁদের শপথ পড়ান। আরো ৩ জন উপদেষ্টা ঢাকায় উপস্থিত না থাকায় শপথ নিতে পারেননি। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শপথ নিয়েছে। প্রধান উপদেষ্টাসহ ১৪ জন আজ বৃহস্পতিবার রাতে বঙ্গভবনের দরবার হলে শপথ নেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন তাঁদের শপথ পড়ান। আরো ৩ জন উপদেষ্টা ঢাকায় উপস্থিত না থাকায় শপথ নিতে পারেননি।

শপথ অনুষ্ঠানে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, গণঅধিকার পরিষদ, জাতীয় পার্টি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা শপথ অনুষ্ঠানে উপস্হিত ছিলেন। সিপিবি নেতা মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ছিলেন। তবে আওয়ামী লীগের কাউকে দেখা যায়নি। দেখা যায়নি আওয়ামীপন্থী পেশাজীবী কোনো নেতাকে।

তবে বিএনপিপন্থী পেশাজীবী অনেক নেতা উপস্থিত আছেন। আছেন সামরিক-বেসামরিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কূটনীতিকেরা, বিদায়ী সরকারের সচিবেরা।

মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন তাঁদের শপথ পড়ান। আরো ৩ জন উপদেষ্টা ঢাকায় উপস্থিত না থাকায় শপথ নিতে পারেননি।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শপথ নিয়েছে। প্রধান উপদেষ্টাসহ ১৪ জন আজ বৃহস্পতিবার রাতে বঙ্গভবনের দরবার হলে শপথ নেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন তাঁদের শপথ পড়ান। আরো ৩ জন উপদেষ্টা ঢাকায় উপস্থিত না থাকায় শপথ নিতে পারেননি।

শপথ অনুষ্ঠানে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, গণঅধিকার পরিষদ, জাতীয় পার্টি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা শপথ অনুষ্ঠানে উপস্হিত ছিলেন। সিপিবি নেতা মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ছিলেন। তবে আওয়ামী লীগের কাউকে দেখা যায়নি। দেখা যায়নি আওয়ামীপন্থী পেশাজীবী কোনো নেতাকে।

তবে বিএনপিপন্থী পেশাজীবী অনেক নেতা উপস্থিত আছেন। আছেন সামরিক-বেসামরিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কূটনীতিকেরা, বিদায়ী সরকারের সচিবেরা।

পরিবারসহ সাংবাদিক শ্যামল দত্তকে ফেরত পাঠাল আখাউড়া ইমিগ্রেশন

ঢাকা ডেস্ক

শ্যামল দত্ত

দেশত্যাগের নিষেধাজ্ঞা থাকায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ পরিবারসহ সাংবাদিক শ্যামল দত্তকে ফেরত পাঠিয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ভারতে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন আখাউড়া স্থলবন্দর ইমিগ্রেশনের ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক খায়রুল আলম।

ইমিগ্রেশন সূত্র জানায়, বিকেল ৪টার দিকে আখাউড়া ইমিগ্রেশন দিয়ে স্ত্রী-সন্তানসহ ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন সাংবাদিক শ্যামল দত্ত। তবে দেশত্যাগের নিষেধাজ্ঞা থাকায় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাঁকে ফেরত দেন। এ সময় ভারত যেতে ইমিগ্রেশন স্টাফ ও কর্মকর্তাদের অনুনয় করেন তিনি।

উল্লেখ্য, শ্যামল দত্ত আওয়ামীপন্থী সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত। তিনি দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পদে আছেন।

২৩ দিনে নিহত ৫৬৮

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১৫ জুলাই থেকে সহিংসতায় রূপ নেয়।

১৬ জুলাই সংঘর্ষে নিহত হয় ছয়জন। ৫ আগস্ট পর্যন্ত এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ৪৩৯ জন নিহত হয়। এর বাইরে গত মঙ্গলবার পর্যন্ত আরো ১০৩ জনসহ দেশে মোট ৫৪২ জনের মৃত্যুর তথ্য পাওয়া গেছে। গতকাল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে আসা আরো ২৬ জনসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬৮।

হাসপাতাল, চিকিৎসক ও নিহতের স্বজন সূত্রে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

ঢাকা মেডিক্যালে নতুন ২৬ লাশ

গত রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত হাসপাতালে আসা সাত পুলিশ সদস্যের মধ্যে রয়েছেন সুজন চন্দ্র দে (৪২)। তাঁকে পিটিয়ে হত্য করা হয়। যাত্রাবাড়ী থেকে তাঁর লাশ মর্গে নেওয়া হয়। এ ছাড়া যাত্রাবাড়ী এলাকার পুলিশ সদস্য ফিরোজ হোসেনের (৪২) গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করা হয়।

তাঁর পিতার নাম আব্দুল জলিল শেখ। তাঁর বাড়ি গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গোপীনাথপুর গ্রামে। সাভার আশুলিয়া থেকে পুলিশ সদস্য রাজু আহমেদের (৩৫) মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে পুলিশ সদস্য রেজাউল করিম (৪৮), উত্তরা থেকে গুলিবিদ্ধ পুলিশ সদস্য শহিদুল আলম (৪৮), উত্তরা পূর্ব থানার পুলিশ সদস্য রাসেল (৪৪), মিরপুর থেকে পুলিশ সদস্য রুবেল (২২) এবং যাত্রাবাড়ী থেকে পুলিশ সদস্য আব্দুল মজিদের (৪৬) মরদেহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গে নেওয়া হয়।

দুই র‍্যাব সদস্যের মধ্যে পুলিশ ইন্সপেক্টর হাসমত আলী (৪০) ও র‍্যাব সদস্য বিজিবির জেসিও আনোয়ারের (৪১) মরদেহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গে নেওয়া হয়।

একজন ডিবি সদস্য হলেন উত্তরা ডিবির ইন্সপেক্টর রাসেল (৩৮), একজন আনসার সদস্য হলেন যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে গুলিবিদ্ধ আবু জাফর (৪৩)।

এ ছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছেন পারভেজ মিয়া (৩০)। তাঁর বাড়ি ঢাকার যাত্রাবাড়ীর মাতুয়াইলে। তিনি শনির আখড়া এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন। যাত্রাবাড়ী থেকে সুমন ইসলাম (৩০), উত্তরা থেকে মো. আবু হাসনাত রনি (২৪), উত্তরা থেকে গুলিবিদ্ধ খগেন্দ্র চন্দ্র সরকার (৪৯), উত্তরা থেকে হাফেজ মো. মাহমুদুল হাসান (২৬), মতিঝিল থেকে রাব্বি (২১), গুলশান থেকে আসিফ (১৬), কামরাঙ্গীর চর থেকে নুর আলম (২১), বংশাল থেকে শাওন (২২), হাতিরঝিল থেকে বাপ্পি আহমেদের (৩৫) লাশ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গে নেওয়া হয়।

অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের মধ্যে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতাল থেকে একজন (২২), যাত্রাবাড়ী থেকে একজন (৩০), হাতিরঝিল থেকে একজন (৩৫), উত্তরা থেকে একজন (৩২) রয়েছেন।

গতকাল বুধবার রাতে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এসব ঘটনায় আহত হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি ছিল ২৬৮ জন।

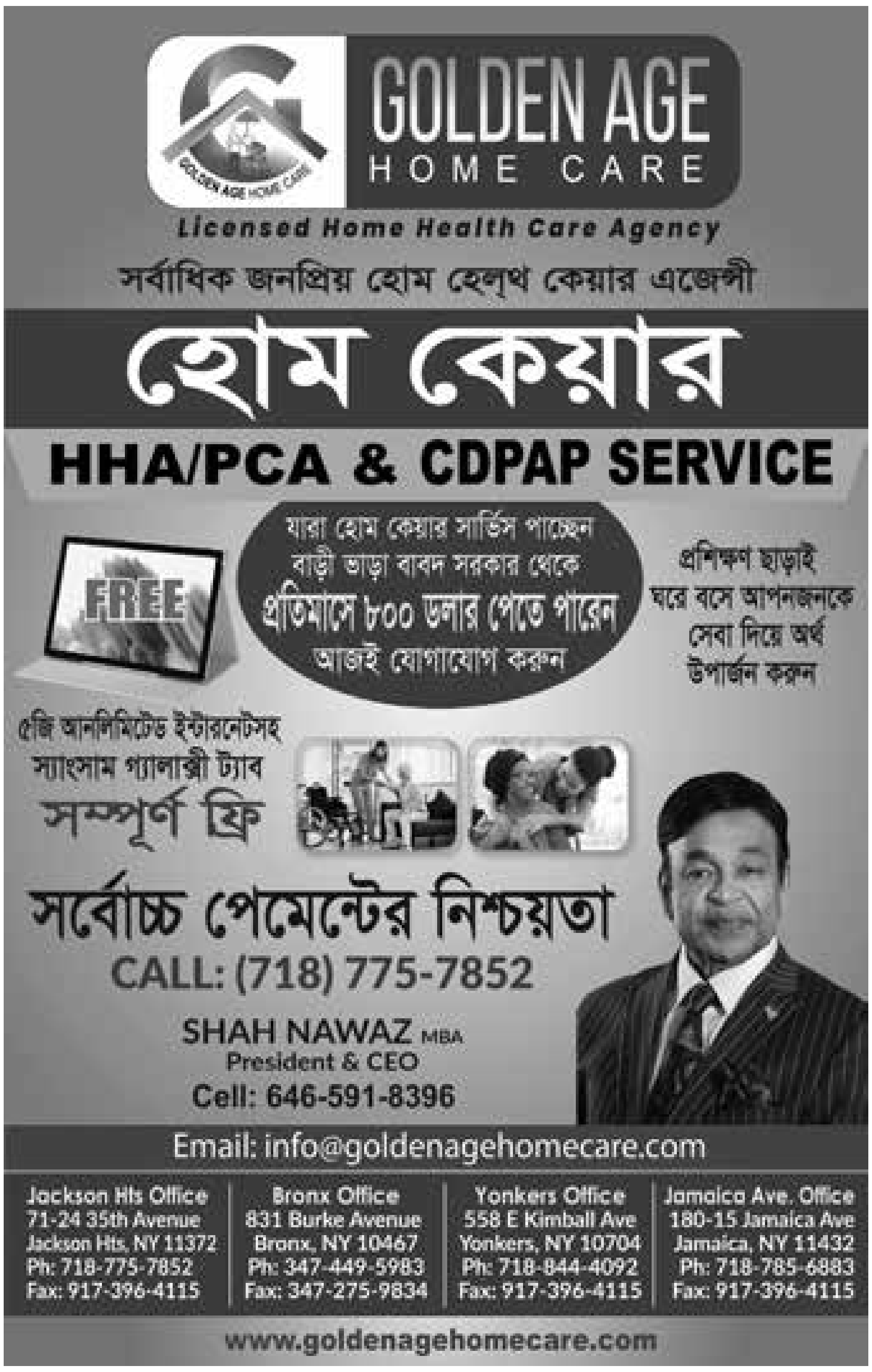

‘সন্তানদের বন্দুকের মুখে রেখে আমরা সুখনিদ্রায় যেতে পারি না’

সিলেটের সংক্ষুব্ধ নাগরিক

সিলেট প্রতিনিধি

সন্তানদের বন্দুকের মুখে রেখে আমরা সুখনিদ্রায় যেতে পারি না- আমরা দাঁড়ালাম শিক্ষার্থীদের পাশে।

আন্দোলন দমনের নামে শিক্ষার্থীদের নির্বিচারে হত্যা, অব্যাহত ধরপাকড় ও নিপীড়ন-নির্যাতনে অভিভাবক ও নাগরিক হিসাবে আমরা সংক্ষুব্ধ। আলোচনা হোক আর অনুশোচনার সিদ্ধান্ত হোক- অবিলম্বে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যৌক্তিক দাবি মেনে নিতে হবে। শিক্ষার্থীদের সব যৌক্তিক দাবির সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বেলা ১১টায় আয়োজন করা হয় সংক্ষুব্ধ নাগরিক সমাবেশ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আহ্ববান করা এই অভিভাবক সমাবেশে শতাধিক অভিভাবক ও নাগরিক অংশগ্রহণ করেন।

সিলেটের অন্যতম নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সংক্ষুব্ধ নাগরিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে আয়োজন করা এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সমন্বয়ক আব্দুল করিম কিম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি সুদীপ্ত অর্জুন। সমাবেশের সঞ্চালনা করেন যুব সংগঠক মতিউর রাফু।

আব্দুল করিম কিম বলেন, কোটা সংস্কারের একটি নির্দোষ দাবিকে অসহনীয় পরিস্থিতিতে নিয়ে যাওয়ার দায় সরকারের। আরিচা রোডের ট্রাক ড্রাইভারের মত বেপোরোয়া রাষ্ট্র পরিচালনার খেসারত আজ দেশবাসীকে দিতে হচ্ছে। দেশ আজ বিপন্ন। আমাদের সন্তানেরা বন্দুকের মুখে বুক পেতে দাঁড়াচ্ছে। যারা বন্দুক নিয়ে তাদের রুখে দিতে চাইছে ওরাও আমাদের ভাই, আমাদের সন্তান। এই অসহ্য পরিস্থিতি মেনে নিতে পারছিনা। রাষ্ট্রের সংস্কার প্রয়োজন।

স্বাগত বক্তব্যে সুদীপ্ত অর্জুন বলেন, চলমান ছাত্র আন্দোলনে সুস্পষ্ট অভিযোগ ছাড়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের আটক করা হয়েছে। তাদেরকে অবিলম্বে ছেড়ে দিতে হবে।। প্রশাসনকে মানুষের আবেগ ও সংবেদনশীলতা বুঝতে হবে। একজন সাধারন ছাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুরো সমাজের মননে এর প্রতিক্রিয়া হয়। আর দুর্বৃত্তরা এর সুযোগ নেয়।

তিনি আরো বলেন, আমরা এক চরম দুঃসময় ও ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রম করছি। সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলন নিয়ন্ত্রনে সরকারের চরম ব্যর্থতা, নিরাপত্তা বাহিনী গুলোর মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, ব্যাপক প্রাণহানি, সহিংসতা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের ধ্বংসযজ্ঞে দেশের মানুষ আজ উদ্বেগ আর উৎকন্ঠায় আছে। সেই সাথে যোগ হয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী কিংবা সুযোগ সন্ধানী সন্ত্রাসীদের দ্বারা হয়রানির আশংকা।

তাই "সংক্ষুব্ধ নাগরিক আন্দোলন, সিলেট' সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমন হয়রানি বা বিপদের সম্মুখীন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর। দল-মত, জাতি, ধর্ম ও রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে যে কোন নিরপরাধ ব্যক্তি যদি কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, বাহিনী বা সংস্থা দ্বারা হয়রানির শিকার হলে কিংবা নিজেকে বিপন্নবোধ করলে

আমাদের জানাতে পারেন। সংক্ষুব্ধ নাগরিক আন্দোলন, সিলেট" আপনাদের পাশে থাকতে চেষ্টা করবে।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রবীন রাজনীতিবিদ আনসার খান, সাংস্কৃতিক সংগঠক মনির হেলাল, রাজনৈতিক সংগঠক উজ্জ্বল রায়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপক আশরাফ উদ্দিন, পলিটিক্যাল স্ট্যাডিজের অধ্যাপক ড. দিলারা রহমান, সাবেক ছাত্রনেতা মাহবুবুর রহমান ওয়েছ ও রেজাউল কিবরিয়া, রোটারিয়ান সামসুল হক দিপু, অভিভাবকদের পক্ষে ওয়াসিকুজ্জামান চৌধুরী অনি, এডভোকেট জাকিয়া জালাল প্রমুখ।

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER
■ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

বাড়ি বিক্রয়!

ব্রঙ্কস এলাকায় দুই ফ্যামেলী বাড়ি বিক্রয় করা হবে।

লোকেশন

ক্যাসেল হিল এভিনিউ, জেরেগা এভিনিউ, মরিস পার্ক এবং পেলাম পার্কওয়ে। যা বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্রে। বাংলাদেশী সুপার মার্কেট, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল খুব নিকটে।

আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :

আলি: 917-442-8648

জব জবহেল্প জব

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ,এস,এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম,টি,এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই,টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম:

১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্প তিবার)---------- (সঃ১০টা --বিঃ ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ---------------------------রবিবার ------------(বিঃ ২টা --বিঃ ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট --------------------মঙ্গলবার ------------(দু:১২টা --বিঃ ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার -------------------শনিবার-------------(বিঃ৩ টা ---বিঃ ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)---------------(স: ১০টা --বিঃ ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়াগ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):

১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সেসেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্ঠান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: **917-500-3937** Off: PH/FAX: **917-300-6160**

148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফামের্সি

(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার	পায়ের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD	Dr. M Nayeem
Cardiologist	Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

কোটা সংস্কার: নিউ ইয়র্কে আ.লীগ-বিএনপির সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সমর্থনকারী বিএনপির নেতাকর্মীদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সংঘর্ষ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সময় রবিবার (৪ আগস্ট) সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিটে এ ঘটনা ঘটে। উভয় দল মারমুখী অবস্থান নিলে পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি শান্ত করে। তবে এ ঘটনায় কোন হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জ্যাকসন হাইটসের ডাইভাসিটি প্লাজার বিকেলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে পূর্বঘোষিত বিক্ষোভ ও গণসমাবেশ করেন নিউ ইয়র্কের পেশাজীবি সচেতন নাগরিক সমাজ। এত অংশ নেন সাংবাদিক, শিল্পী, কবি সাহিত্যিক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী প্রকৌশলী, চিকিৎসক ও ফার্মাসিস্টরা। শান্তিপুর্ণ সমাবেশ শেষে কিছু সংখ্যক বিএনপির নেতাকর্মীরা একটি মিছিল নিয়ে ৭৩ স্ট্রিট দিয়ে ৩৫ এভেন্যুর দিকে যাচ্ছিলেন।

> জ্যাকসন হাইটসের ডাইভাসিটি প্লাজার বিকেলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে পূর্বঘোষিত বিক্ষোভ ও গণসমাবেশ করেন নিউ ইয়র্কের পেশাজীবি সচেতন নাগরিক সমাজ।

এপর প্রান্তে আওয়ামীলীগের একটি মিছিল রেস্তরাঁর দিকে যাচ্ছিল। এ সময় উভয় গ্রুপের মিছিলে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। কে বা কারা একটি বোতল আওয়ামীলীগের মিছিলের দিকে ছুঁড়ে মারলে উত্তেজনা বেড়ে যায়। উভয় দলের মধ্যে চলে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। এক পর্যায়ে বিএনপির নেতাকর্মীরা আওয়ামীলীগ কর্মীদের মারধর করেন বলে জানা গেছে। কেবা কারা পুলিশে খবর দিলে কয়েক প্লাটুন পুলিশ এসে পরিস্থিতি শান্ত করেন। তবে এ ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

ভারতে সব ধরনের সহায়তা পাবেন শেখ হাসিনা: জয়শঙ্কর

ঢাকা ডেস্ক

এস জয়শঙ্কর

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ভারতে এসে পৌঁছেছেন এবং ভারত তাকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা করার বিষয়ে আশ্বস্ত করেছে বলা জানিয়েছে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ৬ আগস্ট মঙ্গলবার ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের আয়োজিত সর্বদলীয় বৈঠকে উপস্থিত পার্লামেন্ট সদস্যদের এমনটি জানান তিনি। খবর এএনআইয়ের।

তিনি আরও জানান, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে আসা হাসিনাকে ভারত সরকার সময় দেবে। যাতে তিনি ভেবেচিন্তে সরকারকে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানাতে পারেন।

সোমবার ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে পদত্যাগ করে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি লকহিড সি১৩০জে হারকিউলিস উড়োজাহাজে চেপে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা।

বিকেল ৫টা বেজে ৩৫ মিনিটে উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদের হিন্ডন বিমান ঘাঁটিতে অবতরণের পর সন্ধ্যায় ভারতের মুখ্য নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন। হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, হাসিনাকে নিয়ে আসা উড়োজাহাজটি কোনো যাত্রী ছাড়াই বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, শেখ হাসিনা ভারত থেকে যুক্তরাজ্যের উদ্দেশে রওনা হবেন। সেখানে তিনি রাজনৈতিক আশ্রয় চাইবেন। কিছু প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি যুক্তরাজ্যের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করছেন। তবে এখনো যুক্তরাজ্যের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

জাতীয় সংগীত বাজতেই একে একে জ্বলে ওঠে হাজারো মোমবাতি

ঢাকা ডেস্ক

রংপুরে বিকেল থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে হাজারো মানুষের ঢল নামে। প্রতিবাদী গান ও স্লোগানে মুখর হয় চারপাশ। সন্ধ্যায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে পালন করা হয় মোমবাতি প্রজ্বালন কর্মসূচি। এতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

পূর্বঘোষণা অনুযায়ী বিকেল থেকে রংপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে হাজারো মানুষ জড়ো হয়। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শহরের বিভিন্ন পাড়া–মহল্লা থেকে সাধারণ মানুষও অংশ নেন এই মোমবাতি প্রজ্বালন কর্মসূচিতে।

শহীদ মিনারে বিকেল পাঁচটায় শুরু হয় প্রতিবাদী গান। এ সময় শিক্ষার্থীদের মোমবাতি বিতরণ করতে দেখা যায়। অনেক অভিভাবক মোমবাতির প্যাকেট খুলে সবার হাতে হাতে বিতরণ করেন। সন্ধ্যার পরপরই জাতীয় সংগীত বাজার সঙ্গে সঙ্গে একে একে জ্বলে ওঠে হাজারো মোমবাতি। একই সঙ্গে হাজারো কণ্ঠে উচ্চারিত হয় 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি...।'

শহরের পাঁচ কিলোমিটার দূরে সিও বাজার থেকে আনোয়ার হোসেন তাঁর মেয়েকে নিয়ে ছুটে এসেছেন মোমবাতি প্রজ্বালন কর্মসূচিতে। তিনি বলেন, 'এই সহিংস ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এই মোমবাতি প্রজ্বালনে এসে খুবই ভালো লাগছে। এত বড় সুন্দর সুশৃঙ্খল আয়োজনে আমি অভিভূত, আনন্দিত।'

এদিকে আজ দুপুরে বৃষ্টিতে ভিজে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা রাজপথে বিক্ষোভ ও পদযাত্রা করেন। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রংপুরের রাজপথ ছিল স্লোগানে মুখর।

মিছিলের স্লোগানে ছিল, 'জেগেছে রে জেগেছে, বাংলাদেশ জেগেছে', 'দিয়েছি তো রক্ত, আরও দেব রক্ত', 'রক্তের বন্যায়, ভেসে যাবে অন্যায়', 'আমার ভাই মরল কেন, জবাব চাই, জবার চাই', '৭১–এর হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার', 'আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম' প্রভৃতি।

মিছিলটি প্রেসক্লাব চত্বর থেকে বের হয়ে শহরের জাহাজ কোম্পানি মোড়, পায়রা চত্বর, জেলা পরিষদ সুপার মার্কেট, সিটি করপোরেশন, টাউন হল চত্বর, অফিসপাড়া কাচারি বাজারে এসে বিক্ষোভ করে। এরপর সেখান থেকে আবার মিছিলটি শহরের ধাপ চেকপোস্ট এলাকা দিয়ে মেডিকেল মোড় ঘুরে টাউন হল চত্বরে এসে শেষ হয়।

পুলিশের গুলিতে কেউ মারা যায়নি: আসাদুজ্জামান খান

ঢাকা ডেস্ক

আসাদুজ্জামান খান

শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে কেউ মারা যায়নি বলে দাবি করেছেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। গত শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে শৃঙ্খলা-সংক্রান্ত কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

এ সময় সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করেন– তাহলে কাদের গুলিতে মারা গেছে?

উত্তরে আসাদুজ্জামান খান বলেন, 'আমরা যে গুলিগুলো পেয়েছি, সেগুলোর অনেকগুলোই পুলিশের রাইফেলের গুলি না, পুলিশ ব্যবহার করেনি।'

যুবলীগের নেতাদের বিরুদ্ধে গুলি করার অভিযোগ সম্পর্কে আসাদুজ্জামান বলেন, 'যুবলীগের নেতারা তাঁদের বাধা দিতে গিয়েছিলেন, গুলি করতে যাননি। ছাত্রলীগের নেতা কতজন মারা গেছেন, নিশ্চয়ই জানেন? আওয়ামী লীগের নেতাও মারা গেছেন।'

চলমান পরিস্থিতিতে পদত্যাগ করবেন কি না? এ প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যদি মনে করেন, তবে পদত্যাগ করতে রাজি আছি। প্রয়োজন হলে, যদি এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যদি মনে করেন, আমরা সেটা করব। আমরা সব সময় দেশের জন্য কাজ করি।'

জাতিসংঘ বলেছে, ৩২ শিশু মারা গেছে। এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে আসাদুজ্জামান খান বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে, শিশুর ব্যাখ্যা আপনি সঠিকভাবে দিচ্ছেন না। শিশুর একটা সংজ্ঞা আছে। ১৮ বছর বয়সীদের কিশোর বলে, শিশু বলে না। আর ১৮ বছরে আমার মনে হয়, যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে যায়। সে তখন আর কিশোরও থাকে না, সে যুবক, আমার মতে। কিন্তু যেহেতু বয়সের একটি বাধা রয়েছে, সেহেতু তাকে এখন কিশোর বলা হয়। কোনো শিশু এখানে মারা যায়নি। শিশু বলতে আমরা যা বুঝি, তাতে কোনো শিশু মারা যায়নি। এখানে হয়তো দুয়েকজন কিশোর মারা গেছে। এই আন্দোলনে তাদের ঢাল হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছিল।'

আন্দোলনকারীদের সরকার পতনের এক দফা দাবি নিয়ে তিনি বলেন, 'আন্দোলনকারীরা এখন আর কোটা আন্দোলনে নেই, ছাত্রদের আন্দোলনে নেই। এটা এখন রাজনৈতিক আন্দোলনে চলে গেছে। কাজেই ছাত্রদের ভুল বুঝিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাঁরা চেষ্টা করেছেন, তাঁরাই এ কাজগুলো করেছেন।'

সহিংসতায় কোনো শিশু এখানে মারা যায়নি

কোটা আন্দোলনকে ঘিরে সহিংসতায় অন্তত ৩২ শিশু নিহত হয়েছে জানিয়ে গত শুক্রবার বিবৃতি দেয় জাতিসংঘের শিশু ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ। তবে কোনো শিশু এখানে মারা যায়নি বলে জানিয়েছেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান।

শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে, শিশুর ব্যাখ্যা আপনি সঠিকভাবে দিচ্ছেন না। শিশুর একটা সংজ্ঞা আছে। ১৮ বছর বয়সীদের কিশোর বলে, শিশু বলে না। আর ১৮ বছরে আমার মনে হয়, যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে যায়। সে তখন আর কিশোরও থাকে না, সে যুবক, আমার মতে।'

আসাদুজ্জামান খান বলেন, 'কিন্তু যেহেতু বয়সের একটি বাধা রয়েছে, সেহেতু তাঁকে এখন কিশোর বলা হয়। কোনো শিশু এখানে মারা যায়নি। শিশু বলতে আমরা যা বুঝি, তাতে কোনো শিশু মারা যায়নি। এখানে হয়তো দু-একজন কিশোর মারা গেছে। এই আন্দোলনে তাদের ঢাল হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছিল। তারা সামনে ছিল, পেছনে ছিল আসল, যাদের চেহারাটা শিশুদের আড়ালে ছিল। পেছনের শক্তটাকে রুখতেই এই ঘটনাগুলো ঘটেছে।'

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা অসহযোগ আন্দোলনের প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমরা নস্যাৎ করতে চাই না। আন্দোলনে যদি এ দেশের জনগণ যুক্ত হয়, হবে। সেগুলো আমরা নস্যাৎ করতে চাই না।'

আন্দোলনকারীরা কোনো আক্রমণের শিকার হবে কিনা এ বিষয়ে জানতে চাইলে আসাদুজ্জামান বলেন, 'এখন আপনাকে যদি কেউ মার দেয়, আপনি তাঁকে মার দেবেন না? আপনি কী বসে থাকবেন? আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আত্মরক্ষা অধিকার দেওয়া আছে। আপনাকেও অধিকার দেওয়া আছে। আপনাকে যদি কেউ হামলা করে, তাহলে প্রাণ ও সম্পদ রক্ষায় আত্মরক্ষা করতে পারেন। এটা আইনগত অধিকার।'

আন্দোলনকারীদের সরকার পতনের একদফা দাবি নিয়ে তিনি বলেন, 'আন্দোলনকারীরা এখন আর কোটা আন্দোলনে নেই, ছাত্রদের আন্দোলনে নেই। এটা এখন রাজনৈতিক আন্দোলনে চলে গেছে। কাজেই ছাত্রদের ভুল বুঝিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যারা চেষ্টা করেছেন, তাঁরাই এই কাজগুলো করেছেন।'

সাবেক মন্ত্রী-এমপি, পুলিশ কর্মকর্তাদের খোঁজে গোয়েন্দারা

ঢাকা ডেস্ক

প্রবল গণআন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করে শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর তার মন্ত্রিসভার সদস্যরা লাপাত্তা। খোঁজ নেই আওয়ামী লীগ দলীয় এমপিদেরও। এরইমধ্যে অনেকেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন বলেও খবর।

এদিকে ৬ আগস্ট মঙ্গলবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। দেশ পরিচালনায় গঠিত হতে যাচ্ছে অন্তবর্তীকালীন সরকার। তার মধ্যে শেখ হাসিনা সরকারের মন্ত্রী-এমপিদের খোঁজে নেমেছে গোয়েন্দারা।

উচ্চপর্যায়ের একাধিক সূত্রে জানা যায়, এসব পলাতক মন্ত্রী-এমপি-প্রভাবশালী নেতাদের খোঁজে তাদের বাড়িসহ আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে গোয়েন্দা নজরদারি চলছে।

সূত্রটি বলছে, শেখ হাসিনা সরকারের মন্ত্রী-এমপি-নেতাদের পাশাপাশি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হয়েও যেসব উর্ধ্বতন বর্তমান-সাবেক পুলিশ কর্মকর্তারা নানা রকম অপকর্মে লিপ্ত ছিল তাদেরও খোঁজ চলছে।

আ.লীগের ধানমণ্ডির কার্যালয়ে আগুন

ঢাকা অফিস

রাজধানীর ধানমণ্ডির ৩/এ সড়কে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে হামলা করে আন্দোলনকারীরা। আজ বেলা আড়াইটার দিকে এই হামলার ঘটনা ঘটে। এ সময় সেখানে আওয়ামী লীগের কোনো নেতা উপস্থিত ছিলেন না। তবে কার্যালয়ের তিনজন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। তারা ঘটনা ঘটার কয়েক মিনিট আগে বের হয়ে যান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন স্টাফ আজকের পত্রিকাকে বলেন, বেলা আড়াইটার পরে কিছু মানুষ এসে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে হামলা করে। তারা দুটো ভবনেই আগুন দেয়। সেখানে আমাদের তিনজন স্টাফ ছিল। তারা বের হয়ে যায়।

সোমবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে ধানমণ্ডিতে গিয়ে কয়েকজন পুলিশ ও আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের তিনজন কর্মচারীকে দেখা যায়। এক কর্মচারী আজকের পত্রিকাকে বলেন, কারফিউ থাকায় নেতারা আসবেন না বলে আমাদের জানিয়েছেন।

এদিকে আন্দোলনকারী দুপুর তিনটার দিকে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়েও হামলা করে। ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের এক নেতা বলেন, বেলা আড়াইটার দিকে পাশের একটি সড়কে আটকা পড়েছিলাম।

এ সময় আন্দোলনকারীরা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রবেশ করে ভাঙচুর করে। তারা নিচতলা থেকে সাততলা পর্যন্ত উঠে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে।

ধানমন্ডি ৩২ পুড়তে দেখার আগে আমার মৃত্যুই ভালো ছিল: বঙ্গবীর কাদের

বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা কোনোভাবেই এক কথা নয় বলে মন্তব্য করেছেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। তিনি বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা, স্বাধীনতার মহানায়ক। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি যেভাবে জ্বলতে-পুড়তে, ধ্বংস হতে দেখলাম, এর আগে আমার মৃত্যু হলে অনেক ভালো হতো।'

বুধবার ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবন দেখতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগ অনেক অন্যায় কাজ করেছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকবেন, তাঁর সম্মান যুগ যুগ থাকবে। যারা এই অপকর্ম করছে, তাদের একদিন না একদিন বিচার হবেই।'

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের কিছু হবে না জানিয়ে তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর হত্যার মধ্য দিয়ে যে বিপর্যয় এসেছিল, এটা তার চাইতে বড় বিপর্যয় নয়। কিছুটা সময় তাদের কষ্টে যাবে। কিন্তু এটা একেবারে কেয়ামত হয়ে যাবে না।'

দেশে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে জানিয়ে বঙ্গবীর কাদের বলেন, 'শেখ মুজিব কিছু করে নাই। তিনি বাঙালি জাতিকে অনেক সম্মানিত করেছেন। আজকের এই ধ্বংস ভবিষ্যৎ ইতিহাসে বাঙালি জাতির জন্য একটা কলঙ্ক হয়ে থাকবে।'

ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে কাদের সিদ্দিকী বলেন, দেশকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করুন। সংখ্যালঘুদের জীবন রক্ষা করুন। আওয়ামী লীগ করলেই কোনো দোষের নয়, কোনো আওয়ামী লীগারের গায়ে হাত দেবেন না। দেশে শান্তি স্থাপন করুন। আমি চাই এখন থেকে দেশে শান্তি আসুক।'

ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে অভিনন্দন জানিয়ে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'তাঁর এক মুহূর্ত প্যারিসে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা আনতে না পারলে তাঁরও পরিণতি এমন হবে। এ জন্য সবাইকে ধৈর্য ধরতে বলছি। সবাইকে নিয়ন্ত্রণের মধ্য থাকতে বলছি।'

তিনি বলেন, 'ছাত্রবন্ধুদের অভিনন্দন জানিয়ে বলব, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা বড় দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে তারা ব্যর্থ হবে না এটাই আমি আশা করি।'

বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার ছবি সরাতে বাধ্য করলেন বিএনপির কর্মীরা

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটন ডিসির বাংলাদেশ দূতাবাসে টাঙানো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সাবেক প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি সরাতে বাধ্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতাকর্মীরা। স্থানীয় সময় সোমবার দুপুরে এ ঘটনাটি ঘটে।

নিউ ইয়র্ক দূতাবাস সূত্রে জানা যায়, সকাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কতিপয় নেতাকর্মী ফোন দিয়ে কন্সাল জেনারেল ও ডিপুটি কন্সাল জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে চান। তারা তাদেরকে আসতে বলেন। কিন্তু তারা একত্রে ৪০/৫০ জন কন্স্যুলেট ভবনের সামনে গিয়ে হাজির হন। প্রথমে তিনজনকে আলোচনার জন্য ডাকা হলে তারা অতর্কিতভাবে ৪০/৫০ একত্রে কন্স্যুলেটের ভেতরে ঢুকে পরেন। প্রথমেই তারা জানতে চান অফিসে বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার ছবি আছে কিনা? এমন সময় তারা কন্সাল জেনারেল নাজমুল হুদার কার্যালয়ে এবং ডিপুটি কন্সাল জেনারেল নাজমুল হাসানের কার্যালয়ে ঢুকে দেয়ালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সাবেক প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি দেখতে পেয়ে তারা নিজেরাই ছবি নামাতে যান। কন্সাল জেনারেল ও ডিপুটি কন্সাল তাদেরকে বলেন আমাদের হাতে একটি নির্দেশনা এসেছে সাবেক প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি নামিয়ে ফেলার। আমরা এ ছবি এখনই সরিয়ে নেব। এরপর বিএনপির নেতাকর্মীরা নিজ হাতে ছবি ও কিছু নৌকা নামিয়ে ফেলেন। বঙ্গবন্ধুর ছবি সরাতে চাইলে ডিপুটি কন্সাল জেনারেল নাজমুল হাসান তা নিজের হাতে সরিয়ে ফেলেন।

তবে তারা কোন ধরনের ভাংচুর বা ক্ষয়ক্ষতি করেননি বলে জানান ডিপুটি কন্সাল। কন্সাল জেনারেল নাজমুল হুদা জানান দূতাবাসে টাঙানো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সাবেক প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি নামাতে বাধ্য করা কাউকেই তিনি চেনেন না। এর আগে কখনও তাদেরকে দেখেননি। একইভাবে ওয়াশিংটন ডিসির বাংলাদেশ দূতাবাসে টাঙানো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সাবেক প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি নামাতে বাধ্য করা হয়েছ বলে জানা গেছে।

দেওয়াল টপকে পালালেন সাবেক ডিবি প্রধান হারুন

ঢাকা অফিস

পুলিশ সদর দপ্তরে মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আজ দুপুর থেকে এক সঙ্গে ছিলেন। তারা সকাল থেকে বিভিন্ন নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। তবে দুপুরের পর যখন কারফিউ ভেঙ্গে ছাত্র জনতা শাহবাগের দিকে আসতে থাকেন, তখন তাদের নির্দেশনা কমে আসে।

শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশত্যাগের পর তারা ওয়ালেসে আর নির্দেশনা দেননি। বিকেলে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম) ও সাবেক ডিবি প্রধান হারুন অর রশীদসহ উর্ধ্বতন কয়েকজন কর্মকর্তা মাস্ক পরে পুলিশ সদর দপ্তরের দেওয়াল টপকে নগর ভবনে প্রবেশ করেন। এরপর সেখান থেকে তারা সিভিলে পালিয়ে যান।

পুলিশ সদর দপ্তরের তিন জন পরিদর্শক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন পরিদর্শক বলেন, বিকেলে হারুন অর রশীদসহ কয়েকজন সিভিল পোশাকে বের হন। এরপর তারা দেওয়াল টপকে নগর ভবনে যান, সেখান থেকে তারা কই গেছে তা আর জানা যায়নি। তাদের মুখে মাস্ক পরা ছিল।

আইজিপি, অতিরিক্ত আইজিপি ও ডিএমপি কমিশনারসহ কয়েকজন কর্মকর্তা পুলিশ সদর দপ্তরের নতুন ভবনের ছাদের হেলিপ্যাডে উঠে হেলিকপ্টারে করে পালিয়ে যান।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শপথ

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

রাষ্ট্র সংস্কার চাই, বঙ্গভবনে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

ঢাকা অফিস

রাষ্ট্র সংস্কার, বৈষম্য দূর করা, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে মূল কাজ হবে বলে মন্তব্য করেছেন সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন তিনি।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বঙ্গভবনের দরবার হলে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এক কথায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মূল কাজ কী হবে, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রাষ্ট্র সংস্কার চাই। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ কত দিন হতে পারে চাইলে তিনি বলেন, 'বিব্রতকর, কঠিন প্রশ্ন করবেন না। আপনাদের মতো কাজ করতে করতে এই জায়গায় এসেছি।'

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে মূল উদ্দেশ্য কী হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূর করা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই হবে সরকারের মূল উদ্দেশ্য।

বৃহস্পতিবার রাতে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও অন্য উপদেষ্টারা শপথ নেন।

আরও তিন নারী উপদেষ্টা

নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে ১৭ সদস্যের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টারা বৃহস্পতিবার বঙ্গভবনে শপথ নেন। এই সরকারে উপদেষ্টা হয়েছেন ৪ নারী সদস্য।

তাঁরা হলেন—ব্রতীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন মুরশিদ, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, সরকারি সংস্থা উবিনীগ (উন্নয়ন বিকল্পের নীতি নির্ধারণী গবেষণা) এর নির্বাহী পরিচালক ফরিদা আখতার ও গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক নূরজাহান বেগম।

ফরিদা আখতার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে পড়াশোনা করেছেন ফরিদা আখতার। তাঁর জন্ম চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানার হারলা গ্রামে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের অবস্থা জানা এবং পরিবর্তনের জন্য নীতিনির্ধারণী গবেষণা ও লেখালেখিই তাঁর কাজের প্রধান জায়গা।

বর্তমানে তিনি উবিনীগ (উন্নয়ন বিকল্পের নীতি নির্ধারণী গবেষণা) এর নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে নারী ও গাছ, কৈজুরী গ্রামের নারী ও গাছের কথা। তিনি নারী উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস্য সম্পদ, তাঁত শিল্প, গার্মেন্টস শিল্প ও শ্রমিক, জনসংখ্যা এবং উন্নয়নমূলক বিষয়ে নিবিড়ভাবে দীর্ঘ প্রায় তিন দশক ধরে কাজ করছেন।

নূরজাহান বেগম

নূরজাহান বেগম নোবেল বিজয়ী প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, যে দায়িত্ব তিনি পেয়েছিলেন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছ থেকে। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছেন।

শারমিন মুরশিদ

শারমিন মুরশিদ বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি শেখ হাসিনা সরকারের সময় নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার ও নানা অনিয়ম নিয়ে কথা বলেন। দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে তাঁর মতামত ও পরামর্শ গুরুত্ব সহকারে প্রচার হয়। সর্বশেষ ৭ জানুয়ারি ২০২৪ এর নির্বাচন বিষয়ে আমেরিকার একটি গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমি এই নির্বাচনকে নির্বাচন বলি না।' বিষয়টি ব্যাপক আলোচিত হয়।

বঙ্গভবনের দরবার হলে বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের নেতারা উপস্থিত হয়েছেন। এ ছাড়া মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম, কাদের সিদ্দিকীও রয়েছেন। তবে আওয়ামী লীগের কাউকে দেখা যায়নি।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শপথ নিয়েছে। প্রধান উপদেষ্টাসহ ১৪ জন বৃহস্পতিবার রাতে বঙ্গভবনের দরবার হলে শপথ নেন। রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন তাঁদের শপথ পড়ান।

ক্ষুদ্রঋণের প্রবক্তা থেকে সরকারপ্রধান

ঢাকা অফিস

দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধান হিসেবে শপথ নিয়েছেন শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এর মাধ্যমে পরবর্তী নির্বাচনের আগ পর্যন্ত দেশ শাসনের সুযোগ পেলেন তিনি।

ড. ইউনূস বিশ্বজুড়ে নোবেলজয়ী ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি ক্ষুদ্রঋণ ধারণার প্রবর্তক। অধ্যাপক ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংকেরও প্রতিষ্ঠাতা। ২০০৬ সালে ড. ইউনূস এবং গ্রামীণ ব্যাংক যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে এই পুরস্কার পান।

ড. ইউনূসের জন্ম ১৯৪০ সালের ২৮ জুন চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার বাথুয়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম হাজী দুলা মিয়া সওদাগর এবং মাতার নাম সুফিয়া খাতুন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী ইউনূস ১৯৬২ সালে চট্টগ্রাম কলেজে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে আমেরিকার ভেন্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি পান।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ড. ইউনূস বাংলাদেশের পক্ষে বিদেশে জনমত গড়ে তোলা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা প্রদানের জন্য সাংগঠনিক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭২ সালে দেশে ফিরে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণের পর রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে ড. মুহাম্মদ ইউনূস

ড. ইউনূসের জন্ম ১৯৪০ সালের ২৮ জুন চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার বাথুয়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম হাজী দুলা মিয়া সওদাগর এবং মাতার নাম সুফিয়া খাতুন।

১৯৭৫ সালে তিনি অধ্যাপক পদে উন্নীত হন এবং ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এ পদে কর্মরত ছিলেন।

ড. ইউনূস ১৯৭৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর মাধ্যমে দরিদ্রদের ঋণ দেওয়া শুরু করেন। তার এ প্রকল্প ক্ষুদ্রঋণ নামে পরিচিত। পরবর্তীতে দরিদ্রদের জন্য নেওয়া এ অর্থনৈতিক প্রকল্প আমেরিকাসহ বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশেও মডেল হিসেবে ব্যবহার হয়।

গত ৫ আগস্ট গণআন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। এর মধ্য দিয়ে তাঁর টানা সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের অবসান হয়। প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের আগ পর্যন্ত দেশের শাসনভার ড. ইউনূস ও তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলীর হাতেই থাকছে।

৯-১১ আগস্ট ২০২৪ ফিলাডেলফিয়ায় মুনা'র কনভেনশন

উত্তর আমেরিকা অফিস

মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা, মুনা'র তিনদিনব্যাপী কনভেনশন আগামী ৯, ১০, ১১ আগস্ট শুক্রবার, শনিবার ও রোববার ২০২৪ অনুষ্ঠিত হবে ফিলাডেলফিয়ার সুবিশাল দৃষ্টি নন্দিত 'পেনসিলভেনিয়া কনভেনশন সেন্টারে'। কনভেনশন বাস্তবায়নে বিভিন্ন বিভাগ ভিত্তিক একটি শক্তিশালী টিম গঠন করা হয়েছে। টিমের চেয়ারম্যান মুনার ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আরমান চৌধুরী, সিপিএ।

উত্তর আমেরিকায় মুনা'র এ কনভেনশনই হবে প্রবাসী বাংলাভাষী মুসলমানদের সর্ববৃহৎ সমাবেশ। যুক্তরাষ্ট্রের দূরের ষ্টেটগুলো থেকে যারা একা বা সপরিবারে দিনব্যাপী কনভেনশনে অংশগ্রহণ করতে ফিলাডেলফিয়ায় ছুটে আসতেন, তাদের যেমন কষ্ট করতে হতো, তেমনি আয়োজকদেরকেও বিভিন্ন কর্মসূচির বিন্যাস করতে এবং সীমিত সময়ের মধ্যে কর্মসূচি শেষ করতে ভীষণ তাড়াহুড়া করতে হতো এবং সবকিছুর মধ্যে পরিপূর্ণতার ঘাটতি রয়ে গেছে বলে আয়োজক, অংশগ্রহণকারী সকলের মনে অতৃপ্তি রয়ে যেতো। সবদিক বিবেচনা করে মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা মুনা'র নেতৃত্ব এবারই তিনদিনের জন্য কনভেনশন আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়ে সে অনুযায়ী স্থান নির্বাচন ও প্রয়োজনীয় সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে সংগঠনটি।

এ সিদ্ধান্ত মুনা'র সকল পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে যে, পেনসিলভেনিয়া কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এ কনভেনশনে যুক্তরাষ্ট্রের সকল ষ্টেট থেকে সকল বয়সের ২০-২৫ হাজার নারী পুরুষ এবং শিশু-কিশোর অংশগ্রহণ করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের ৪৮টি অঙ্গরাজ্যে মুনার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রায় সবকটি ষ্টেট থেকে আসবেন অংশগ্রহণকারীরা।

কনভেনশনে তাদের সাথে পরিচয় ঘটবে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের দেশ থেকে আগত ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক এবং কোরআনের নন্দিত তাফসিরকারক ও খ্যাতিমান হাদিসবিদদের। তাদের বক্তব্য অংশগ্রহণবারীদের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করবে বলে কনভেনশনের আয়োজকদের বিশ্বাস এবং বাস্তবে কনভেনশন আয়োজনের প্রেক্ষাপটই হচ্ছে, অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করা এবং তাদের মনে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেসব বিষয়ে বিজ্ঞজনদের নিকট থেকে সুস্পষ্টভাবে জেনে নেয়া। যেসব বিজ্ঞ আলোচক তিন দিনের কনভেনশনের বিভিন্ন পর্বে তাদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করবেন।

এছাড়া উত্তর আমেরিকার নতুন প্রজন্মের মুসলিম তরুণ তরুণীদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিশিষ্ট উদীয়মান ইসলামী চিন্তাবিদ, তরুণ বক্তা কনভেনশনে তরুণদের উদ্দেশ্যে ইসলামের বিভিন্ন দিক, বিশেষত

পাশ্চাত্যে ভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে মুসলিম হিসেবে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখে সত্য পথকে সমুন্নত করে সামনে এগিয়ে নিতে হবে সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য পেশ করবেন। শিশুদের জন্যও কনভেনশনে থাকবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও বিনোদনমূলক ব্যবস্থা।

কনভেনশনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হিসেবে থাকবে রকমারী সামগ্রীর বাজার, যেখানে পাওয়া যাবে নারী পুরুষের পোশাক পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, হস্তশিল্প সামগ্রী, গিফট আইটেমস ও খাবারের দোকান। এ ছাড়াও শেষ দিনে থাকবে আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক পর্ব। অংশগ্রহণকারীরা আগে থেকে উদ্যোক্তাদের সাথে যোগাযোগ করে সাংস্কৃতিক পর্বে অংশ নিয়ে নিজের মেধার বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি তার পরিবেশনার স্বীকৃতি পেতে পারেন বিশাল এই কনভেনশনে। মোট কথা তিন দিনব্যাপী কনভেনশনের মুল উদ্দেশ্য উত্তর আমেরিকায় বাংলাভাষী মুসলিমরা যে যেখানেই বসবাস করছেন সেখানে প্রত্যেকে ইসলামী চেতনাকে সমুন্নত রেখে জীবন পরিচালনার তাগিদকে পুনরুজ্জীবিত করার সুযোগ সৃষ্টি করা।

উল্লেখ্য, মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা মুনা একটি অলাভজনক দাওয়াহ ভিত্তিক সমাজ সেবামূলক জাতীয় সংগঠন হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান নগরী নিউ ইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালে। মুনা প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত, নৈতিক ও মানুষের জীবনের সামাজিক মানোন্নয়নের মাধ্যমে মহান আল্লাহতা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সব কয়েকটি ষ্টেটে মুনা'র কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভ করেছে। মুসলমানদের সামাজিক, ধর্মীয় ও নাগরিক জীবনকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি কমিউনিটির সেবায় নিয়োজিত করতে মুনা মুসলমানদের সুসংগঠিত করতে সদা সচেষ্ট।

মুনা মুসলমানদেরকে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইসলাম চর্চার আহবান জানিয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে চেষ্টা করে। এছাড়া আমেরিকায় বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজকর্মের সাথে মুনা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে জড়িত। মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা মুনা'র ৯-১১ আগস্ট ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য কনভেনশনে যারা যোগদান করতে বা কনভেনশন সম্পর্কে জানতে আগ্রহীরা ই-মেইল : অথবা সরাসরি ১০৩৩, গ্লেনমোর এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক ১১২০৮। লগইন করুন :

www.munaconvention2024.com

অন্তর্বর্তী সরকারকে সবার আগে যা করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের

ঢাকা অফিস

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সবার আগে স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ, আইন, স্বাস্থ্যসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলো সচল করতে হবে। দেশে ভবিষ্যতে যেন আর কোনো কর্তৃত্ববাদী সরকার সৃষ্টি না হয়, সে জন্য রাজনৈতিক সংস্কারও জরুরি।

বিশ্লেষকদের মতে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ ও সমঝোতার মধ্য দিয়ে গড়তে হবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলন রূপ নেয় গণঅভ্যুত্থানে। দেড় দশক ক্ষমতায় থাকার পর গণজোয়ারে পতন হয় আওয়ামী লীগ সরকারের। ভেঙে দেওয়া হয় দ্বাদশ সংসদ।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের দাবিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করা হয়েছে।

ড. ইউনূসের আলোচিত 'থ্রি-জিরো তত্ত্ব' কী?ড. ইউনূসের আলোচিত 'থ্রি-জিরো তত্ত্ব' কী?

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর আইনশৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি, ব্যবসা বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার সংস্কার জরুরি। সুশীল সমাজের একাংশ মনে করেন, স্বল্প পরিসরে হলেও স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, আইন, যোগাযোগ, স্বাস্থ্যসহ বেশ কিছু খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাজ শুরু করা জরুরি।

পরিবেশ আইনজীবী সমিতির প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, 'পররাষ্ট্র যদি ড. ইউনূস সত্যিই নিজের হাতে নিয়ে নেন, তাহলে আমি মনে করি এটা ২-৩ দিনের ব্যাপার। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে অবস্থান তুলে ধরার ক্ষেত্রে। পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, পার্লামেন্টারি উইং (যারা ড্রাফট করবে), কৃষি, অর্থ—এগুলো জরুরি বলে আমি মনে করি। ঐক্যমত যেহেতু কয়েকটা নামের ব্যাপারে হয়ে গেছে, তাদের নিয়ে শুরু করা যেতে পারে।'

শিক্ষার্থীরা ৩ বছরের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চাইলেও এর রূপরেখা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন মনে করে, সংবিধান সংস্কারসহ, নির্বাচন কমিশন গঠন, রাজনৈতিক দলের সংস্কার, গণমাধ্যমের স্বাধীনতাসহ বেশ কিছু সংস্কার জরুরি।

সুজনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কিছু মৌলিক বিষয়ে একমত হওয়া দরকার, যাতে আবারও অতীতের পুনরাবৃত্তি না হয়। এটা নির্ভর করবে কত দ্রুত একটা কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা শুরু করা যায়। কত দ্রুত প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটা কার্যকর অবস্থানে নিয়ে যাওয়া যায়।'

বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম সরকারের অংশ হলেন দুই ছাত্র

ঢাকা অফিস

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুই সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তাঁরা দুজনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। ছাত্রবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের অংশ হয়ে তাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এর পূর্বে কখনো কোনো ছাত্র বা এত স্বল্প বয়সী কেউ সরকারের অংশ হননি।

ঢাকার বনশ্রীর ছেলে নাহিদ ইসলাম ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। আর ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র আসিফ মাহমুদের বাড়ি কুমিল্লায়।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে গেল জুলাইয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা পরিচালিত হয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হিসেবে গণমাধ্যমের সামনে কথা বলে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন নাহিদ ইসলাম। এরপর এই আন্দোলন আরও গতিশীল হলে আসিফ মাহমুদসহ অন্যরাও আলোচনায় আসেন। কোটা সংস্কার আন্দোলন দমনে সরকার প্রথম দফায় কারফিউ জারি করার পর নাহিদ ও

নাহিদ ইসলাম

আসিফ মাহমুদ

আসিফসহ আরও কয়েকজন সমন্বয়ককে তুলে নেওয়া হয়েছিল। দুই দিন পর যখন নাহিদকে একটি রাস্তার পাশে ফেলে যাওয়া হয়, তখন তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছিল আঘাতের চিহ্ন। আর আসিফকে ধরে নিয়ে বিশেষ কোনো ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল বলে তাঁর চিকিৎসকেরা জানিয়েছিলেন।

বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর এই দুই সমন্বয়ক রাজধানীর গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখান থেকে এই দুজনসহ আন্দোলনের তিন সমন্বয়ককে তুলে এনেছিলেন গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সদস্যরা। তাঁদের সঙ্গে আরও তিনজন সমন্বয়ককে ধরে এনে ডিবি অফিসে কয়েক দিন আটকে রাখা হয়। সেই অবস্থায় নাহিদকে দিয়ে একটি ভিডিও বার্তায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা দিতে বাধ্য করা হয়েছিল।

নানামুখী চাপের মুখে এক পর্যায়ে এই সমন্বয়কদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল ডিবি। বেরিয়ে তাঁরা নতুন করে আবার আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং এর ধারাবাহিকতায় এক পর্যায়ে সরকার পতনের ডাক দেন। তাঁদের গণভবন ঘেরাও কর্মসূচিতে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভের মুখে গত সোমবার প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশত্যাগ করেন শেখ হাসিনা। এরপর দেশ পরিচালনায় নতুন এই সরকার গঠন হচ্ছে।

এই সরকারের উপদেষ্টা হওয়া নাহিদ ও আসিফ দুজনই গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তি নামের একটি ছাত্রসংগঠনের নেতা। নাহিদ সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসচিব আর আসিফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক। আসিফ এর আগে ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হকের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল গণঅধিকার পরিষদের ছাত্রসংগঠন ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতা ছিলেন। নানা অভিযোগ তুলে গত বছরের জুলাইয়ে ছাত্র অধিকার পরিষদ থেকে একযোগে পদত্যাগ করেন ২১ জন নেতা। তাঁদের উদ্যোগেই গত বছর অক্টোবরে গঠিত হয় ছাত্রশক্তি। এই সংগঠনের সভাপতির দায়িত্বে আছেন ডাকসুর সাবেক সমাজকল্যাণ সম্পাদক আখতার হোসেন।

বিভিন্ন সেবা নিয়ে ২৪ আগস্ট চালু হচ্ছে বেনিফিট সেন্টার

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটিতে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা অধিবাসীদের জন্য নানা রকম সুবিধা রয়েছে। সুবিধা পেতে পারেন ফেডারেল সরকারের কাছ থেকেও। তবে এসব সুবিধা কীভাবে পেতে হয় অনেকেই তা জানেন না। এবার সেইসব সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা দিতে শুরু হচ্ছে বেনিফিট সেন্টার। অটিজ্যম সোসাইটি হেবিলিটেশন অর্গানাইজেশন (আসো) এর উদ্যোগে এই বেনিফিট সেন্টারের যাত্রা শুরু হচ্ছে আগামী ২৪ আগস্ট, শনিবার।

ননপ্রফিট এই প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে একদম ন্যূনতম মূল্যে এসব সেবা গ্রহণ করতে পারবেন নিউইয়র্কবাসী। সেবাগুলোর মধ্যে রয়েছে ফুড স্ট্যাম্প বা SNAP সুবিধার আবেদন, মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার এর আবেদন, এসএসআই/ডিসএবিলিটি সুবিধার আবেদন, ফুড ভেন্ডর সংক্রান্ত আবেদন, অটিস্টিক শিশুদের জন্য ওপিডব্লিউডিডি'র আবেদন।

'আসো' আগে থেকেই অভিবাসন প্রত্যাশী মানুষদের নিয়ে কাজ করছে। এবার তারা বিভিন্ন ধরণের ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত ফরম পূরণ করার ক্ষেত্রে বিশেষ সেবা চালু করেছে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে চালু রয়েছে কম্পিউটার ও ইংলিশ শিক্ষা ক্লাস।

প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক রুবাইয়া রহমান বলেছেন, "২০১৫ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারী বাংলাদেশি আমেরিকান এবং দক্ষিণ এশীয় মানুষদের মধ্যে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম।

শেখ হাসিনার পদত্যাগে নিইউয়র্কে বিজয় উল্লাস

জলি আহমেদ

শেখ হাসিনার পদত্যাগের খবরে বাংলাদেশের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রেও বিজয় উল্লাস হয়েছে। নিইউয়র্কের জ্যামাইকাতে প্রবাসীরা এই বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠেন।

বিজয় উল্লাসের আয়োজন করে 'বাংলাদেশ এসেম্বলি অব ইউএসএ'। এতে অংশ নেন শত শত প্রবাসী। শিশু থেকে শুরু করে নানা বয়সী মানুষকে দেখা যায়। সব শ্রেণীপেশার মানুষ স্বতস্ফুর্তভাবে অংশ নেয় এই উল্লাসে। তাদের হাতে সভা পায় লাল-সবুজের পতাকা।

কর্মসূচি শুরু হয় জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে। এরপর প্রবাসী বাঙালিদের মুখ থেকে ভেসে আসে নানান স্লোগান। 'পালাইছেরে পালাইছে, শেখ হাসিনা পালাইছে', 'হৈ হৈ রৈ রৈ শেখ হাসিনা গেল কৈ'; 'স্বৈরাচার গেল কৈ'; 'ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই, স্বৈরাচারের ফাঁসি চাই' ইত্যাদি স্লোগান।

বাংলাদেশ এসেম্বলি অব ইউএসএ এর সভাপতি মোঃ শামীম হাসান বলেন, বাংলাদেশের মানুষ এতদিন যে কষ্ট করেছে তার বিস্ফোরণ আজ দেখা গেছে। এই তরুণ সমাজ রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনে দিছে। যা আমরা কখনো ভুলবো না।

বাংলাদেশ এসেম্বলি অব ইউএসএ এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম (কলিম) বলেন, বাংলাদশে আজ যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে তা থামার নয়। আপনারা সবাই খেয়াল রাখবেন যাতে কোনো ধরনের বিশৃংখলা না হয়।

মহিলা সম্পাদক জাকিয়া সোলাইমান বলেন, আমরা বাংলাদেশকে পরিপূর্ণ স্বাধীন না করে থামতে চাই না। সবাই সজাগ থাকবেন, যাতে দেশে কোনো বিশৃঙ্খলা না হয়।

বিজয় উল্লাসে উপস্থিত ছিলেন- সংঘঠনের সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন সরকার, দপ্তর সম্পাদক আতিকুল ইসলাম রফিক, ধর্মবিষয়ক সম্পাদক শাহাদাত হোসেন, মিয়া ফয়েজ আহমেদ (জুয়েল), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন।

আরো ছিলেন, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জ্যামাইকা ফ্রেন্ড সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, এ,বি,এম গনি ,বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ড. ওয়াজেদ খানসহ আরো অনেকে।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Certified Training Institute by:
Washington University of Science and Technology
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

BARI SUPERMARKET
বারী সুপার মার্কেট
WE CARE FOR YOUR NEEDS
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
Your Health Our Care
পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে
HALAL FOOD
حلال
HALAL FOOD
আপনজনদের
সেবা করে আয়ের
সুবর্ণ সুযোগ নিন
, নিউ ইয়র্ক স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
, আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
, আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।
, হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
, কেয়ারগিভারেরা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
, আমরা মেডিকেইড/ ম্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।
CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণ করি
BARI SUPERMARKET
ria
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
Asef Bari (Tutul)
C.E.O.
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867
Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th Fl.
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100
Jamaica Office:
169-06 hillside Ave,
2nd Fl.
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163
Bronx Office:
2113 Starling Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000
Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973
Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901
Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554
Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200
Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711
Email: info@barihomecare.com, Web: www.barihomecare.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
U ভিসা, VAWA & SIJS
EB-1 EB-2 NIW & EB-3
বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল
KHAIRUL BASHAR, MBA,LLM.
ATTORNEY AT LAW
CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com
1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529
KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504
Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট
ইনভেস্টমেন্ট
Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

MUNA CONVENTION
AUGUST 9TH - 11TH, 2024
ISLAM
PEACE & JUSTICE FOR HUMANITY
SCAN ME TO REGISTER
Join us this
Summer
with families & friends
25,000+ Attendees from across the country
40+ World-Renowned Scholars
INQUIRIES? EMAIL US
CON.INFO@MUNA.US
DR. YASIR QADHI
DR. OMAR SULEIMAN
IMAM SIRAJ WAHHAJ
HARUN O RASHID
SHAUN KING
SHAYKH ABDUL NASIR JANGDA
DR. ABUL KALAM AZAD BASHAR
MUFTI HUSSAIN KAMANI
USTADHA TAIMIYYAH ZUBAIR
DR. ALTAF HUSAIN
CONVENTION HIGHLIGHTS
Separate Youth Conferences
Children's Learn & Fun
Lecture Series
Parallel Sessions
Young Sisters Programs
Separate women's cultural event
Sisters Programs
Matrimonial Services
Health Clinic
Cultural Events
Bazaar and Expo
Halal Food Counter
Discounted Hotels
PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER
119 North Broad Street, Philadelphia, PA 19107
FOR BAZAAR BOOKING
MUNACONVENTION.COM
BAZAAR@MUNA.US
+1 (888) 824-MUNA

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

M AZIZ

CEO & President

Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
PCA AND CDPAP SERVICE
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে সহায়তা করা হয়।
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
Shah Nawaz MBA
President & CEO, 646-591-8396
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Ave
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
YONKERS OFFICE
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-650-6912
Fax: 917-396-4115
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820
Fax: 917-396-4115
JAMAICA AVE. OFFICE
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-481-8992
Fax: 917-396-4115
ASTORIA OFFICE
36-07 31 Street,
Astoria, NY 11106
Ph: 718-540-4130
Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

৮৬টি বাংলাদেশি সংগঠনের অংশ গ্রহণ

রেকর্ড ভাঙতে যাচ্ছে ভার্জিনিয়ার ৩৮তম ফোবানা সম্মেলন

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য ৩৮তম ফোবানা সম্মেলনে অংশগ্রহণে আগ্রহী সংগঠনের তালিকাভুক্তিতে সর্বকালের রেকর্ড ভেঙ্গেছে। এবারের সম্মেলনে ২৫টিরও বেশি অঙ্গরাজ্য থেকে ৮৬টি সংগঠনের অংশগ্রহণ করছেন। নতুন করে ২৬টি সংগঠন যোগ দিচ্ছেন এ সম্মেলনে যা গত ৩৭ বছরে কখনো হয়নি বলে জানিয়েছেন ৩৮তম ফোবানা সম্মেলনের আহবায়ক রোকসানা পারভীন। গত শনিবার (৩ আগস্ট) নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্তরাঁয় সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসির ভার্জিনিয়ায় লেবার ডে উইকেন্ডে ৩০-৩১ আগস্ট এবং ১ সেপ্টেম্বর ভার্জিনিয়া আর্লিংটনের ক্রিস্টাল গেটওয়ে ম্যারিয়টে অনুষ্ঠিত হবে ৩৮তম ফোবানা সম্মেলন। এবারের সম্মেলনে সফল ও সার্থক করেতে আয়োজক সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি'র শতাধিক কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী দিনরাত কাজ করছেন বলেও উল্লেখ করেন আহবায়ক রোকসানা পারভীন।

তিনি বলেন, পূরো উদ্যমে ওয়াশিংটনের সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্ব এগিয়ে চলছে। ৩৫টি সাব-কমিটিতে সম্পৃক্ত শতাধিককর্মী এই প্রস্তুতি পর্বের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন, আর বিশেষভাবে উল্লেখ্য আমাদের ফোবানার কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ফোবানার সকল নেতৃবৃন্দ আমাদের এই সম্মেলন আয়োজনে অকুন্ঠ সহযোগিতা করে যাচ্ছেন একটি সফল সম্মেলন উপহার দেয়ার জন্য। এ জন্য হোস্ট কমিটির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।

লিখিত বক্তব্যে রোকসানা পারভীন জানান, এবারের সম্মেলনে থাকছে- গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন থেকে শুরু করে থাকছে সাহিত্য, কারিগরি শিক্ষা এবং এর প্রভাব ও উন্নয়ন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও সাইবার সিকিউরিটি, নারীর ক্ষমতায়ন, যুব উন্নয়ন, মূলধারায় আমাদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের বিকাশ, ওয়াশিংটন মেট্রো এলাকার বাংলাদেশি মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান, আরবান ডেভেলপমেন্ট, ন্যানো টেকনোলজির এবং এর কার্যকারিতা, স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে এআই এর প্রভাব, তরুণ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য স্কলাশিপ অ্যাওয়ার্ড, তরুণ প্রজন্মকে আমাদের সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত করার প্রয়াসে তাদের অংশগ্রহণে সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতা, বৃহত্তর পরিমণ্ডলে নারীর ক্ষমতায়ন বা ভূমিকা, অর্জন এবং

রেমিট্যান্স বর্জনে কী বলছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম

নিউজ ডেস্ক

সম্প্রতি জাপানের গণমাধ্যম নিক্কেই এশিয়া বাংলাদেশে কোটা আন্দোলনের সমর্থনে রেমিট্যান্স বর্জন নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যেখানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলমান ভয়াবহ প্রতিবাদ বিক্ষোভকে সমর্থন দিতে বিদেশি রেমিট্যান্সকে নতুন এক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছেন সমালোচকরা। তারা এই সহিংসতাকে রাষ্ট্র আরোপিত বলে অভিহিত করছেন।

এ উদ্যোগের আয়োজকরা বিদেশে অবস্থানরত প্রায় এক কোটি (১০ মিলিয়ন) বাংলাদেশির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন দেশে রেমিট্যান্স না পাঠাতে। এসব প্রবাসীরা প্রতি মাসে প্রায় ২০০ কোটি ডলার রেমিট্যান্স পাঠান। বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে গত বছর আইএমএফের কাছে ঋণ চাইতে বাধ্য হয়, এমন অবস্থার মধ্যে প্রবাসীরা এই উদ্যোগ নিয়েছেন।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশ বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহৎ বৈদেশিক মুদ্রার উৎস হলো রেমিট্যান্স। এ উদ্যোগের আয়োজকদের একজন ইউরোপে একটি টেলিকম কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত

ফয়েজ আহমেদ তৈয়ব।

তিনি বলেন, রেমিট্যান্স কমিয়ে দিয়ে স্বৈরাচার সরকারের অর্থনৈতিক লাইফলাইন কেটে দিতে পারি আমরা। নতুন এই উদ্যোগে সমর্থন করছেন বেশ কিছু সুপরিচিত বাংলাদেশি প্রবাসী।

এদিকে ৩১ আগস্ট বুধবার ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলেছে, অস্থিরতায় ঢাকা যেভাবে পদক্ষেপ নিয়েছে তার কড়া সমালোচনা করে তারা। এরপরই বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন সহযোগিতামুলক চুক্তির আলোচনা স্থগিত করে তারা। দুই বছর আগে বাংলাদেশের রিজার্ভ প্রায় ৪৯০০ কোটি থেকে কমে দাঁড়ায় ১৮০০ কোটি ডলারে।

গত বছরে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৪০০ কোটি ডলার। তারা যে অর্থ পাঠান তাতে সরকারি ট্যাক্স থেকে এই আয় আসে।

এই বর্জন আন্দোলনের একজন নেতা টোকিও ভিত্তিক তৈরি পোশাকের মার্চেন্ডাইজার সাদ্দাম হোসেন। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াতে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের প্রতি তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন অস্থায়ীভিত্তিতে অর্থনৈতিক সঙ্কট থাকা সত্ত্বেও দেশে বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের কাছে অর্থ পাঠানো বন্ধ রাখতে। তিনি বলেন, আমি এটা করছি আমার মাতৃভূমির জন্য।

তবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সেলিম মাহমুদ প্রবাসীদের রেমিট্যান্স বন্ধ রাখাকে দেশদ্রোহিতা এবং দীর্ঘ মেয়াদে অবাস্তব বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি নিক্কেই এশিয়াকে বলেন, দেশে অবস্থানরত আত্মীয়রা এই অর্থের ওপর নির্ভরশীল।

বৈধ চ্যানেল পরিহার করার আহ্বানের মাধ্যমে তারা অবৈধ উপায়কে উৎসাহিত করছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি রেমিট্যান্স এড়াতে অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলের উল্লেখ করেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই প্রচারণার ফলে সরকারের শীর্ষ স্থানীয় মন্ত্রীরা দেশে অর্থ পাঠাতে প্রবাসীদের অনুরোধ করছেন।

কমলার রানিং মেট হচ্ছেন টিম ওয়ালজ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

টিম ওয়ালজ

যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী ও বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের রানিং মেট হচ্ছেন দেশটির মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের গভর্নর টিম ওয়ালজ। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তিনটি সূত্র মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

নেব্রাস্কার ওয়েস্ট পয়েন্টের এক ছোট শহরে জন্ম টিম ওয়ালজের। নেব্রাস্কা বুটে হাইস্কুল থেকে স্নাতক সম্পন্নের পর মার্কিন আর্মি ন্যাশনাল গার্ডে যোগ দেন। পরে কয়েক দশক ধরে হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন তিনি।

৬০ বছর বয়সী টিম ওয়ালজ ২০০৬ সালে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচনে বিজয়ী হন। ২০১৮ সালে তিনি মিনেসোটার গভর্নর নির্বাচিত হন।

Change of Visa Status (CoS)

Stay long in the USA

FROM
B1/B2/A3/I/H4
TO
F1 (Study Visa)

CIVA
CENTRE FOR IMMIGRATION AND VISA ASSISTANCE (CIVA)

PREMIUM SERVICES AVAILABLE

CoS Approval WITHIN 25 DAYS

Hot Line
+1 347 507 1209
+1 347 279 8366
+1 347 476 7522

Per Person $1000 Only

(Principal applicant only. Dependents price will be negotiated)

Give us your file and be relaxed, CIVA Team will do everything for you

(Sponsorship documents need to be provided)

INADITION

- Non-Immigration Visa Extension (Up To 240 Days)
- Asylum Filing Within 10 Days With All Supporting
- Reentry permit / Travel documents (From In / Out side of the USA)
- Canada / Mexico Visa With All Support(Within 30 days)
- EB3 (Unskilled) Application Process (AoS / NVC), Within $18K
- F1(Student) School Transfer within 02 business days

USA Office :

CIVA Bangladesh Chapter :

write2civa

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান

PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and North Shore University Hospital

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:	JACKSON HEIGHTS OFFICE:	OZONE PARK OFFICE:
166-41 88th Ave,	40-37 74th Street	97-47 77th Street,
Jamaica, NY 11432	Elmhurst, NY 11373	Ozone Park, NY 11416
Tel: 917-780-4510	Tel: 917-780-4510	Tel : 718-307-5796
Fax: 347-875-3911	Fax: 347-875-3911	Fax : 347-875-3911

SARAH CARE USA

CDPAP & HOME CARE SERVICES

Dr,Gee Cee pat
Vice President

- CDPAP/ PCA/ HHA
- No Certificate Required
- Highest pay With Benefit

We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole

Dr,Shajadi Parvin
CEO/President

LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply

WITH Best income Up to $85.000 Annually

WORK AT HOME

NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949

আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি

FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP

Corporate Office:	Jamaica Office:	Brooklyn Office:	Bronx Office:	Buffalo Office:
37-18-73rd Street, Suit 301, Jackson Height, NY 11372	170-05 Hillside Ave, NY 11432 185-08, Hillside Ave, NY 11432	2033 Bath Ave, Brooklyn NY 11214	2148 Starling Ave, Bronx, NY 10482	3685 Harlem RD Cheektowaga, NY 14215

We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country

cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 917-745-0949, 929-468-6102 | www.sarahcareusa.com

শেখ হাসিনার পদত্যাগের খবরে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে আনন্দ-উল্লাসের নানা চিত্র

যুক্তরাষ্ট্রের শহরে শহরে বিজয় উল্লাস

শেখ হাসিনার পতন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের মধ্যে এখন উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে।সাড়ে ১৫ বছর রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা তুমুল গণআন্দোলনের পদত্যাগ করে দেশ ছেড়েছেন। এসময় একে অপরের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করেন। শোককে শক্তিতে পরিণত করে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের পর প্রবাসীরা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে উৎসবের আমেজ তৈরি করেন। বিভিন্ন শহরের রাস্তায় রাস্তায় নানা বয়সের নারী পুরুষ পতাকা নিয়ে উল্লাস প্রকাশ করছেন। স্বৈরাচারি বিদায়ে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী উল্লাস করেন। নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে যেন বাধ ভাঙা শ্রোত।

শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ ত্যাগের খবরে গত সোমবার (৫ আগস্ট) বিকেলে নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে নেমে আসে প্রবাসীদের বাধ ভাঙা শ্রোত। এসময় তারা 'এই মুহূর্তে খবর এল, শেখ হাসিনা পালিয়ে গেল', 'হৈ হৈ রৈ রৈ, শেখ হাসিনা গেলি কই'- এমন বিভিন্ন স্লোগান দেন।

শান্তিপূর্ণ ভাবে উল্লাসসহ মিষ্টি বিতরণ করেন। এ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও তার অংগসংগঠনের উদ্যোগে মিষ্টি বিতরণসহ বিজয় উদযাপনে আলোচনা সভা করেন।

বক্তারা বলেন, স্বৈরাচার থেকে দেশ আবার স্বাধীন হল। খুবই খুশি লাগছে, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। ছাত্র সমাজের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। যেই শাসকই শিক্ষার্থীদের রক্ত নিয়ে হলিখেলা করেছে, তারা ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। আজকে তা আবারও প্রমাণিত হল। আজকে একটি ঐতিহাসিক বিজয় অর্জিত হল। কিন্তু এই বিজয়ে অনেক বেশি রক্ত দিতে হয়েছে। এই বিজয়ে যারা প্রাণ হারিয়েছে, তারা শহীদের মর্যাদা পাক।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের জনবহুল ও বাংলাদেশি অধুষ্যিত নিউ জার্সি, পেনসিলভানিয়া, ওয়াশিংটন ডিসি, ভার্জিনিয়া, ম্যাসাচুসেটস, কানেকটিকাট, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, ফ্লোরিডা, ওহাইও, ইলিনয়স, কলারাডো, ডেলাওয়ার, জর্জিয়া, কানসাস, ম্যারিল্যান্ড, মিশিগান, সাউথ ক্যারোলিনা, ওয়াশিংটন ও কেন্টাকি'র প্রবাসী বাংলাদেশিরা পৃথক পৃথক সমাবেশ ও বিজয় উল্লাস করেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

স্টেট বিএনপির সভাপতি অলিউল্লাহ মোহাম্মদ আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশ সঞ্চালনা করেন সাধারন সম্পাদক সাঈদুর রহমান সাঈদ।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও তার অংগসংগঠনের উদ্যোগে মিষ্টি বিতরণসহ বিজয় উদযাপন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যেও একই ধরনের আনন্দ-উল্লাস করেছে বিএনপির নেতাকর্মীরা। গত ১৫ বছরের অপশাসন আর দু:শাসনের জন্য শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের কঠোর সমালোচনার পাশাপাশি সকল হত্যা-গুম-খুনের জন্য শেখ হাসিনাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিরও দাবি জানান বিএনপির নেতাকর্মীরা।

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ও মূলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ, কেন্দ্রীয় নেতা ও কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন, কেন্দ্রীয় নেতা জিল্লুর রহমান, গোলাম ফারুক শাহীন এবং রীটা রহমান, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা ইঞ্জিনিয়ার হারুন, এম এ বাতিন, আবু সাঈদ, জাকির এইচ চৌধুরী, ভিপি জসিম, আনিসুর রহমান, পিন্টু, রিনা, বারেক, আলমগীর মৃধা, মনির হোসেন, সাজ্জাদ হোসেন, আমিনুল ইসলাম স্বপন, জাফর রহমান প্রমুখ বিজয় উৎসবের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

নিইউয়র্কে বিজয় উল্লাস

শেখ হাসিনার পদত্যাগের খবরে বাংলাদেশের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রেও বিজয় উল্লাস হয়েছে। নিইউয়র্কের জ্যামাইকাতে প্রবাসীরা এই বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠেন। বিজয় উল্লাসের আয়োজন করে 'বাংলাদেশ এসেম্বলি অব ইউএসএ'। এতে অংশ নেন শত শত প্রবাসী। শিশু থেকে শুরু করে নানা বয়সী মানুষকে দেখা যায়। সব শ্রেণীপেশার মানুষ স্বতস্ফুর্তভাবে অংশ নেয় এই উল্লাসে। তাদের হাতে সভা পায় লাল-সবুজের পতাকা। কর্মসূচি শুরু হয় জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে। এরপর প্রবাসী বাঙালিদের মুখ থেকে ভেসে আসে নানান স্লোগান। 'পালাইছেরে পালাইছে, শেখ হাসিনা পালাইছে', 'হৈ হৈ রৈ রৈ শেখ হাসিনা গেল কৈ'; 'স্বৈরাচার গেল কৈ'; 'ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই, স্বৈরাচারের ফাঁসি চাই' ইত্যাদি স্লোগান। বাংলাদেশ এসেম্বলি অব ইউএসএ এর সভাপতি মোঃ শামীম হাসান বলেন, বাংলাদেশের মানুষ এতদিন যে কষ্ট করেছে তার বিস্ফোরণ আজ দেখা গেছে। এই তরুণ সমাজ রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনে দিছে। যা আমরা কখনো ভুলবো না। বাংলাদেশ এসেম্বলি অব ইউএসএ এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম (কলিম) বলেন, বাংলাদশে আজ যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে তা থামার নয়। আপনারা সবাই খেয়াল রাখবেন যাতে কোনো ধরনের বিশৃংখলা না হয়। মহিলা সম্পাদক জাকিয়া সোলাইমান বলেন, আমরা বাংলাদেশকে পরিপূর্ণ স্বাধীন না করে থামতে চাই না। সবাই সজাগ থাকবেন, যাতে দেশে কোনো বিশৃঙ্খলা না হয়। বিজয় উল্লাসে উপস্থিত ছিলেন- সংঘঠনের সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন সরকার, দপ্তর সম্পাদক আতিকুল ইসলাম রফিক, ধর্মবিষয়ক সম্পাদক শাহাদাত হোসেন, মিয়া ফয়েজ আহমেদ (জুয়েল), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন। আরো ছিলেন, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জ্যমাইকা ফ্রেন্ড সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, এ,বি,এম গনি ,বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ড. ওয়াজেদ খানসহ আরো অনেকে।

দ্বিতীয় বিজয় উদযাপন করল জর্জিয়া প্রবাসী ছাত্র-ছাত্রীরা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক দফা দাবিতে ছাত্র-জনতার তোপের মুখে পড়ে স্বৈরশাসক বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ত্যাগের খুশিতে বিজয় উৎসব ও মিষ্টি বিতরণ করেছে জর্জিয়ার বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া প্রবাসী ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষ।

৫ আগস্ট সোমবার সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট অব জর্জিয়া আয়োজিত এই বিজয় উৎসবে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় মার্সার ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. মুহম্মদ নাসির উদ্দিন ।তিনি তার বক্তব্যে বলেন শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়ানো দীর্ঘ ১৬ বছরের এই স্বৈরতন্ত্র অবসানের জন্য বাংলাদেশের নিউ জেনারেশনকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি আরও ধন্যবাদ জানান দেশের শ্রমজীবি মানুষ, অভিবাকসহ, পেশাজীবিসহ সর্বস্তরের জনগনকে। তিনি বলেন এই আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশে দুইটা নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির উদ্ভব হয়েছে।একটা হচ্ছে দেশের নিউ জেনারেশন, অপরটি হচ্ছে প্রবাসীরা। তিনি বলেন প্রবাসীদের এই ঐক্যকে ধরে রাখতে হবে যেন ভবিষ্যতেও প্রবাসীরা দেশের যে কোন সংকটে কিংবা দেশ গঠনে বলিষ্ঠ ভুমিকা পালন করতে পারে। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার দীর্ঘ ১৬ বছরের এই স্বৈরতন্ত্র অবসানে আমরা যেন দ্বিতীয়বার দেশকে বিজয় করলাম । প্রথম বিজয় ছিল ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানিদের কবল থেকে আর দ্বিতীয় বিজয় পেলো ৫ আগস্ট ২০২৪ স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও তার আওয়ামী দুঃশাসন থেকে । এর সব টুকু কৃতিত্বই তোমাদের মত ছাত্র-ছাত্রীদের ।

অনুষ্ঠানে ছাত্র- ছাত্রীরা দেশাত্বকবোধক সঙ্গীত ও অনেকে স্বরচিত দেশাত্ববোধক কবিতা আবৃতি করেন এবং খুশীতে একে অপরের মুখে মিষ্টি তুলে দেন।আরেকবার বিজয় অর্জনের দিবসের স্মৃতিকে ধরে রাখতে তারা বিভিন্ন অঙ্গ ভঙ্গিতে ফটো সেশনে অংশ নেয় ।

জর্জিয়ায় আনন্দ সমাবেশ ও মিষ্টি বিতরন

শেখ হাসিনার পতন

মনজিলুর রহমান

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক দফা দাবিতে ছাত্রজনতার তোপের মুখে পড়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশত্যাগ করেছেন এই খুশিতে আনন্দ সমাবেশ করছে যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্র-জনতা। এ সময় ছাত্র ও সাধারণ মানুষের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করতে দেখা যায়।

সোমবার (৫ আগস্ট) সন্ধ্যায় স্থানীয় বিসমিল্লাহ সুপার মার্কটের সামনে বিএনপি সদস্যরা এ আনন্দ সমাবেশ ও মিষ্টি বিতরণ করেন। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জর্জিয়া বিএননপির সভাপতি নাহিদুল খান সাহেল এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মামুন শরীফ। অনুষ্ঠানে বক্তারা শেখ হাসিনার দুঃশাসনের বিভিন্ন ফিরিস্তি তুলে ধরেন । নেতাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামানের ভূয়সী প্রসংশা করা হয় এবং অতি শিঘ্রই একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সরকার সগঠন করে দেশে শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে আনার দাবী জানান এবং স্বৈরশাসক হাসিনা সরকারের সতীর্থ দূর্নীতিবাজ এমপি মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করে তাঁদের বিচারের আওতায় আনতে বলা হয়।সমাবেশে শেখ হাসিনার পালানো নিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা গেছে ।

অনুষ্ঠানে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সকল শহীদদের আত্নার মাগফেরাত কমনা করে বিশেষ মোনাজাত ও আহতদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য অন্তর্বর্তীকালিন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয় ।

অপরদিকে জর্জিয়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা একই দিনে সন্ধ্যা ছয়টায় স্থানীয় আল ফালাহ গ্রোসারি স্টোর ও রেস্টুরেন্টে বাংলাদেশি স্টুডেন্ড অব জর্জিয়ার সভাপতি মন রহমান ও রায়হান আহমদের রাহীর নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশে হত্যা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রতিবাদ সমাবেশ

দিনা ফেরদৌস

বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলন দমাতে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে শিশুসহ কয়েকশ মানুষ হত্যা ও এগারো হাজারের বেশি গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাঙালিরা শনিবার ওয়াশিংটন ডিসিতে এক প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করেন। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে, প্রতিবাদের লাল রঙের পোশাক পরে কঠিন ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে ওয়াশিংটন মনুমেন্টের পাশে জড়ো হওয়া সত্তুর জনের মতো মানুষের বক্তব্য ছিল একটাই, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিপরীতে গুলি কেন? কেন গণগ্রেপ্তার?

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হত্যা ও নিপীড়নের দায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবি জানানো হয় এই সমাবেশ থেকে। বাংলাদেশে চলমান আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে সমাবেশে উপস্থিত মাহবুবা পপি বলেন, "একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিক তার দাবি নিয়ে দাঁড়াতেই পারে। কিন্তু গুলি করে ছাত্রছাত্রী হত্যা করে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হলো?"

"আমরা মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করতে জানি বলেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে জানি। অন্যায় দেখলে ঘরে বসে থাকতে পারি না," বলেন তিনি।

"আমাদের দাবি এখন একটাই সরকারের পদত্যাগ সাথে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন," বলেন প্রতিবাদ অনুষ্ঠানের এক সমন্বয়কারী প্রান্ত। আয়োজনের প্রধান সমন্বয়কারী এ্যানি সিসিলি বলেন, "আমরা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের কেউ নই। সাধারণ জনগণ হিসেবে আমাদের দাবি, দেশে আমাদের যারা আছেন, তারা যেন নিরাপদে জীবন যাপন করতে পারেন।"

প্রতিবাদ সমাবেশে সকলে লাল পরে আসার কারণ প্রসঙ্গে এ্যানি সিসিলি বলেন, "লাল হচ্ছে আমাদের প্রতিবাদের ভাষা। আর এখন আমাদের দাবি একটাই, ১দফা, প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ।"

আয়োজনের সমন্বয়কারি সময় বলেন, 'আজকের ছাত্ররাই আমাদের আগামী দিনের ভবিস্যত। আমাদের আগামী প্রজন্ম যাতে আগামীতে একটি সুনিশ্চিত ও নিরাপদ পরিবেশ পায়, সেই লক্ষ্যেই আজ এখানে এসে দাড়িয়েছি।'

"ন্যূনতম লজ্জাবোধ থাকলে এখন সরকার পদত্যাগ করবে। আমরা চাই গণতন্ত্র ফিরে আসুক," বলেন প্রতিবাদ করতে আসা সামিউল আজম সবুজ।

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত দিয়ে শুরু হয় প্রবাসীদের এই প্রতিবাদ সমাবেশ। তারপর গানে গানে ও শ্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে চারপাশ :

'আমার ভাই মরল কেন বিচার চাই, জবাব চাই

আমার ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দেবো না।'

"উই ওয়ান্ট জাস্টিস।"

যে দুইশত জনকে কিছুদিনের ভেতর হত্যা করা হয়েছে নির্বিচারে ,যেখানে ৪,৬ বছরের বাচ্চাদের থেকে শুরু করে সকল বয়সের লোক ছিলেন যারা রেহাই পায়নি ঘরের ভেতরে থেকেও। সেইসব শহীদদের স্মরণে তাদেরকে নাম ধরে ডাকা হয়েছে। আর সকলে উপস্থিত বলেন। যার অর্থ হলো, আমাদের মাঝে তারা উপস্থিত আছেন।

আসবিনা রহমান অনির সাথে সকলে গান ধরেন, 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানটি।

বক্তব্যে সাদিয়া ফেরদৌস বলেন, 'এই মুহূর্তে যারা রাস্তায় আছেন, তাদের সাথে যেন বাসার সবাই এসে রাস্তায় নামেন। এতে করে বাচ্চারা সাহস পাবে। পরিবারের সামনে কেউ বাচ্চাদের উপর হামলা করার সাহস করবে না সহজে।

সমাবেশের অন্যতম আয়োজক কবিতা দিলাওয়ার বলেন, "আজ পনেরো বছর ধরে আমরা সুষ্ঠু নির্বাচন পাইনি। আজ আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে জেনারেশন জি (Gen Z)। আমরা এখন চাই দেশে আইনের শাসন, গণতন্ত্রের শাসন। আমাদের সন্তানেরা কেন আজ নিরাপদে থাকতে পারছে না। এর বিচার চাই। আমরা এখন স্বৈরাচারী সরকারের পতন চাই। স্টেপ ডাউন হাসিনা।"

বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানিয়ে ব্লিঙ্কেনের কাছে ২২ মার্কিন আইনপ্রণেতার চিঠি

ইমা এলিস

বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতি জানিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের কাছে চিঠি লিখেছেন দেশটির ২২ আইনপ্রণেতা। স্থানীয় সময় ২ আগস্ট শুক্রবার লিখিত চিঠিতে তাঁরা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের আরও অবনতি রোধ করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলে যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান। চিঠিতে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগও আনা হয়।

মার্কিন ডেমোক্র্যাট সিনেটর এডওয়ার্ড জে মারকি, প্রতিনিধি জিম ম্যাকগভর্ন ও বিল কিটিং এই চিঠির উদ্যোক্তা। এতে মার্কিন পার্লামেন্ট কংগ্রেসের উভয় কক্ষের আরও কয়েকজন আইনপ্রণেতা স্বাক্ষর করেছেন। সিনেটর এডওয়ার্ড জে মারকির নিজস্ব ওয়েবসাইটে চিঠিটি প্রকাশ করা হয়েছে।

সিনেটর মারকির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, সিনেটর এডওয়ার্ড জে. মারকি এবং প্রতিনিধি জিম ম্যাকগভর্ন ও উইলিয়াম কিটিং তাদের সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে আজ শুক্রবার একটি দ্বিদলীয় চিঠিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনকে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের অবনতিশীল অবস্থায় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের অধীনে বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে বাংলাদেশ ছাত্র আন্দোলনকারী ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষ হচ্ছে, যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টিই তুলে ধরে।

ব্লিঙ্কেনের কাছে লেখা চিঠিতে আইনপ্রণেতারা লিখেছেন, 'বাংলাদেশ সরকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করে এমন পদক্ষেপ অব্যাহত রেখেছে।

এর মধ্যে রয়েছে চলতি বছরের জানুয়ারিতে গভীর ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান, শ্রম নীতিমালার উন্নয়নে ব্যর্থ হওয়া, অতি সম্প্রতি বন্দুক, টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে সহিংসভাবে বিক্ষোভ দমন করা এবং ইন্টারনেট পরিষেবা প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া উল্লেখযোগ্য।'

আইনপ্রণেতারা আরও লিখেছেন, 'এই উদ্বেগজনক ও অব্যাহত প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আশা করি, যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে কাজ করা যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নীতি আছে, সেসব গণতান্ত্রিক নীতিমালা সমুন্নত রাখতে আপনি (মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী) যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরকে নেতৃত্ব দেবেন।'

চিঠিতে আরও বলা হয়, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই সব সহিংসতার নিন্দা করতে হবে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের মতো সমালোচনামূলক নাগরিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে এবং বাংলাদেশি জনগণের বিরুদ্ধে উপরিউক্ত অপব্যবহারের জন্য জড়িত সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহি করতে ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ছাড়া বাংলাদেশে গণতন্ত্রের আরও অবনতি রোধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অংশীদার হয়ে বাংলাদেশি জনগণের একটি প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকারের অধিকারকে সমর্থন করতে হবে। সেই সরকার মানবাধিকার সমুন্নত রাখবে ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সম্মান করবে।'

চিঠিতে স্বাক্ষর করা অন্যান্য আইনপ্রণেতারা হলেন সিনেটর ক্রিস ভ্যান হোলেন, সিনেটর টামি বল্ডউইন, কংগ্রেসউমেন গ্রেস মেং, সিনেটর টিম কেইন, কংগ্রেসম্যান সেথ মল্টন, কংগ্রেসউমেন লরি ট্রাহান, সিনেটর রিচার্ড জে ডারবিন, কংগ্রেসম্যান জো উইলসন, কংগ্রেসম্যান জেমস ময়লন, সিনেটর জেফরি মার্কলে, সিনেটর ক্রিস মারফি, কংগ্রেসউমেন ডিনা টিটাস, কংগ্রেসম্যান জেরাল্ড কনোলী, কংগ্রেসউমেন গ্যাবি এমো, কংগ্রেসউমেন আলেকজান্দ্রিয়া কর্টস, কংগ্রেসউমেন এলহাম ওমর, কংগ্রেসউমেন নিদিয়া ভেলাজকুইজ, কংগ্রেসউমেন ড্যানিয়েল কিল্ডি ও কংগ্রেসউমেন বারবারা লী।

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (প রিস্কার - প রিচ্ছন্নত া) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ আগস্ট মাসের ১ তারিখ থেকে দুইজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৭১৮-৩১৪-৭৯১৭।

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে

3 Bed, 1 Bath, Living Dining and Kitchen. (বাসা হতে ওয়ার্কিং দূরত্বে মসজিদ, স্কুল, গ্রোসারি শপ।) ADD: 27 peace st, Buffalo. যোগাযোগ: 518 364 0930

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও ১০৯ রোডের নিকটে ৭ মিনিট দুরত্বে ট্রেন ও বাস ১ ব্লক দুরত্বে নতুন রেনুভেটেড দুই বেড, লিভিং ১ বাথ কিচেন ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি স্কুল নিকটে। ভাড়া ২৩৫০ ডলার। ফোন 646-645-9830

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও ১০৯ রোডের নিকটে ৭ মিনিট দুরত্বে ট্রেন ও বাস সংলগ্ন বাস লাইন বেসমেন্ট, ১ বেড, ১ বাথ, কিচেন নতুন রেনুভেটেড ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি, স্কুল নিকটে। ভাড়া ১৩৫০ ডলার। স্বামী স্ত্রী অগ্রাধিকার। ফোন 646-645-9830

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সাবওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া (sub let)

South Richmond hill এ নিরিবিলি পরিবেশে ১ লা জুলাই/২০২৪ থেকে ২য় তলায় একটি রুম ভাড়া দেয়া হবে (850 $). স্বামী-স্ত্রী অগ্রগন্য! যোগাযোগ=347 653 6748

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com Phone 850-866-9012

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত

মইনুল-আসাদ প্যানেলের জয়

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বৃহত্তর সিলেটবাসীর অন্যতম বৃহৎ আঞ্চলিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক-এর নির্বাচনে মইনুল-আসাদ প্যানেল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে। ৬ আগস্ট নিউইয়র্কে এস্টোরিয়ার জালালাবাদ ভবনে নির্বাচন কমিশন এ প্যানেলকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বেসরকারীভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করেন। জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার নির্বাচনের (২০২৪-২০২৭) ভোট গ্রহণের তারিখ নির্ধারিত ছিল আগামী ২৫ আগস্ট।

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে রয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ কাইয়ুম, নির্বাচন কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান সাবু (সিলেট), সৈয়দ শওকত আলী (মৌলভী বাজার), মোবাশ্বির হোসেন চৌধুরী (হবিগঞ্জ) এবং প্রফেসর আমিনুল হক চুন্নু (সুনামগঞ্জ)।

সূত্র মতে, মনোনয়নপত্র যাছাই-বাছাই শেষে সকলের মনোনয়ন পত্র বৈধ ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন। ৬ আগস্ট মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে স্বতন্ত্র সভাপতি পদ প্রার্থী মনসুর চৌধুরী এবং কোষাধ্যক্ষ পদ প্রার্থী ফজলুর রহমান তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিলে নির্বাচন কমিশন মইনুল-আসাদ প্যানেলেক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ কাইয়ুমের সভাপতিত্বে নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান সাবু (সিলেট)। এসময় নির্বাচন কমিশনার সৈয়দ শওকত আলী (মৌলভী বাজার) এবং মোবাশ্বির হোসেন চৌধুরী (হবিগঞ্জ) উপস্থি ছিলেন।

নির্বাচন কমিশন সূত্র জানায়, নির্বাচন কমিশনের তফসিল অনুযায়ী মনোনয়ন পত্র গ্রহণের শেষ দিন গত ৪ আগস্ট উৎসবমুখর পরিবেশে কার্যকরি কমিটির ২৫টি পদের জন্য ২৭টি মনোনয়ন পত্র দাখিল করা হয়। সভাপতি প্রার্থী মইনুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী আতাউল গনি আসাদ এর নের্তৃত্বাধীন মইনুল-আসাদ পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে মনোনয়ন পত্র জমা দেয়। আর স্বতন্ত্র হিসেবে সভাপতি পদে মনোনয়ন পত্র জমা দেন মনসুর চৌধুরী এবং কোষাধ্যক্ষ পদে ফজলুর রহমান।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিতরা হলেন : সভাপতি মইনুল ইসলাম, সহ সভাপতি (সিলেট) শাহ মিজানুর রহমান, সহ সভাপতি (সুনামগঞ্জ) মো. মনির উদ্দিন, সহ সভাপতি (হবিগঞ্জ) মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, সহ সভাপতি (মৌলভীবাজার) মো. এ খায়ের, সাধারণ সম্পাদক আতাউল গনি আসাদ, সহ সাধারণ সম্পাদক হেলিম উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ ময়নু জামান চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল চৌধুরী উমেল, সাদিস্যিক সম্পাদক মো. শাহিনুল ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. খলিলুর রগমান, দপ্তর সম্পাদক লায়েছ আহমেদ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক কামরুল হোসেন, ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুর রহিম কাদের, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক অধ্যক্ষ শিহাব উদ্দিন আহমেদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক তাসমিয়া চৌধুরী, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জয়নাল উদ্দিন লায়েক, কার্যকরী সদস্য (সিলেট) মো. বেলাল চৌধুরী, কার্যকরী সদস্য (সিলেট) বদরুল উদ্দিন, কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ) মোহাম্মদ শাহীন কামালী, কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ) সৈয়দ এল মিয়া, কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ) জামাল হোসেন, কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ) দেওয়ান মোতাচ্ছির, কার্যকরী সদস্য (মৌলভীবাজার) মো. মাসুক মিয়া এবং কার্যকরী সদস্য (মৌলভীবাজার) মো. নাসির উদ্দিন।

নির্বাচন কমিশন সূত্র জানায়, এবারের নির্বাচনে ভোটর সংখ্যা ৩ হাজার ৪৩ জন। এর মধ্যে সাধারণ সদস্য ২ হাজার ৫৯০ জন এবং আজীবন সদস্য ৪৫৩ জন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সকল প্রার্থী ও সমর্থকদের বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞা জানান।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র নব নির্বাচিত সভাপতি মইনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আতাউল গনি আসাদ এবং কোষাধ্যক্ষ ময়নু জামান চৌধুরী সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ক্ষমতাসীনদের পদত্যাগের আহ্বান ইসলামী আন্দোলনের

ঢাকা অফিস

কোটা সংস্কারকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের চলা আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন। আন্দোলনকে ঘিরে ছাত্র-জনতার ওপর সরকারের দমন-পীড়নসহ চলমান সহিংসতা বন্ধ ও প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতা ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছে দলটি।

শনিবার দুপুরে পুরানা পল্টনের কার্যালয়ে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বিশেষ জরুরি সভায় দলটি এ আহ্বান জানায়।

জরুরি সভায় সভাপতির বক্তব্যে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেন, জনতার রুদ্ররোষ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। সরকারকে দেশের জনগণ আর একমুহূর্তও ক্ষমতায় দেখতে চায় না। প্রতিটি মুহূর্তে জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ হয়েছে।

দ্রুত সময়ের মধ্যে সরকারকে ক্ষমতা ছাড়ার আহ্বান জানিয়ে ফয়জুল করীম বলেন, গণহত্যাকারী সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে নানান নাটক করছে। সরকার যত দ্রুত ক্ষমতা ছাড়বে ততই জাতির জন্য কল্যাণকর হবে। অন্যথায় প্রতিটা মুহূর্ত দেশ ও জনগণের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবে। তিনি বলেন, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সব বাহিনী নামানো হয়েছে, থামাতে পারেনি। সব রকম নির্যাতনের পরও আন্দোলন বন্ধ করতে পারেনি। আন্দোলন বাড়ছে, আরও বাড়বে। কাজেই রক্তের নেশা পরিহার করে দেশ ও জনগণের কথা চিন্তা করে ক্ষমতা থেকে দ্রুত সরে দাঁড়ান।

এ সময় ইসলামী আন্দোলনের নেতারা সরকারের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করেন। প্রশাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন ও হত্যা বন্ধ রাখার অনুরোধ করেন। চলমান আন্দোলনের দাবি মেনে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলেন তিনি।

বিশেষ এই সভায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতারা সরকারের সীমাহীন দমন–পীড়নের সমালোচনা করেন। একই সঙ্গে বিরাজমান পরিস্থিতিতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার ও সরকারপ্রধান শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা ছাড়ার আহ্বান জানান।

বিশেষ জরুরি সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুছ আহমাদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য আলহাজ খন্দকার গোলাম মাওলা, অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার আশরাফুল আলম, সহকারী মহাসচিব শেখ ফজলে বারী মাসউদ, মাওলানা ইমতিয়াজ আলম, কে এম আতিকুর রহমান, আহমদ আবদুল কাইয়ুম প্রমুখ।

জয়তু বাংলাদেশ!

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনার কারণেই আজকের বাংলাদেশের এই চিত্র দেশবাসী আমাদের সবাইকে দেখতে হয়েছে। তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত আচরণ, বাচনভঙ্গী, বিচক্ষণতার অভাব, অপরিণাম দৃষ্টিভঙ্গী, অদূরদর্শিতা, একগুয়ে মনোভাব, পরমত অসহিষ্ণুতা এবং অহংকারই তাঁকে ঠেলে দিয়েছে এই অবধারিত নির্মম পরিণতিতে। নম্রতা তাঁর মাঝে আমরা দেখতে পাইনি। তথাকথিত আওয়ামী স্তাবক দ্বারাই সবসময় তিনি পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন। দেশের প্রকৃত চিত্র, জনগণের বার্তা তাঁর কাছে সঠিকভাবে পৌঁছায়নি। বাংলাদেশের ইতিহাসে ছাত্র-আন্দোলন কখনো ব্যর্থ হয়নি, এই বাস্তবতার প্রমাণ তিনি নিজেও প্রত্যক্ষ করেছেন।

এবারের 'বৈষম্য বিরোধী কোটা আন্দোলনের' শুরুতেই, উচিত ছিল তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একান্তে ব'সে বিষয়টার সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্য সমাধান করা। আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদেরও প্রত্যাশা ছিল তাই। কিন্তু, তাঁর পাশে অবস্থানরত কতিপয় 'আওয়ামী নেতা' নামধারীরা তাঁকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার সুযোগ দেননি বা তাঁর 'পরামর্শকরা' তাঁকে পরামর্শও দেননি। উল্টো বিষয়টাকে আদালত পর্যন্ত গড়িয়ে দিয়ে তাঁরা 'রাজনৈতিক খেলা' দেখতে চেয়েছিলেন। যার পরিণতিতে এতোগুলো মানুষকে বেঘোরে প্রাণ বিসর্জন দিতে হল! দেশের বিপুল সম্পদ, স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার ক্ষতি, ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্থবিরতা, এবং খেটে খাওয়া মানুষের অশেষ ভোগান্তি, অভূতপূর্ব অর্থ-পাচার, দুর্নীতি, দ্রব্যমুল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি, লুটপাট, সিন্ডিকেটের স্বেচ্ছাচার, ডলারের দুস্প্রাপ্যতা, বঙ্গবন্ধুর নাম যথেচ্ছ ব্যবহার করা ইত্যাদি শেখ হাসিনা সম্পর্কে মানুষকে বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তুলেছে। এমনকি আওয়ামী লীগের অন্ধ-ভক্ত ও চরম বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের মাঝে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগকে দেখতে পাননি।

সাম্প্রতিক কালে চলমান 'বৈষম্য বিরোধী কোটা আন্দোলনের' সময় কতিপয় অতি উৎসাহীদের হাতে বিটিভি ভবন, মেট্রোরেল সহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয়, সরকারী স্থাপনা এবং সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত যান, সম্পত্তি ভাংচুর ও ক্ষতিসাধন, মানুষ হত্যা, সরকারীভাবে পুলিশকে দিয়ে যে দমন-পীড়ন চালানো হয়েছে, তা জনগণ প্রত্যক্ষ করেছেন, যা সমর্থনযোগ্য নয়।

শেখ হাসিনার উদ্যোগে বাংলাদেশের যে অভূতপূর্ব অবকাঠামোগত এবং বৈষয়িক উন্নয়ন হয়েছে, দেশের মানুষের কাছে এখন তা গৌণ হয়ে গেছে! বিষয়টা 'এক গামলা দুধের মধ্যে এক ফোঁটা গো-চনার' মতই। এজন্য এ দেশের মানুষের আক্ষেপ এবং মনোবেদনা কোনদিনই তিরোহিত হবে না! শেখ হাসিনার কারণে সাধারণ মানুষ যে দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন, তার দাগ সহসা মুছে যাবে না। সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশের চিত্র এ দেশের মানুষ, ভবিষ্যতে আর দেখতে চান না। আমাদের বর্তমান তরুণ প্রজন্ম ঊনিশ শত একাত্তরের ভয়াবহতা দেখেনি। কিন্তু প্রত্যক্ষ করেছে দুই হাজার একুশের চিত্র! মানুষের দুর্দশা এবং দেশে চলমান তাবৎ অনিয়মে অতিষ্ঠ হয়েই দেশের কল্যাণে স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে নেমে এসেছে রাজপথে। জাতিকে এবং গোটা বিশ্ববাসীকে তারা তাদের 'ক্যারিশমা' দেখিয়েছে! ফলশ্রুতিতে তারা মানুষের স্বীকৃতি এবং প্রশংসায় আপ্লুত হয়েছে। 'বৈষম্য বিরোধী' এই আন্দোলনে প্রাণ বিসর্জনকারী অদম্য আবু সাঈদ সহ জীবন বিসর্জনকারী অন্যান্য সবাইকে দেশের এবং বহির্বিশ্বের মানুষ শহীদি মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে সকলের কাছে তাঁরা চিরস্মরণীয় হয়েই থাকবেন। জাতি তাঁদের বীরত্বগাঁথা কৃতজ্ঞতার এবং শ্রদ্ধার সাথেই স্মরণ করবে।

আজকের বাংলাদেশ যা আমরা এখন দেখছি, দেশবাসী সকলের অকুন্ঠ সমর্থনে এবং ঐকান্তিক সহযোগিতায় নিশ্চয় অতি শীঘ্রই তার একটি ভিন্ন চিত্র দেখতে পাবো। পিছনের যত জঞ্জাল, অপূর্ণতা ধুয়ে মুছে একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সকলেই আমরা শরীক হতে পারবো। দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, বর্ণ, ধর্ম (সংখ্যালঘু হিসেবে নয়) নির্বিশেষে সকলেই প্রশান্তি নিয়ে এগিয়ে আসবেন দেশগড়ার যজ্ঞে। সকলের প্রত্যাশা, এ সময় আমরা সকলেই চূড়ান্ত ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করবো। রাজনৈতিক বিদ্বেষ নয়। নয় কোন হানাহানি। নয় ধর্মীয় উন্মাদনা। দেশের পরিস্থিতিকে শান্তিপূর্ণ রাখতে সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করবো। দেশে স্থিতিশীল রাজনৈতিক আবহ বজায় রাখতে ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসবো। এই সোনার বাংলাদেশ আমাদের সকলের।

আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখেই দেশের চারটি মূলনীতি, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত এবং দেশের সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রেখেই এগিয়ে যাবো আমরা সকলে। বাংলাদেশের জাতির পিতা, ভাষা শহীদ, মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী তিরিশ লাখ শহীদ, চার লাখ বীরঙ্গনাদের, যুদ্ধাহত এবং সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, জাতীয় নেতাদের অবদান নির্বিবাদে স্বীকার ক'রে তাঁদের যথোপযুক্ত প্রাপ্য সম্মান দেখাতে কার্পণ্য করবো না।

সত্যি, আমাদের একটি বাংলাদেশ জাগ্রত জনতার! সারা বিশ্বের বিস্ময় আমাদের সকলের অহংকার!

এ সময় বুক উঁচিয়ে বলতে চাই, সাবাশ বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়!

জয়তু বাংলাদেশ!

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

হাসিনার দেশত্যাগের পর ‘সংযম’ দেখানোয় সেনাবাহিনীর প্রশংসা যুক্তরাষ্ট্রের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পদত্যাগ করে শেখ হাসিনা দেশত্যাগের পর সংযম দেখানোয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রশংসা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক উপায়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের আহ্বান জানিয়েছে দেশটি। হোয়াইট হাউসের এক মুখপাত্র এক বিবৃতিতে এই আহ্বান জানিয়েছেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

মাসখানেক আগে সরকারি চাকরির কোটা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে শুরু হওয়া বিক্ষোভে দমন-পীড়নে কয়েক শ লোক নিহত হওয়ার পর শেখ হাসিনার পদত্যাগের এক দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করে ছাত্র-জনতা। সেই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে গতকাল সোমবার দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা।

শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশত্যাগের পর সোমবার বিকেলে দেওয়া এক ভাষণে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ভাষণে হাসিনার পদত্যাগের বিষয়টি জানান। তিনি জানান, শিগগির একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হবে।

সোমবার হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক অধিকারকে সম্মান করার আহ্বান জানিয়ে আসছে এবং আমরা এখন আমরা অন্তর্বর্তী সরকার গঠনকে গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার আহ্বান জানাচ্ছি। আজ যে সংযম দেখিয়েছে, তার জন্য আমরা সেনাবাহিনীর প্রশংসা করি।’

হোয়াইট হাউস ও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথকভাবে বাংলাদেশের দলগুলোকে সহিংসতা থেকে বিরত থাকতে ও দ্রুত শান্তি ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক মুখপাত্র সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘আমরা অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোষণাকে স্বাগত জানাই।’

চলতি বছরের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে টানা চতুর্থবার ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। বিরোধী দলগুলো এই নির্বাচন বয়কট করেছিল। চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর মাত্র কয়েক মাসের মাথায় শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়, যা একপর্যায়ে তাঁর পতনের এক দফা দাবিতে রূপ নেয়। সে সময় মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরও জানিয়েছিল, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি। ভোটে অনিয়ম ও সহিংসতার প্রতিবেদনে ওয়াশিংটন উদ্বিগ্ন।

মার্কিন সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা চাক শুমার বাংলাদেশে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন। যেন দেশে দ্রুত গণতান্ত্রিক নির্বাচন আয়োজন করা সম্ভব হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি বলেছেন, ‘বৈধ প্রতিবাদের বিপরীতে প্রধানমন্ত্রী হাসিনার সহিংস প্রতিক্রিয়া তার অব্যাহত শাসনকে অসার করে তুলেছে। আমি সাহসী বিক্ষোভকারীদের সাধুবাদ জানাই এবং নিহতদের হত্যার বিচার দাবি করি।

বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক উত্তরণ চায় জাতিসংঘ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশে সরকারবিরোধী আন্দোলনে প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। সেইসঙ্গে দেশটিতে একটি শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও গণতান্ত্রিক উত্তরণের গুরত্বের ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানান জাতিসংঘের উপমুখপাত্র ফারহান হক।

ওই বিবৃতিতে বলা হয়, মহাসচিব বাংলাদেশে বিক্ষোভের সময় আরও প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের বিষয়ে সেনাপ্রধানের ঘোষণা এবং অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পরিকল্পনাসহ বাংলাদেশের পুরো পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। মহাসচিব সব পক্ষকে শান্ত ও সংযমের আহ্বান জানিয়েছেন এবং একটি শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও গণতান্ত্রিক উত্তরণের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন।

মহাসচিব বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের মানবাধিকারের প্রতি পূর্ণ সম্মান জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সহিংসতার সমস্ত ঘটনার একটি পূর্ণ, স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছ তদন্তের প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দিয়েছেন।

গত জানুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনে টানা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় আসেন শেখ হাসিনা। তবে কোটা সংস্কার ঘিরে জুন মাসে শুরু হওয়া ছাত্র বিক্ষোভ জুলাইয়ের শেষ ও আগস্টের শুরুর দিকে ব্যাপক সরকারবিরোধী আন্দোলন রূপ নিলে মাত্র সাত মাস পরই ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয় শেখ হাসিনা সরকার।

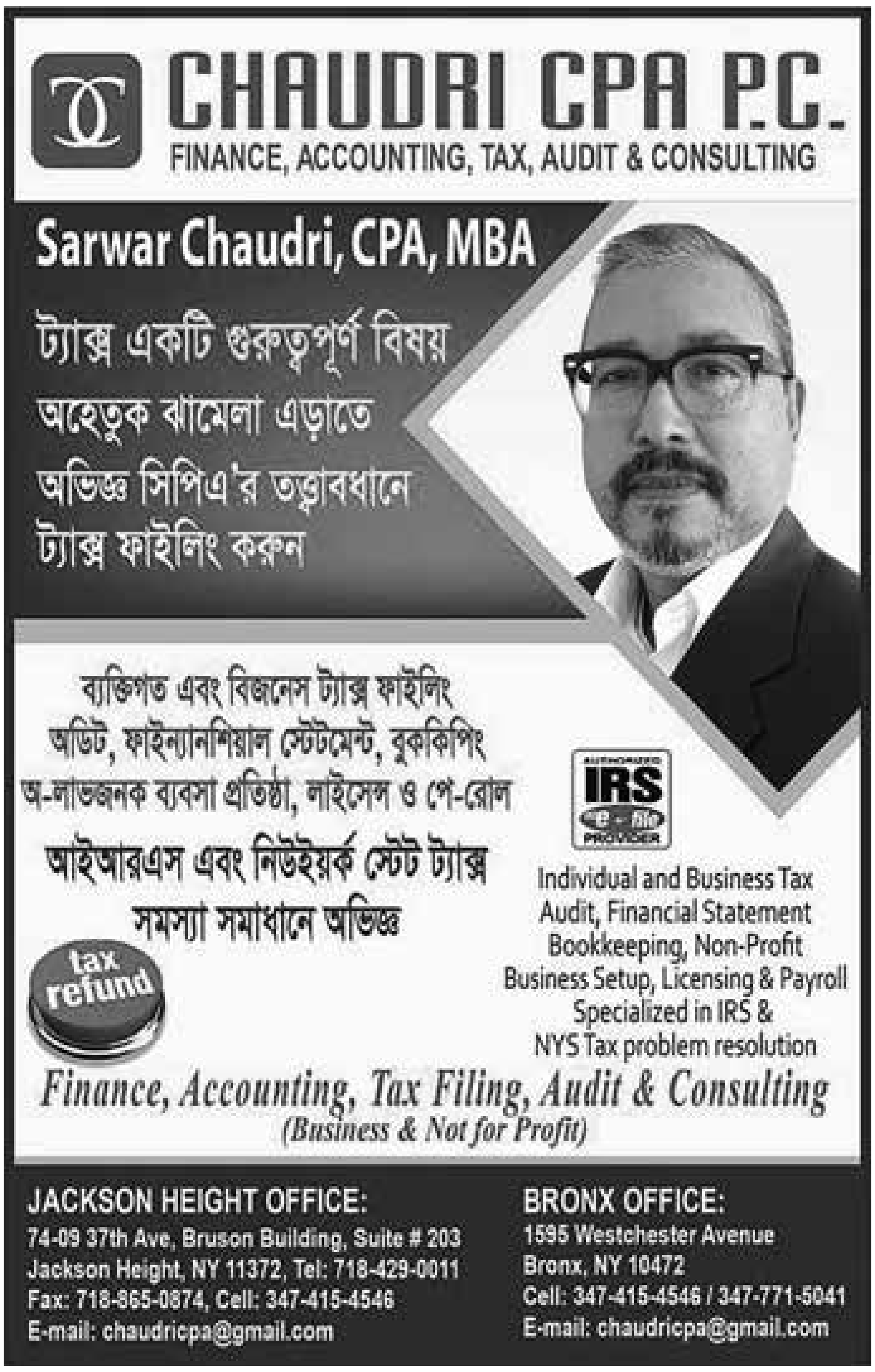

অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত আমেরিকা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ম্যাথিউ মিলার

জনগণের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যত নির্ধারণ করতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র কাজ করতে প্রস্তুত। স্থানীয় সময় বুধবার মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।

নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, 'আমরা বাংলাদেশের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছি। আমরা স্পষ্টতই অন্তর্বর্তী সরকারের নেতা হিসেবে মুহাম্মদ ইউনূসকে দেখতে পাচ্ছি।'

এদিকে মার্কিন সরকারের এক মুখপাত্র পিটিআইকে বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকার সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক নীতি, আইনের শাসন এবং বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী হতে হবে। নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্ব দিতে রাজি হয়েছেন। আমরা অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রস্তুত। কারণ এটি বাংলাদেশের জনগণের জন্য একটি গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেবে।'

গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর দেশ ছেড়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর শুরু হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া। নোবেল বিজয়ী মোহাম্মদ ইউনূস আজ বৃহস্পতিবার রাতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ নেওয়ার কথা রয়েছে।

শীর্ষ কর্মকর্তাদের পদত্যাগে বিক্ষোভ বাংলাদেশ ব্যাংকে

ঢাকা অফিস

দেশের শীর্ষ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার কোটি টাকার বেনামি ঋণসহ বিভিন্ন অনিয়মে সহায়তার দায়ে অভিযুক্তদের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা। বিক্ষোভের মুখে ডেপুটি গভর্নর-১ কাজী ছাইদুর রহমান পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আরও তিন ডেপুটি গভর্নর, হেড অফ বিএফআইইউ ও নীতি উপদেষ্টার পদত্যাগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসনিক কাজের জন্য আপাতত দায়িত্বে থাকবেন নূরুন নাহার। বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক।

জানা গেছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিক্ষুব্ধ কর্মকর্তাদের দাবি, অবিলম্বে গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারসহ সব ডেপুটি গভর্নরের পদত্যাগ ও বিচার করতে হবে। তারা যেন দেশ ছাড়তে পালাতে না পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে। নানান অনিয়মের অভিযোগে বাংলাদেশ ব্যাংকের চারজন ডেপুটি গভর্নর, একজন উপদেষ্টা ও আর্থিকখাতের গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর প্রধানের পদত্যাগের দাবি তুলেছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

জানা গেছে, কাজী ছাইদুর রহমানের কক্ষ ঘিরে রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা। বিক্ষোভের জেরে এস আলম গ্রুপের ঘনিষ্ঠ নীতি উপদেষ্টা আবু ফরাহ মো. নাছের ক্ষমা চেয়ে ব্যাংক থেকে পালিয়ে যান। বিএফআইইউ প্রধান মো. মাসুদ বিশ্বাসও অফিস ত্যাগ করেন। এরকম পরিস্থিতিতে নির্বাহী পরিচালকরা বৈঠকে বসেন।

অন্য তিন ডেপুটি গভর্নর হলেন- নূরুন নাহার, খুরশীদ আলম ও ড. মো. হাবিবুর রহমান।

এদিকে গত সোমবার শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে পালানোর পর বুধবারও গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার অফিসে আসেননি। তার দেশ ছেড়ে পালানোর গুঞ্জন শোনা গেলেও এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায়নি। পদত্যাগের দাবির বিষয়ে মেজবাউল হক বলেছেন, 'এসব পদত্যাগের দাবি সরকারের এখতিয়ারভুক্ত হওয়ায় অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হলে জরুরি ভিত্তিতে এসব দাবি সরকারের কাছে উপস্থাপন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, অযাচিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও ব্যাংক খাতে দুর্নীতি বন্ধ, এবং ব্যাংক অর্ডারসহ সব ধরনের আইন সংশোধনের দাবি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন বলে সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেন মুখপাত্র। সংবাদ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক, পরিচালকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে দেশের ব্যাংকিং খাতে লুটপাটের সহায়তা করার আভিযোগে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরসহ চার ডেপুটি গভর্নরের পদত্যাগ চেয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ৩০ তলা ভবনের নিচে জড়ো হন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কয়েক শতাধিক কর্মকর্তা। ওদিকে সাধারণ ছুটি বাতিলের পর দুই কর্মদিবস অফিস চললেও কর্মস্থলে ফেরেননি পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম। মঙ্গলবার ও বুধবার (৭ই আগস্ট) অফিস চালু থাকলেও তিনি অফিসে যাননি। তবে তিনি কোথায় আছেন, সেটা নিশ্চিত করতে পারেননি তার অফিসের কর্মকর্তারা।

অন্যদিকে বর্তমান চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম ও প্রথম সচিব (কর প্রশাসন) মো. শাহিদুজ্জামানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সুবিধাবাদী কর্মকর্তাদের বরখাস্ত এবং প্রশাসন ক্যাডার থেকে প্রেষণে না আনাসহ ৯ দফা দাবি জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মচারীরা। বুধবার এক সংবাদ বিবৃতিতে রাষ্ট্রপতির কাছে ১০তম-২০তম গ্রেডের বৈষম্যবিরোধী সব কর্মচারীরা এসব দাবি জানিয়েছেন।

শেখ হাসিনা মরে যাননি

শেষ পৃষ্ঠার পর

আমাদের আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চলছে। অনেককে হত্যা করা হয়েছে।'

'আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরোনো, গণতান্ত্রিক ও বড় দল' উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ কিন্তু মরে যায়নি। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে, আওয়ামী লীগকে শেষ করা সম্ভব নয়। আমরা বলেছিলাম আমার পরিবার আর রাজনীতি করবে না। তবে আমাদের নেতাকর্মীদের ওপর যেভাবে হামলা হচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে আমরা হাল ছেড়ে দিতে পারি না।'

'বাংলাদেশে যদি গণতন্ত্র...নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হয়, আওয়ামী লীগ ছাড়া সম্ভব না। আওয়ামী লীগ হচ্ছে সবচেয়ে বড় দল। আওয়ামী লীগ কোথাও যাবে না, আওয়ামী লীগ শেষ হয়ে যাবে না, আওয়ামী লীগকে শেষ করা সম্ভব না,' যোগ করেন তিনি।

আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনারা সাহস নিয়ে দাঁড়ান। আপনারা একা না, আমরা আছি। বঙ্গবন্ধুর পরিবার কোথাও যায়নি। দেশকে, আমাদের নেতাকর্মীদেরকে, আওয়ামী লীগকে রক্ষা করার জন্য যা করা প্রয়োজন, আমরা করতে প্রস্তুত।'

সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, 'যারা আজ ক্ষমতায় আছে তাদের আমি বলব যে, আমরাও একটি গণতান্ত্রিক, নিরাপদ, সুশৃঙ্খল, জঙ্গিবাদমুক্ত বাংলাদেশ চাই। সেজন্য আমরা সবার সাথে আলোচনা করতে প্রস্তুত, শুধু যদি তারা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস বাদ দেয়।

তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনা মরে যাননি, আমরা কোথাও যাইনি। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ছাড়া গণতন্ত্র, নির্বাচন সম্ভব না।'

তবে এর আগে শেখ হাসিনা আর রাজনীতিতে ফিরবেন না বলে জানিয়েছিলেন তার সজীব ওয়াজেদ জয়। প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সোমবার শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসকে জয় এই কথা বলেন।

সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, 'তিনি (শেখ হাসিনা) এতটাই হতাশ যে তার কঠোর পরিশ্রমের পরও কিছু লোক তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছেন।'

প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় শেখ হাসিনার অবৈতনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন সজীব ওয়াজেদ।

বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসকে তিনি আরও জানান, তার মা গতকাল (রোববার) থেকে পদত্যাগ করার কথা ভাবছিলেন। পরিবারের কথায় নিজের নিরাপত্তার বিষয়টি ভেবে তিনি দেশ ছাড়েন।

শেখ হাসিনার শাসনকালের বিষয়ে জয় বলেন, 'তিনি বাংলাদেশের অবস্থার পরিবর্তন করেছেন। তিনি যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন এটি একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল। একটি দরিদ্র দেশ হিসেবে ছিল। অথচ এখন বাংলাদেশকে এশিয়ার "রাইজিং টাইগার" হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি খুব হতাশ হয়েছেন।'

প্রতিশোধ নয়, আসুন শান্তি

শেষ পৃষ্ঠার পর

ও রোগমুক্তির জন্য দোয়া করেছেন। সেজন্য আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে আমরা ফ্যাসিবাদী অবৈধ সরকারের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছি। সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমাদের বীর সন্তানদের। যারা মরণপণ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। শত শত শহীদদের জানাই শ্রদ্ধা। এই বিজয় আমাদের নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। দীর্ঘদিনের নজিরবিহীন দুর্নীতি, গণতন্ত্রের ধ্বংস স্তূপের মধ্য থেকে আমাদের নির্মাণ করতে হবে এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। ছাত্র-তরুণরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। তরুণরা যে স্বপ্ন নিয়ে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে মেধা, যোগ্যতা ও জ্ঞানভিত্তিক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায় বিচার ও সাম্যের ভিত্তিতে নির্মাণ করতে হবে শোষণহীন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

এদিকে সমাবেশকে ঘিরে সকাল ১১টা থেকে নয়াপল্টন বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ঢাকার বিভিন্ন ওয়ার্ড ও থানা থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে হাজার হাজার নেতাকর্মীরা আসেন। বিভিন্ন জেলা থেকেও আসেন নেতাকর্মীরা। সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নয়াপল্টন এলাকায় নেতাকর্মীদের ঢল নামে। বিএনপি'র কার্যালয়ের সামনে নামে জনস্রোত।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, সাড়ে ১২ কোটি ভোটারের অধিকার কেড়ে নিয়েছিলো স্বৈরাচার। গত ১৫-১৬ বছর ধরে জনগণের উপরে স্বৈরশাসন চাপিয়ে দিয়েছিলো। স্বৈরাচার এবং গণহত্যাকারী হাসিনার পতনের মধ্যদিয়ে হাজারো শহীদের রক্ত রঞ্জিত বিপ্লবের প্রথম ধাপ সফল হয়েছে মাত্র। ছাত্র-জনতার এই রক্তঝরা বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্যে একটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। তাই বিপ্লবের লক্ষ্যে বাস্তবায়নে দ্রততম সময়ের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। স্বৈরাচার হাসিনা পতনের রক্ত রঞ্জিত বিপ্লবকে স্বার্থক ও সফল করে আসুন নাগরিক হিসেবে আমরা আরও দায়িত্বশীল আচরণ করি। বিভেদ, বিরোধ, হিংসা, প্রতিহিংসা নয়, আসুন সবাই মিলে রাষ্ট্র এবং সমাজে মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করি। প্রতিষ্ঠা করার শপথ গ্রহণ করি। নতুন প্রজন্মের জন্য একটি দুর্নীতি মুক্তি, জবাবদিহিমূলক একটি নিরাপদ এবং গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ আমরা গড়ে তোলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করি।

প্রশাসনের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, হাজারো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার গৌরবকে কালিমামুক্ত করার ষড়যন্ত্র এরই ভেতরে আবারো শুরু হয়েছে। দেশকে গণতন্ত্র উত্তরণের চলমান প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে সারা দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রশাসনের প্রতি আহ্বান, শক্ত হাতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করুন। প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। ধর্ম, বর্ণ পরিচয়ের কারণে কেউ যেন নিরাপত্তাহীনতায় না থাকে সবার আগে সেটি নিশ্চিত করতে হবে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিএনপিসহ দেশের গণতন্ত্রের পক্ষের দলগুলোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, ষড়যন্ত্রকারীদের এই নৈরাজ্যের কাছে আমরা হার মানতে পারি না। আমি এই মুহূর্তে বিএনপি'র সারা দেশের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান রেখে বলতে চাই, আপনারা, যিনি যেখানে বসবাস করেন- সেখানে আপনার বন্ধু কিংবা পাড়া-প্রতিবেশী মুসলমান, বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রিস্টান যাই হোক না কেন তার নিরাপত্তায় আপনি ঢাল হিসেবে দাঁড়িয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। আমাদের মনে রাখতে হবে, দেশের ভূখণ্ডে বসবাসকারী প্রত্যেকটি মানুষের একটি পরিচয়, সেটি হচ্ছে, আমরা বাংলাদেশি।

বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, একটি সভ্য এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পুলিশ অপরিহার্য। পুলিশ জনগণের শত্রু নয়। গণহত্যাকারী হাসিনা বিনা ভোটে ক্ষমতায় থাকার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জনগণের শত্রু হিসেবে দাঁড় করেছেন। তবে আমি বিশ্বাস করি এবং বিএনপি বিশ্বাস করে এবং দেশের গণতান্ত্রিক দলগুলো প্রত্যেকে বিশ্বাস করে পুলিশের ভেতরে একটি চক্র ছাড়া অধিকাংশ পুলিশ, কর্মকর্তা এবং সদস্য চাকরিবিধি এবং দেশের আইন-কানুন মেনেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছেন। হাসিনা পালানোর পরে বর্তমানে খুব সুকৌশলে একটি চক্র পুলিশের মনোবল ভেঙে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। পুলিশকে অকার্যকর করে দেয়া গেলে দেশকে অস্থিতিশীল করা সহজ। ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মনে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করা সহজ।

অস্থিতিশীলকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি বলেন, পুলিশ কিংবা ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর আজকে থেকে, এই মুহূর্তে থেকে হামলা কিংবা নৈরাজ্য বন্ধ করুন। কেউ বিএনপি'র নাম ব্যবহার করে কোনো অপকর্ম করতে চাইলে তাকে ধরে আইনের হাতে তুলে দিন। কোনো পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে যথা নিয়মে অভিযোগ দায়ের করুন। দেশবাসীর প্রতি আমার আহ্বান, কেউ দয়া করে নিজের হাতে আইন তুলে নিবেন না। প্রতিহিংসা, প্রতিশোধে লিপ্ত হবেন না দয়া করে। দয়া করে বিচারের ভার নিজ হাতে তুলে নিবেন না। কেবল দৃষ্টান্ত অনুসরণ নয়, নিজেই দায়িত্বশীলতা এবং মানবাধিকারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।

তারেক রহমান বলেন, অতি সমালোচনা কিংবা নৈরাজ্যের বদলে নৈরাজ্যে কোনো সমাধান হতে পারে না, বরং বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। শাসন, প্রশাসনকে সময়োপযোগী করে গড়ে তোলা এখন সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সময়ের দাবি। জ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্র, সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে নিয়োগ কিংবা পদন্নোতিতে মেধার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার থাকতে হবে। দেশকে আমদানিনির্ভর কিংবা বৈদেশিক ঋণনির্ভর থেকে আমাদের বের করে আনতে হবে এবং উৎপাদন বাড়াতে হবে। দেশে কর্মসংস্থান তৈরি করে বেকার সমস্যার সমাধানে দ্রুত চেষ্টা করতে হবে। গার্মেন্টস, শ্রম, ওষুধসহ সম্ভাবনাময় খাতগুলোকে নিয়ে রপ্তানির বাজারের আওতা আমাদের যেকোনো মূল্যে বাড়াতে হবে। প্রযুক্তিনির্ভর এবং কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে দেশে-বিদেশে শ্রমজীবী বাজারে টিকে থাকার মতো দক্ষ এবং মেধাবী প্রজন্ম গড়ে তুলতে হবে। স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আধুনিক এবং বাস্তবসম্মত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যের নীতির উপরে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। সবার জন্য সুবিচার নিশ্চিত করতে আইনের শাসন নিশ্চিত করা অবশ্যই প্রয়োজন এবং নিশ্চিত করা হবে।

তিনি বলেন, দেশে এবং বিদেশে অনেক বাংলাদেশি রয়েছে, যারা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিজ্ঞদের এমন অনেকেই সংশ্লিষ্ট হতে চান। সুতরাং এসব গুণী মানুষদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনায় ও নীতি প্রণয়নে অন্তর্ভুক্ত করতে জাতীয় সংসদে উচ্চকক্ষ চালু করার প্রস্তাব বিএনপি এরই ভেতরে রেখেছে। রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় গুণগত পরিবর্তন আনতে না পারলে আমাদের আজকের এই বিপ্লবের কাঙ্ক্ষিত ফল মিলবে না।

তারেক রহমান বলেন, পুরো বাংলাদেশটাকেই বিগত ১৫ বছর ধরে বন্দি করে ফেলা হয়েছিল। আয়নাঘর মুক্ত আজ আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। বিরোধী মতের মানুষকে আয়নাঘরে আটকে রাখা হতো। আজ উন্মুক্ত হয়েছে গণতন্ত্রের দ্বার। আজ মুক্ত স্বাধীন প্রিয় বাংলাদেশ। প্রিয় বাংলাদেশের সাহসী ছাত্র-জনতাকে বীরোচিত অভিনন্দন।

তিনি বলেন, দেশ এবং জনগণকে স্বাধীন করতে গিয়ে চোখে, মুখে এবং বুকে গুলি আলিঙ্গন করা আবু সাঈদের মতো হাজারো ছাত্রছাত্রী এবং তরুণ-তরুণদেরকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। আহত হয়েছে অসংখ্য। এর ভেতরে ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এর ভেতরে রয়েছে সাধারণ মানুষ, এর ভেতরে রয়েছেন রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা। গণতন্ত্রের বিজয়ের ইতিহাসে এই মানুষগুলো স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ছাত্র-জনতার এই বিপ্লবে দেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ সেদিন রাজপথে নেমে এসেছিল। গণতন্ত্রের পক্ষের রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি একজন মা যেমন তার সন্তানকে কোলে নিয়ে সেদিন রাজপথে শামিল হয়েছিলেন, একইভাবে শিক্ষক-সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিককর্মী, শ্রমিকসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ রাজপথে নেমে এসেছিল। '৫১, '৭১ কিংবা '৯০-এর মতো দেশের ছাত্রসমাজ বিজয়ের আরেকটি অমর ইতিহাস রচনা করেছেন। ছাত্র-জনতা ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবের মধ্যদিয়ে ২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট বাংলাদেশ দেখেছে আরেকটি বিজয়। আমি বিএনপিসহ গণতন্ত্রকামী প্রতিটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দল-মত নির্বিশেষে অভিনন্দন জানাই বাংলাদেশের বীর জনতাকে।

সভাপতির বক্তব্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ছাত্রদের আন্দোলনে আমরা সহযোগিতা করেছিলাম। এ কারণে আমাদের প্রায় ১১ হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এখন যে বিজয় অর্জন হয়েছে, সেই বিজয়কে সংহত করাই কাজ। বিএনপি'র নেতাকর্মীদের আমি আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা সবাই শান্ত থাকবেন। চক্রান্তকারীরা নতুন করে চক্রান্ত শুরু করতে পারে। চক্রান্তের মধ্যদিয়ে তারা এই বিজয়কে ছিনিয়ে নিতে পারে। সেই সুযোগ যেন আমরা তাদেরকে না দেই। যারা আজকে বিভিন্ন এলাকায়, শহরে বন্দরে ভাঙচুর ও লুটপাট করছে তারা কেউ আমাদের দলের লোক নয়। তারা এই ছাত্রদের কেউ না। তারা দুর্বৃত্ত ও দুষ্কৃতকারী এবং তাদের লোক, যারা এদেশে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চায়। সজাগ ও সাবধান থাকবেন, বার বার আমাদের বিজয়কে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা হয়েছে। সেই বিষয় যেন কেউ ছিনিয়ে নিতে না পারে। আর অনতিবিলম্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করুন এবং তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন দিতে হবে। এতে আমরা পূর্ণ সহযোগিতা করবো।

স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হচ্ছে। এই সরকারের প্রধানের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্ররা দিয়েছে। আমরা স্বাগত জানিয়েছি। আর শেখ হাসিনার দালালদের এই সরকারে রাখা যাবে না। আমাদের দাবি অন্য কোনো দেশের এবং শেখ হাসিনার দালালদের এই সরকারের গ্রহণ করা হবে না। আর এখন কিন্তু কোনো সরকার নেই। তাই শান্তি ও শৃঙ্খলা আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন, কিছু দুষ্কৃতকারী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে। এখন যারা বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদল করে তারা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে এগুলো করছে। আমি তাদের বলবো, আপনারা সাবধান হয়ে যান। আর বিএনপি'র নেতাকর্মীদের বলবো, চোখ ও কান খোলা রাখবেন। যেকোনো অপশক্তিকে প্রতিহত করবো।

বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, দেশের জনগণ মালিকানা ফিরে পেয়েছে। দেশ দ্বিতীয়বারের মতো স্বাধীন হয়েছে। জনগণ মুক্ত হয়েছে। এই স্বাধীনতা যাদের জন্য পেয়েছি তাদের সালাম জানাচ্ছি, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আর এতো বড় হত্যাকাণ্ড এদেশে এর আগে ঘটে নাই। এই রক্তের বিনিময় দিতে হবে। সেই বিনিময় হচ্ছে দেশের মানুষের সমঅধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়ে দিতে হবে। আর সজাগ থাকতে হবে ষড়যন্ত্রকারীরা যাতে এরমধ্যে ঢুকে নতুন বাংলাদেশ গড়ার চিন্তাকে নস্যাৎ করতে না পারে।

বিএনপি'র প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর সঞ্চালনায় সমাবেশে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, নজরুল ইসলাম খান, বেগম সেলিমা রহমান বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া বিএনপি এবং এর অঙ্গ-সংগঠনের সিনিয়র নেতারা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

গ্রাফিতিতে সংগ্রাম-

শেষ পৃষ্ঠার পর

কষ্ট বারবার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। অনেক স্থানে সরকারি সম্পত্তি ভাংচুর হচ্ছে, সনাতনদের বাড়িঘর ভাংচুর করছে দুর্বৃত্তরা। এগুলো নিন্দনীয় কাজ । এসব ঘৃণিত কাজ প্রতিরোধে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।'

বালাক রাসেল নামে নরসিংদীর স্থানীয় এক লেখক ও কবি বলেন, 'কারও বাড়িঘরে হামলা ঠেকাতে ইতোমধ্যে কবি, সাংবাদিক , শিক্ষকসহ সকল পেশার মানুষদের নিয়ে নরসিংদীতে সুরক্ষা টিম তৈরি করা হয়েছে। সকলেই কাজ শুরু করেছে। নতুন নেতৃত্বের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের হাতে বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাবে নতুন সম্ভাবনায় পথে এমনটাই প্রত্যাশা করছি।'

বিশ্ব গণমাধ্যম

শেষ পৃষ্ঠার পর

পদত্যাগ ঘিরে সংবাদ প্রকাশ করেছে।

৬ আগস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগ নিয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির ওয়েবসাইটে খবর প্রকাশ করা হয়। 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ' শিরোনামে ওই খবরে বলা হয়, সরকারবিরোধী বিক্ষোভে কয়েক শ মানুষ নিহত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। তাকে ও তার বোনকে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে করে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরার ওয়েবসাইটের খবর দীর্ঘ সময় শীর্ষস্থানে রাখা ছিল। 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ, দায়িত্ব নিচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার' শিরোনামের খবরে বলা হয়, কয়েক সপ্তাহের প্রাণঘাতী বিক্ষোভের পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন।

জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে দেশটির সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, 'একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হবে।'

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির শিরোনাম ছিল 'পদত্যাগ করলেন শেখ হাসিনা'। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন শেখ হাসিনা। দেশটির সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, সেনাবাহিনী একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করবে। বিক্ষোভকারীদের শান্তির পথে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

দিল্লি থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদের হিন্দন বিমানঘাঁটিতে অবতরণের পর গতকাল সন্ধ্যায় ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে দেখা করেছেন শেখ হাসিনা।

বার্তা সংস্থা এএফপির ৬ আগস্টের প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন'। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসন গতকাল শেষ হয়েছে। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা প্রাণঘাতী বিক্ষোভে দেশ থেকে পালিয়েছেন তিনি। দেশটির সেনাবাহিনী ঘোষণা করেছে, একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করবে তারা।

শেখ হাসিনার পদত্যাগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম সিএনএনের শিরোনাম ছিল, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ'। তাতে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশ বাংলাদেশে গত কয়েক সপ্তাহের সরকারবিরোধী বিক্ষোভের পর গতকাল পদত্যাগ করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

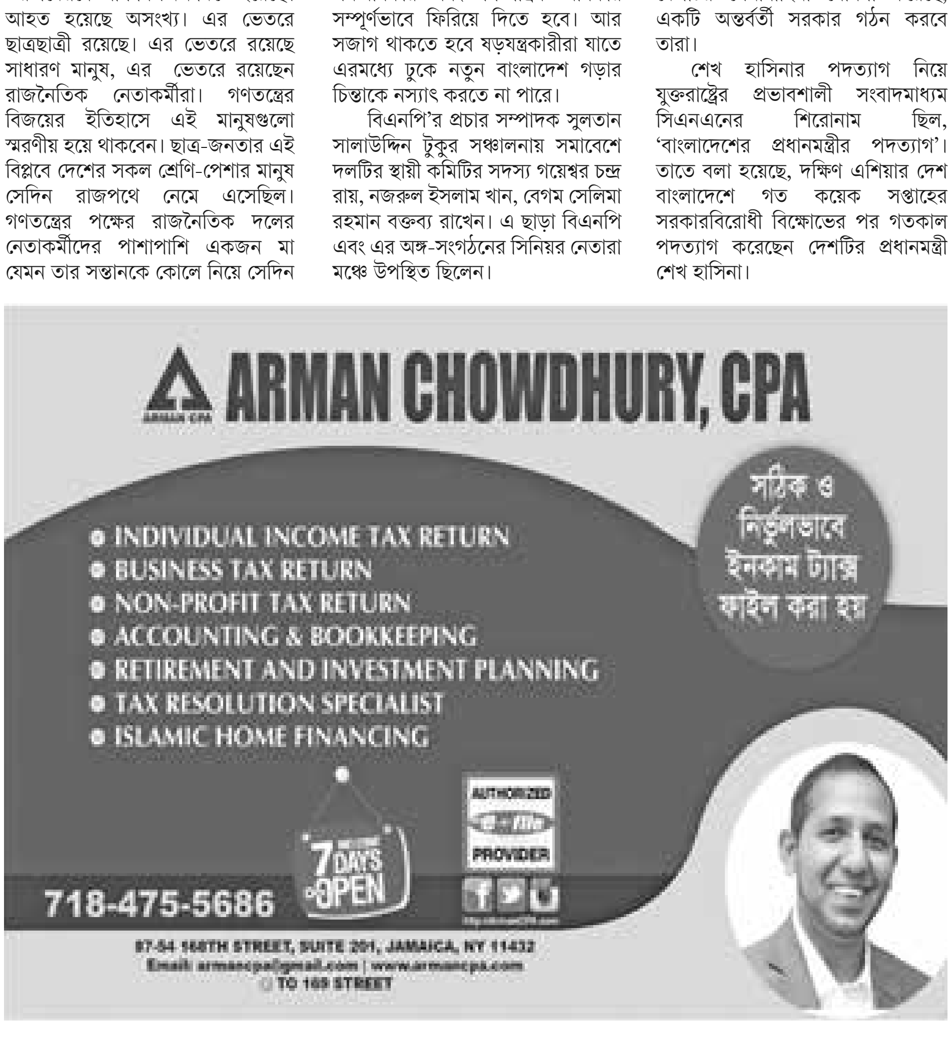

চট্টগ্রাম সমিতির তফশিল বিলম্ব হতে পারে

মেম্বারশিপ জটিলতা

উত্তর আমেরিকা অফিস

চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক (চট্টগ্রাম সমিতি) এর নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা পেছাতে পারে। গত ১৪ জুন নির্বাচন কমিশন গঠন হওয়ার পর কমিশন নির্বাচনের লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করলেও তফশিল ঘোষণার শেষ মুহুর্ত্বে এসে জটিলতায় পড়তে হয়েছে। গত রোববার, ৪ আগস্ট ব্রুকলিনস্থ নিজস্ব কার্যালয়ে নির্বাচন কমিশন সংগঠনের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করে। সভায় এক জন সদস্যের লাইফ মেম্বারশিপ নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। কিন্তু সে জটিলতা নির্বাচনের তফশিল ঘোষণাকে কিছুটা বাধাগ্রস্ত করতে পারে। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইঞ্জিনিয়ার শেখ মোহাম্মদ খালেদ। বক্তব্য রাখেন নির্বাচন কমিশনার রুহুল আমিন প্রকাশ বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ হোসেন, নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ হারুন (সেলিম), নির্বাচন কমিশনার ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আবদুল হান্নান চৌধুরী, নির্বাচন কমিশনার সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর। মতবিনিময় সভায় সংগঠনের সাবেক নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় নির্বাচন কমিশনাররা দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে তাদের কার্যক্রম তুলে ধরেন। নির্বাচন কমিশনার সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে নির্বাচন কমিশনের নানা উদ্যোগ এবং অন্তবর্তীকালীন কমিটির সঙ্গে মতবিনিময়সহ আলোচনার বিষয়গুলো অবহিত করেন। কমিশনার মোহাম্মদ হারুন (সেলিম) আসন্ন নির্বাচনের সম্ভাব্য বাজেট ও নমিনেশন ফি, নির্বাচন কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ হোসেন নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার পর অফিস সময় নিয়ে কথা বলেন। নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আবদুল হান্নান চৌধুরী, সম্ভাব্য ভোট কেন্দ্র এবং ভোটিং প্রসেস নিয়ে আলোচনা করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইঞ্জিনিয়ার শেখ মোহাম্মদ খালেদ সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

মতবিনিময় সভায় প্রার্থীদের নমিনেশিন ফি কমানো এবং নির্বাচন পরিচালনার বাজেট কমাতে অনেস্ট ব্যালেটের বিকল্প চিন্তা করারও পরামর্শ দেন। সভায় একজন সদস্যের লাইফ মেম্বার নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়।

এদিকে গত ৬ আগস্ট রাতে নির্বাচন কমিশনের এক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গত ৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত বৈঠকের সৃষ্ট পরিস্থিতি এবং নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় নির্বাচনের সম্ভাব্য তফশিল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নির্বাচনের কমিশনের সভায় সকলে একমত হয়েছে যে, গত ৪ আগস্ট মতবিনিময় সভায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে শিগগিরই যে তফশিল ঘোষণার চিন্তা করা হচ্ছিল তা পেছানোর কোন বিকল্প দেখা যাচ্ছে না। জানানো হয়েছে। আমরা আশা করছি অন্তবর্তীকালীন কমিটি জটিলতার বিষয়টি নিরসন করলেই দ্রুত নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার সব প্রস্তুতি রয়েছে। নির্বাচন কমিশনার সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর পবিত্র ওমরা পালনের জন্য আগামী ১৮ আগস্ট পর্যন্ত সৌদি অবস্থান করবেন এবং সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন সভায়। উল্লেখ্য, অন্তবর্তীকালীন কমিটি যে ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশনের হাতে দিয়েছে তাতে সাধারণ সদস্য ২৬৬৩ এবং লাইফ মেম্বার ২৩২। বিজ্ঞপ্তি

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আহবান জানালেন যুক্তরাষ্ট্র

ইমা এলিস

ম্যাথিউ মিলার

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আহবান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। স্থানীয় সময় সোমবার (৬ আগস্ট) বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর 'সংযমের' প্রশংসা করেছে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আহবান জানান যুক্তরাষ্ট্র।

হোয়াইট হাউসের এক মুখপাত্র সোমবার বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সম্মান দেখানোর আহ্বান জানিয়ে আসছে এবং আমরা গণতান্ত্রিক এবং অংশগ্রহণমূলক উপায়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করার আহ্বান জানাচ্ছি। সেনাবাহিনী আজ যে সংযম দেখিয়েছে তার জন্য আমরা তাদের প্রশংসা করি।'

হোয়াইট হাউস ও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আলাদা আলাদাভাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষ বা দলগুলোকে সহিংসতা থেকে বিরত থাকতে এবং যত দ্রুত সম্ভব শান্তি ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছে।

সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের নিয়মিত ব্রিফিং-এ দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, "যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে একটি অন্তর্বর্তী সরকারকে 'স্বাগত' জানায়। "যুক্তরাষ্ট্র অন্তর্বর্তী সরকার গঠন প্রক্রিয়াকে গণতান্ত্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার আহবান জানিয়েছে।

মিলার আরো বলেন, 'আমরা সতর্কতার সাথে (বাংলাদেশের) পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণের পাশে আছে। আমরা সব পক্ষকে আরো সহিংসতা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাই। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অনেক প্রাণ হারিয়েছে, এবং আমরা সামনের দিনগুলোতে (সবাইকে) শান্ত ও সংযম থাকার আহ্বান জানাই।... যারা প্রিয়জন হারিয়েছেন এবং যারা কষ্ট পাচ্ছেন তাদের আমরা গভীর সমবেদনা জানাই।'

যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা চাক শুমার বাংলাদেশে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন যারা দ্রুত গণতান্ত্রিক নির্বাচন করতে পারবে।

'ন্যায়সঙ্গত বিক্ষোভের প্রতি প্রধানমন্ত্রী হাসিনার সহিংস প্রতিক্রিয়ার কারণে তার ক্ষমতায় বহাল থাকাকে অসমর্থনযোগ্য করে তুলেছিল।

কোনটি সংস্কার বেশি জরুরি

আমীন আল রশীদ

সরকারি চাকরিতে কোটা ইস্যুতে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের আলোকে ৯৩ শতাংশ উন্মুক্ত রেখে বাকি ৭ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও অন্যদের জন্য সংরক্ষণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। এটি কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলা শিক্ষার্থীদের একটি বিজয়, এতে সন্দেহ নেই। যদিও অত্যন্ত ন্যায্য দাবিতে গড়ে তোলা আন্দোলনটি শেষ পর্যন্ত সহিংসতায় রূপ নিল এবং অসংখ্য মানুষের প্রাণ গেল। অনেকে এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যও রয়েছেন।

যে প্রশ্নটি সম্ভবত সবাই এড়িয়ে যাচ্ছেন বা করছেন না, সেটি হলো—১৮ কোটি লোকের দেশের চাকরির বাজারে সরকারি চাকরির অংশ কতটুকু? যদি সরকারি চাকরিতে ১ শতাংশও কোটা না থাকে, তারপরও কোটা সংস্কারের দাবিতে যাঁরা আন্দোলন করলেন, তাঁদের সবার পক্ষে সরকারি চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, সরকারি চাকরি পেতে শিক্ষিত তরুণদের এত আগ্রহ কেন?

বেসরকারি চাকরির বাজার ছোট এবং সেখানে নিশ্চয়তা নেই বলে, নাকি সরকারি চাকরি করে ঘুষ-অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে রাতারাতি ধনী হওয়া যায় বলে? যদি সরকারি চাকরিতে ঘুষ খাওয়ার সুযোগ না থাকে, কতজন শিক্ষিত তরুণ সরকারি চাকরি করতে চাইবেন? তৃতীয় প্রশ্ন, সরকারি চাকরি পেলে সারা জীবন দেশপ্রেম ও সততা বজায় রেখে চাকরি করবেন, ঘুষ খাবেন না, সেবাগ্রহীতা নাগরিকদের হাসিমুখে তাঁর কাজটি করে দেবেন, মানুষের কাছ থেকে ‘স্যার’ শব্দটি শোনার জন্য লালায়িত থাকবেন না, বেতন-ভাতা ও অন্যান্য বৈধ উপার্জনের বাইরে কায়দা-কানুন করে নানাবিধ সুবিধা গ্রহণ করবেন না—এমন প্রতিশ্রুতি কতজন দিতে রাজি আছেন? অর্থাৎ আন্দোলনে শুধু সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার নয়; বরং এর সঙ্গে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কারের দাবিটিও যদি তরুণেরা তুলতেন, সেটি দেশের জন্য মঙ্গল হতো।

কোটা সংস্কারের দাবিতে যখন এই আন্দোলন চলছিল, তখন গণমাধ্যমে দারুণভাবে আলোচিত হয় দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল সম্পদের মালিক হওয়া সরকারি কর্মচারীদের ভয়াবহ দুর্নীতির খবর। গত ১৪ জুলাই সাম্প্রতিক চীন সফর নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন, তাঁর বাসায় কাজ করতেন এমন একজন ব্যক্তিগত

সহকারীও এখন ৪০০ কোটি টাকার মালিক; হেলিকপ্টার ছাড়া চলেন না। জাহাঙ্গীর আলম নামে তাঁর ওই সাবেক কর্মচারী এই সংবাদ সম্মেলনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন।

জাহাঙ্গীর আলমের আগে গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় সবচেয়ে আলোচিত নামটি ছিল আবেদ আলী—সরকারি কর্ম কমিশনের সাবেক গাড়িচালক; বিসিএসসহ বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে যিনি সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। পুলিশ এরই মধ্যে তাঁকে এবং এই চক্রের আরও অনেককে গ্রেপ্তার করেছে।

আবেদ আলীর আগে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিপুল বিত্তবৈভব গড়ে তোলার মাধ্যমে যাঁরা সংবাদ শিরোনাম হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্য মতিউর রহমান প্রমুখ।

> রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কোন দুর্বলতার কারণে আবেদ আলীর মতো একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীও শত শত কোটি টাকার মালিক হয়ে যেতে পারেন? রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কোন ত্রুটির কারণে একজন আইজিপি, কমিশনার, ডিআইজি, এনবিআর বা কাস্টমস কর্মকর্তা শত বা হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে যেতে পারেন?

যখন এভাবে একের পর এক নাম আসছিল, তখন জনপরিসরে এ প্রশ্নটিও উঠেছিল যে এরপর কার কার নাম আসবে এবং কোন স্তর পর্যন্ত দুর্নীতিবাজদের নাম জানা যাবে? বিশেষ করে যাঁদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে সরকারি কর্মচারীরা এভাবে দুর্নীতির মাধ্যমে শত বা হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে গেলেন—তাঁদের নামগুলোও জানা যাবে কি না? যদিও এরই মধ্যে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনে সারা দেশ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠলে দুর্নীতিবাজদের খবরগুলো আড়াল হয়ে যায়।

প্রশ্ন হলো, যে দেশে গরুর মাংসের কেজি ৮০০ টাকা হয়ে গেলে মানুষের মন খারাপ হয়ে যায়; আলুর কেজি ৫০ টাকা হয়ে গেলে যে দেশের বিরাটসংখ্যক মানুষের দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়; ব্রয়লার মুরগির কেজি ২০০ টাকা হয়ে গেলে যে দেশের অসংখ্য মানুষকে আমিষ নিয়ে চিন্তিত হতে হয়—সেই দেশের সরকারি কর্মচারীরা দুর্নীতির মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা কামিয়ে ফেলেন; প্যালেস তৈরি করে ফেলেন; রাজধানী ঢাকার গুলশান-বনানী-বারিধারার মতো অভিজাত এলাকায় তিন-চার কোটি টাকা দামের ফ্ল্যাট কেনেন; স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য কোটি টাকার গাড়ি কেনেন; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও অসহায় মানুষদের জন্য লাখ লাখ টাকা অনুদান দেন—এটা কী করে সম্ভব?

রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কোন দুর্বলতার কারণে আবেদ আলীর মতো একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীও শত শত কোটি টাকার মালিক হয়ে যেতে পারেন? রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কোন ত্রুটির কারণে একজন আইজিপি, কমিশনার, ডিআইজি, এনবিআর বা কাস্টমস কর্মকর্তা শত বা হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে যেতে পারেন?

তাঁরা কী করে রাষ্ট্রের এত আইনশৃঙ্খলা ও গোয়েন্দা বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নিজের, স্ত্রীর ও সন্তানদের নামে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলেন? তাঁরা কী করে ধরা পড়ার আগেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারেন? কী করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ হওয়ার আগেই সেখান থেকে সব টাকা সরিয়ে ফেলতে পারেন? গণমাধ্যমের খবর বলছে, দুদকের অনুসন্ধান শুরুর এক দিন আগেই সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের নামে ১১৬টি অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা সরিয়ে ফেলা হয়। এটা কী করে সম্ভব? তার মানে পুরো প্রক্রিয়ায় যেসব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্ত, তাঁরাও দুর্নীতিবাজদের দ্বারা সুবিধাভোগী?

সুতরাং মূল দাবিটা হওয়া উচিত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার। বিভিন্ন সরকারের আমলে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শুদ্ধাচার চর্চায় সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে বলে শোনা গেছে। কিন্তু দিন শেষে কারা কোন মানদণ্ডে শুদ্ধাচার পুরস্কার পান, তা নিয়েও প্রশ্নের অন্ত নেই। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিক না হলে; সেখানে সংস্কার করা না হলে যে তরুণেরা কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করলেন, তাঁরাও চাকরি পেয়ে একেকজন আবেদ আলী, বেনজীর কিংবা মতিউরে পরিণত হবেন।

পরিশেষে, সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবির সঙ্গে সরকারও যেহেতু একমত ছিল এবং শিক্ষার্থী ও দেশের মানুষের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সর্বোচ্চ আদালতও একটি যৌক্তিক ও সময়োপযোগী নির্দেশনা দিয়েছেন, অতএব এখন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার জরুরি। কীভাবে এই সংস্কার করা যাবে, সেটি ভাবতে হবে। সেই ভাবনাটা শিক্ষিত তরুণদের মধ্য থেকেই আসতে পারে। তবে কাজটা করতে হবে সরকারকেই। সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলেই কেবল সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে জনবান্ধব ও দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব।

সাংবাদিক ও লেখক

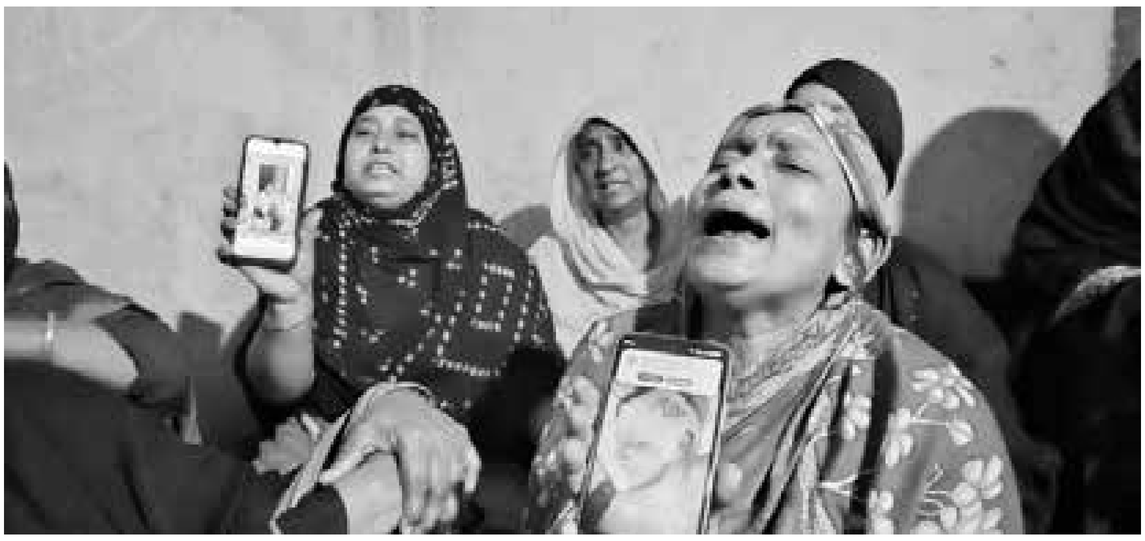

মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত এইচএসসি পরীক্ষার্থী ফয়সাল সরকারের বৃদ্ধা মা হাজেরা বেগমের আহাজারি।

আসুন, একটু কাঁদি

ফেরদৌস রহমান

ক্রন্দন, রোদন, কান্না, কাঁদা, অশ্রুবর্ষণ।

যখন যেটায় সুবিধা, লেখায় সেটাই কাজে লাগে। সরাসরি না বলে মাঝে মাঝে চোখের জল দিয়েও কাজ সারি আমরা। অথবা বলি চোখ ভিজে উঠল। বিজ্ঞান মানলে চোখ ভিজে ওঠাকে ঠিক কান্না বলার উপায় নেই। তা যে নামেই ডাকা হোক, প্রশ্ন হলো, আমরা কাঁদি কেন?

মানুষের চোখ থেকে তিনটি ভিন্ন কারণে পানি বের হয়। প্রথমটির কথা আপনি-আমি হয়তো জানিও না, আর জানলেও টের পাই না। চোখকে ভেজা রাখতে, দৃষ্টি পরিষ্কার রাখতে, ময়লা দূরে রাখতে আর অক্সিজেন সরবরাহ করতে এর প্রয়োজন হয়। প্রতিবার চোখ পিটপিট করে আমরা এই পানি চোখের প্রতি প্রান্তে ছড়িয়ে দিই।

দ্বিতীয় ধরনটা অবশ্য পরিচিত। চোখে কিছু পড়লে, পেঁয়াজ কাটতে গেলে চোখকে রক্ষা করতে ছুটে আসে এই পানি।

কিন্তু কান্না, ক্রন্দন বা চোখের জল বলতে আমরা যা বুঝি সেটা প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় ধরনের–আবেগীয়। যুক্তি দিয়ে যখন আবেগকে আটকে রাখা যায় না, শারীরিক বা মানসিক ব্যথায় যখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জল ফেলি, সেটাকেই আমরা আসলে কান্না বলি।

সংজ্ঞাতেই বলে দেওয়া হলো, আমরা কেন কাঁদি। আমরা ব্যথা পেলে কাঁদি, দুঃখ পেলে কাঁদি, হতাশায় কাঁদি, এ দুইয়ের মিশেলে কাঁদি, ক্ষোভে কাঁদি, কাঁদি রাগে, নিজের অক্ষমতায়। প্রিয়জন হারানোর দুঃখে চোখের জল ফেলি, কাউকে প্রিয় করতে না পারার ব্যর্থতাতেও। এর বাইরে আরও কত কারণেই তো কান্না করি।

রংপুরে কোটা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীর মৃত্যুরংপুরে কোটা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীর মৃত্যু

মনে আছে, ছোটবেলায় বাড়িতে কোনো এক আয়োজন ছিল। খুব কাজ করি এমন ভাব দেখাতে কেটে রাখা পেঁয়াজ আলাদা করার গুরু দায়িত্ব নিয়েছিলাম। কিন্তু খাওয়ার সময় দেখি এত এত পেঁয়াজ ঘাটায় হাতে এমন বিধঘুটে গন্ধ লেগে আছে যে হাত মুখের কাছে নেওয়া যাচ্ছে না। সে গন্ধে নাকি দারুণ সব রান্না চোখের সামনে পেয়েও খেতে না পারার দুঃখে, তা মনে নেই–কিন্তু বেশ কেঁদেছিলাম সেবার।

দৌড়ঝাঁপ দিয়ে হাত-পা ছিলে ফেলার ব্যথায় না কাঁদলেও অমন কিছু করার শাস্তিস্বরূপ মারধরে কেঁদেছি। নিজেদের পোষা প্রথম মুরগির বাচ্চা চুরি হওয়ার দুঃখে কান্না করেছি। পারিবারিক সিদ্ধান্তে কেঁদেছি, নিজের সিদ্ধান্ত জোর করে মেনে নেওয়ার জন্যও চোখের পানির ব্যবহার করিনি, তা নয়। ভার্সিটির বেলায় পছন্দের বিভাগে ভর্তি হতে না পেরে কান্নার মতো হাস্যকর কাজও করেছি। নিজের অভিজ্ঞতা না থাকলেও তীব্র আনন্দে কাঁদতে দেখেছি। স্বজন হারানোর তীব্র ব্যথা হালকা করতেও চোখের গ্ল্যান্ড ব্যবহার করেছি। গত কয়েকদিন তীব্র অসহায়ত্বে ঠিক কান্না না করলেও চোখ ভিজে উঠেছে।

কিন্তু সবই তো নিজের কথা বললাম। অন্যরা কেন কাঁদেন?

সবার কথা বলতে পারি না। শুধু এক মায়ের কথা জানি, যিনি ‘চাকরি না পেলে নাই, ছেলেটা মরল কেন’ ভেবে কাঁদছেন। ঘরের ছাদে খেলতে থাকা ছয় বছরের মেয়ের শরীরে লাগা বুলেটের কথা তুলে হাহাকার করছেন এক বাবা। ঘরের যে জানালায় দাঁড়ানোর দায়ে চার বছরের ছেলেটা অন্য ভুবনে চলে গেল, সে জানালাটা দেখিয়ে কাঁদছেন আরেক বাবা।

গুলিবিদ্ধ এক কিশোরকে হাসপাতালে নিতে রিকশায় তুলে নিজের ছেলের দেহ চিনতে পারা বাবাও কাঁদছেন। অন্যদের পানি খাওয়াতে গিয়ে বুলেটবিদ্ধ জমজ ভাইয়ের কথা বলতে গিয়ে গলায় দলা পাকিয়ে আসছে কারও। বন্ধুর পায়ে গুলি লেগেছে বলে বেরিয়ে আর না ফেরা ছেলেটার জন্য কাঁদছে তার পুরো পরিবার। তলপেটে গুলি লাগা দাদির জন্য খুব বেশি কাঁদার মনে হয় ফুরসৎ মেলেনি, ওই বুলেট যে এর আগে নাতির শরীর ভেদ করে এসেছিল।

মৃত্যুর পর যেন মনে রাখে সবাই–এমন জীবন গড়তে চাওয়া ছেলেটা ১৮ পেরোনোর আগেই সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেল। ফুটবল কিনে না দেওয়ার অপ্রাপ্তিতে বাবাকে আজীবন আটকে রেখে গেল ১২ বছরের এক কিশোর। ছেলের জন্য পাত্রী দেখে এসে ছেলের শেষ গোসলের কথা শোনার মুহূর্ত জানাতে গিয়েও কাঁদছিলেন এক বাবা।

কাঁদছেন আরও অনেকেই, কেউ স্বজন হারিয়ে, কেউবা স্বজন হারানোর ভয়ে। হাসপাতালে প্রতি মুহূর্তে ভয়ঙ্কর কোনো খবরের শঙ্কায়ও চোখ ভিজছে অনেকের। কোনোদিন গায়ে হাত না তোলা ছেলের গায়ে বুলেটের দাগের কথা বলে কাঁদছেন এক মা। সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হতাশায়ও চোখ মুছেছেন কেউ।

এক একটা কান্না একেক রকম। কারণে পার্থক্য আছে, প্রকাশে তফাত আছে, কিন্তু গুরুত্বে?

ইনহেরিটেন্স বইয়ে ক্রিস্টোফার পাওলিনি বলেছেন, ‘ক্ষুদ্রতম শালিকের চিন্তাও একসময় গুরুত্বে রাজার দুশ্চিন্তার সমান হয়ে যায়।’ সমাজের নানা স্তরের মানুষ আমরা, নানা কারণে কাঁদি। তা আপনার কাছে যৌক্তিক মনে না হতে পারে, আরেকজনের কাছে হয়তো হাস্যকর লাগতে পারে, সে কান্নার পেছনের আবেগকে উপেক্ষাও করতে পারেন, কিন্তু অসম্মান করার অধিকার হয়তো কারওরই নেই।

নতুন ভোর কি আসবে

মাসুদ রানা

পেশাগত কাজের কারণে এখন আর সেভাবে কোনো ধরনের রাজনৈতিক প্রোগ্রামে যাওয়া হয় না। আড্ডাটাও আর আগের মতো দেওয়া হয় না প্রিয়জনদের সঙ্গে। কোটা সংস্কার আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখনো আমাকে মিডিয়া আর ফেসবুকের মধ্য থেকে এই আন্দোলনের খবর নিতে হয়েছে। এরপরও ৩ আগস্ট শনিবার (আমার অফিসের ছুটির দিন ছিল) শিক্ষার্থীদের ডাকা সমাবেশে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। এই প্রথম অনেক দিন পর কোনো রাজনৈতিক সমাবেশে আমার যাওয়ার অভিজ্ঞতা। সেদিনই কোটা সংস্কার আন্দোলনের নেতারা এক দফা দাবি পেশ করেন। এক দফা দাবি ছিল শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে। সেদিন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে লাখের কাছাকাছি শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তরুণ-তরুণী, শিক্ষার্থীসহ নানা বয়সের এবং নানা সামাজিক অবস্থানের শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত হয়েছিল। আমি লক্ষ করেছি, সরকারের আর কোনোভাবেই ক্ষমতায় থাকার সুযোগ নেই। মানুষের মুখের ভাষাই বলে দিচ্ছে তারা আর শেখ হাসিনাকে চায় না। জনরোষ কাকে বলে, সেটাই সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম।

৩ আগস্ট আমার কাছে স্পষ্ট হয় সরকারের পতন মাত্র কয়েক দিনের বাকি। আমি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমার মন বলেছিল শেখ হাসিনা কোনোভাবেই আর ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। কারণ সরকার ১৫ বছরে রাজনীতির শিষ্টাচার চরমভাবে লঙ্ঘন করেছে। বিরোধী মত বলতে কিছু ছিল না। মানুষ মুক্তভাবে কথা বলতে পারেনি। ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টসহ নানা ধরনের দমন আইন করে মানুষের মুখ বন্ধ করা হয়েছিল। এরপর সীমাহীন লুটপাট এবং দুর্নীতি করে দেদার টাকা পাচার করা হয়েছে। এ ধরনের টাকা পাচার স্বাধীনতার পরে আর কোনো সময়ে করা হয়নি। খেলাপি ঋণের কারণে ব্যাংক খাত দেউলিয়া হয়েছে। আর ধারাবাহিকভাবে উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং ডলার-সংকটের কারণে দেশের অর্থনীতি চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে আছে। পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির কারণে সাধারণ মানুষের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে। সবকিছু মিলিয়ে সাধারণ জনগণের মন থেকে সরকার একধরনের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সরকারসহ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি সাধারণ জনগণের আস্থা যে চলে গেছে, সেটা কোনোভাবেই উপলব্ধি করতে পারেননি।

এসবের মধ্যে দেশের কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট জনগণের দুর্দশা উপলব্ধি করে কর্মসূচি হাজির করে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। প্রধান বিরোধী দলও জনগণের দাবি নিয়ে সেভাবে জোরালো কর্মসূচি দেয়নি। এভাবে দেশে একটা নীরবতার রাজনৈতিক সংস্কৃতি দীর্ঘদিন ধরে চলছে। মানুষ বিক্ষুব্ধ ছিল, কিন্তু কেউ কোনো আশার আলো দেখাতে পারেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীরা কোটা সংস্কার আন্দোলনের ডাক দেন। প্রথম থেকেই এই আন্দোলন শুধু শিক্ষার্থীদেরই আন্দোলন ছিল। একসময় সরকারের কার্যকর ভূমিকার অভাবে আন্দোলনটি ভিন্ন মাত্রা পায়। শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ ও ছাত্রলীগের আক্রমণের কারণে সাধারণ জনগণ তাঁদের পক্ষে অবস্থান নেয়। একসময় আন্দোলনটি ছাত্র-জনতা বনাম সরকারবিরোধী অবস্থানে চলে যায়। অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তি শিক্ষার্থীদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে।

এক দফা আন্দোলন ঘোষণার পরের দিন ৪ আগস্ট আবারও সারা দেশের পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায়। শেখ হাসিনার আলোচনার প্রস্তাব আন্দোলনকারী নেতারা বাতিল করে দেন। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনকারী নেতৃত্ব ৫ আগস্ট ‘মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

এই কর্মসূচিই নির্ধারণ করে দেয় আন্দোলনে জয়-পরাজয় কোন জায়গায় পৌঁছাবে। দুই পক্ষই জয়ী হওয়ার মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। অবশেষে শেখ হাসিনা পিছু হটে পদত্যাগ করে দেশত্যাগ করেন।

শেখ হাসিনার পতনের পরই সারা দেশের মানুষ বাঁধভাঙা আনন্দের জোয়ারে ভাসতে থাকে। দীর্ঘদিন পর মানুষ যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার সুযোগ পেল। আনন্দ-উৎসবে সারা দেশের মানুষ মেতে উঠেছিল। এ রকম অবস্থায় পুলিশ প্রশাসন বলতে দেশে কিছু ছিল না।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কারণে দেশে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের প্রায় ১৬ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। কেউ কেউ এটাকে লাল বসন্ত, কেউ দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা পাওয়ার কথা বলছেন। কিন্তু এ ধরনের পরিবর্তনের পরে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে; যা আমাদের জাতি পরিচয়ের ওপর কালিমা লেপন করেছে। যেমন—গণভবন ও জাতীয় সংসদে ঢুকে দেদার জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গেছে। লুটের ঘটনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হলেও এর সঙ্গে যে কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠী যুক্ত না, তা নিশ্চিত করে বলার সুযোগ নেই। মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিজয়ের পরে এ ধরনের ঘটনা কতটুকু যৌক্তিক? প্রশ্ন হলো, ‘নির্মাণ’ কি ধ্বংস দিয়ে গঠন করা যায়? আমাদের লোভী ও সুবিধাবাদী চরিত্র এ ঘটনায় উন্মোচিত হয়েছে।

কথা হলো, দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরও আমরা আসলে নিজেদের চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তুলতে পারিনি। বিভিন্ন সময় শাসনক্ষমতায় থাকা রাজনীতিবিদদের পথ অনুসরণ করে সাধারণ জনগণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ দখলের উৎসবে মেতে উঠলেন। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাঁরাও লুণ্ঠনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। কীভাবে এটা সম্ভব? শিক্ষার্থীদের আন্দোলন কি তবে সফলতা পাবে না? তাহলে তরুণদের নতুন বাংলাদেশ গঠনের আহ্বান কি বিফল হবে?

এসব প্রশ্নের উত্তর আপাতত দেওয়া সম্ভব নয়। যদিও কিছু কিছু জায়গায় শিক্ষার্থীদের নিজ উদ্যোগে ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে। গণভবনের জিনিসপত্র মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা এবং তাঁরা বলছেন, এসব হলো রাষ্ট্রের সম্পদ। এসব হলো আশাবাদের জায়গা। কিন্তু যাঁদের আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশে একটা নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে গেছে, সেই আন্দোলনের ফলাফল যাতে হাতছাড়া হয়ে না যায়, সে দিকেই আমাদের সবার নজর থাকা সময়ের দাবি।

আমূল সামাজিক পরিবর্তনের জন্য কী প্রয়োজন

অধ্যাপক ডা. সানজিদা শাহরিয়া

সামাজিক পরিবর্তনের ওপর রোমান কার্জনারিকের বই ‘হিস্ট্রি ফর টুমরো: ইন্সপিরেশন ফ্রম দ্য পাস্ট ফর দ্য ফিউচার অব হিউম্যানিটি’ বইটিতে রোমান কার্জনারিক তুলে ধরেছেন কীভাবে অতীত আমাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতিতে সাহায্য করতে পারে। সহজ কথায়, এই বই বলে আমরা কে এবং আমরা কী হতে পারি।

বৈশ্বিক চালচিত্রে একদিকে যুদ্ধ ও মুদ্রাস্ফীতি, অন্যদিকে জলবায়ুসংকটসহ নানাবিধ সংকটে পৃথিবী। ফলে আজ জনজীবন, প্রকৃতি এবং সময়ের সঙ্গে পৃথিবীর মৌলিক সম্পর্ক ব্যাপকভাবে বিধ্বস্ত। সহজ ভাষায় বর্তমান পৃথিবী তার অস্তিত্বের সংকটে ধুঁকছে। আশার বিষয় হলো, বিভিন্ন ইতিহাসবিদ ও দার্শনিকের মতে, সংকটের মাধ্যমেই পরিবর্তন আসে, যেই পরিবর্তন সমাজকে বদলানোর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আমূল সামাজিক পরিবর্তনের জন্য ঠিক কত বড় সংকটের প্রয়োজন? অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দার্শনিক রোমান কার্জনারিক তাঁর বইটিতে এ প্রসঙ্গেই আলোকপাত করেছেন।

এক সাক্ষাৎকারে কার্জনারিককে প্রশ্ন করা হয়, ‘কিসের মাধ্যমে পরিবর্তন আসে?’

প্রত্যুত্তরে নানা বিষয়কে সম্পৃক্ত করে তিনি বলেন, ‘পৃথিবীর বিভিন্ন রকমের সংকট; যেমন—বন্যা, খরা ও অনেক ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং এসবের ব্যাপারে সরকারের কোনো রকম মাথাব্যথা না দেখতে পেয়ে আমি সত্যি অনেক বেশি হতাশ হয়েছিলাম। সরকার এসব ক্ষেত্রে দ্রুত কোনো পদক্ষেপ নেয় না, তারা বরং ধীরগতির পরিবর্তন নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত যে পৃথিবীতে সংকটগুলো খুব দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। তো, হতাশা থেকেই আমি ইতিহাস ঘাঁটতে শুরু করলাম। জানতে চাইছিলাম যে আসলে কোন পরিস্থিতিতে সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছিল। খুঁজে পেলাম যুদ্ধ বা মহামারির মতো ঘটনাগুলো—যখন কিনা সরকার খুব দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছিল—সেসব বিষয়ে আমরা জানি। কিন্তু আসলে শুধুই সংকটের মাধ্যমে পরিবর্তন আসে না, এ জন্য আরও কিছু বিষয়ের প্রয়োজন; আমি আসলে সেগুলো অনুসন্ধানের চেষ্টাই করেছি।’

২০ জুন ২০২৪-এ প্রকাশিত ‘দ্য ডিসরাপশন অব নেক্সাস’ নামের প্রবন্ধে রোমান কার্জনারিক বলেন, ‘ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে এ ধরনের বড় পরিবর্তন তখনই হয়, যখন তিনটি জিনিস একত্রে কাজ করে, ঠিক একটা ত্রিভুজের তিনটি কোনার মতো। এক কোনায় থাকবে কোনো একটা সংকট; যেমন অর্থনৈতিক সংকট বা জলবায়ুর পরিবর্তন। দ্বিতীয় যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হলো, আন্দোলন। মানুষ রাস্তায় নেমে

আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে পরিবর্তন আনতে বাধ্য করবে। আর তৃতীয় যা দরকার তা হলো, শক্তিশালী ও স্বপ্নদর্শী চিন্তা-ধারণা, যা পরিবর্তনকে অনুপ্রাণিত করবে।’

তাঁর মতে, যখন ওপরের তিনটি গুণক একত্র হয়, তখনই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়; যেমনটি ১৯৮৯-এ বার্লিন ওয়ালের পতনের সময় হয়েছিল। ওই সময় এ তিনটি বিষয় একত্রে কাজ করেছিল। প্রথমত, ১৯৮৯-এর গ্রীষ্মে একটি রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল। পূর্ব জার্মানের নেতৃত্বে তখন বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। মূলত ক্ষমতা নিয়ে অন্তর্বর্তী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সোভিয়েত প্রধান মিখাইল গর্বাচেভের প্রবর্তন করা সংশোধনী নিয়ে বিতর্ক এর প্রধান কারণ ছিল। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার নিয়ে বিভিন্ন চিন্তা-ধারা চলছিল, যেমন অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের বাসনা, চলাফেরার স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা ইত্যাদি। সবশেষে, তৃতীয় গুণক আন্দোলন।

> ইতিহাসবিদ হোয়ারড যিনি খুব সুন্দর করে বলেছেন, ‘আমাদের সময়ের গুরুতর সমস্যাগুলো ধীরেসুস্থে সমাধানের জন্য ফেলে রাখা ঠিক হবে না। বর্তমান সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করতে হবে এবং ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি যে এ ক্ষেত্রে আন্দোলন অনেকাংশেই কাজ করে।’

১৯৮৯-এর অক্টোবরে জার্মানের লিপজিগে ১ লাখ মানুষ রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছিল। তারপর নভেম্বরের ৯ তারিখে প্রতিবাদের জেরে বার্লিন ওয়ালের পতন ঘটেছিল। আন্দোলন আসলে বেশ কিছু বছর ধরেই চলছিল। কিন্তু সংকট ও চিন্তা-ধারণা ছাড়া শুধু আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবর্তন সম্ভব হতো না বা হলেও অনেক দীর্ঘ সময়ের দরকার হতো। এভাবেই আসলে যোগসূত্র তৈরি হয়।

আমাদের নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে স্কুলের নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে জহির রায়হানের একটা লেখার অংশ ছিল—একজন বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ছাত্র যিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তিনি কেন যুদ্ধ করছেন। উত্তর এসেছিল, সময়ের প্রয়োজনে। শব্দটি অনুধাবনের জন্য খুব গভীর। অনুরণন আরও তীব্র।

রোমান কার্জনারিককে প্রশ্ন করা হয়, ‘আমাদের এখানে সমস্যাটা কোথায় বলে আপনি মনে করেন? এখানে কি চিন্তাধারা বা আন্দোলন পরিবর্তন আনার জন্য যথেষ্ট বড় নয়?’

কার্জনারিক বলেন, ‘মাঝেমধ্যে সেগুলো পরিমাণে বেশি হওয়া দরকার। মানে, আপনি যদি ষাটের দশকের ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা চিন্তা করেন, সেখানে কিন্তু ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিপক্ষেও অনেক প্রতিবাদ হয়েছিল। সেগুলো মানুষের মতামত পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট হলেও সিস্টেম পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। সিস্টেম অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল এবং তা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষেই ছিল।... আমাদের এখানেও এ রকম বেশ কিছু আন্দোলনের দরকার রয়েছে। আমি জানি, অনেকেই এ রকম আন্দোলনের ফলে রাস্তা বন্ধ থাকাকে বিড়ম্বনার মনে করেন। কিন্তু আমি নিজেও আমার মেয়েকে নিয়ে লন্ডনের হাউস অব পার্লামেন্টের সামনে শুয়ে পড়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি। অনেকেই বিরক্ত হয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় হর্ন বাজায়। যদিও আমি আমার বেশির ভাগ সময় লাইব্রেরিতে বসে বই লিখে কাটাতে পছন্দ করি; কিন্তু আমার মনে হয় একজন ভালো পূর্বপুরুষ হওয়ার জন্য এ ধরনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাটা খুবই জরুরি।’

মানবসভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই আন্দোলনের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে। আমরা যদি আরেকটু বেশি গভীরে ঢুকি, সম্মিলিত মানুষের সংহতি থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রবেশ করি, দেখব ভ্রূণতত্ত্বেও ভ্রূণকে মাতৃ জঠরে যথেষ্ট পরিশ্রমের সঙ্গে নিজের অবস্থান তৈরি করতে হয়। যদি যমজ থাকে তাহলে তো কথাই নেই। মানবকুল এবং পশুর সমাজে মাতৃগর্ভে যমজ বা একাধিক সন্তানের পারস্পরিক পুষ্টির জন্য দেহকোষ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আন্দোলনের কথা গবেষণানির্ভর উপাত্তভিত্তিক তথ্য দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই আন্দোলন ও পরিবর্তন ভালো এবং খারাপ দুটোই হতে পারে!

ইতিহাসবিদ হোয়ারড যিন খুব সুন্দর করে বলেছেন, ‘আমাদের সময়ের গুরুতর সমস্যাগুলো ধীরেসুস্থে সমাধানের জন্য ফেলে রাখা ঠিক হবে না। বর্তমান সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করতে হবে এবং ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি যে এ ক্ষেত্রে আন্দোলন অনেকাংশেই কাজ করে।’

বর্তমানে আবার আমরা একটি সময়ের প্রয়োজনে কঠিন অবস্থায় দাঁড়িয়েছি। আমাদের সন্তানদের নিরাপত্তা আমাদের প্রয়োজন। আমাদের সন্তানের চোখে যে উচ্চশিক্ষার কাজল আমরা আঁকি, সেটা যেন মোহের অঞ্জন না হয়। আমাদের সন্তানদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। আমাদের সন্তানেরা যেন নিজ ভূমিতে নিরাপদে থাকে।

লেখক: অধ্যাপক ডা. সানজিদা শাহরিয়া
চিকিৎসক, কাউন্সেলর, সাইকোথেরাপি প্র্যাকটিশনার, ফিনিক্স ওয়েলনেস সেন্টার, বাংলাদেশ

৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ও শেখ হাসিনার দেশ ছেড়ে পলায়নের পর বাংলাদেশ জুড়ে শুরু হয় ছাত্র-জনতার বিজোল্লাস। অন্যদিকে মানুষের ক্ষোভের আগুনে পোড়ে সরকারি-বেসরকারি নানা স্থাপনা। পাশাপাশি আওয়ামী লীগ নেতাদের বাসা বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগসহ লুটপাট চলে দেশব্যাপী। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় সংসদের সামনে ছাত্র-জনতার বিজোল্লাস।

বিজয়ে আনন্দাশ্রু

‘লংমার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচীতে ছাত্র-জনতা।

রাজধানী ঢাকার বিজয়স্মরণী চত্বরে জনতার বাঁধভাঙা জোয়ার

গণভবনে গণগোসল

খুলনায় মানুষের বিজয় উদ্‌যাপন

যশোরে সাবেক সংসদ সদস্য শাহীন চাকলাদারের মালিকানাধীন পাঁচ তারকা হোটেল জাবির ইন্টারন্যাশনালে অগ্নিসংযোগে ২৪ জন নিহত হন

আগুনে পুড়ছে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরসহ আশপাশের বাড়িগুলো।

ময়মনসিংহে সাবেক সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আবেদীনের বাসভবনে আগুন

মঙ্গলবার বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় নয়াপল্টনে নেতাকর্মীদের ভিড়

গুলিস্তানে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে ভস্মীভূত আওয়ামী লীগের অফিস

বিজয় স্মরণিতে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভেঙ্গে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

সিলেট কোতোয়ালি মডেল থানায় আগুনে পুড়ছে পুলিশের গাড়ি।

মৃত্যুর বিভীষিকা

সুশান্ত হালদার

নিজেকে দেখে এখন আর চেনা যায় না
সেই খরতপ্তরৌদ্রধারী
যার কপালে রক্ততিলক চিহ্ন আঁকা
পায়ে যার গর্জনরত সমুদ্রগামী সন্ধ্যাবেলা
লাল অথচ নীলাভ সেই আলোকচ্ছটা

দুর্যোগে বা মহাপ্লাবনে
সৃজনে অথবা কর্ষণে
মৃত্যুর যে বিভীষিকা এখানে এনে দিয়েছে
ক্ষত চিহ্নের মতো অসংখ্য খানাখন্দের সম্ভাবনা
তাকে পাশ কাটিয়ে
কি করে বলি -
প্লেগের জীবানু আমাকেও ঘিরে ধরবে না?

নিজেকে দেখে এখন আর চেনা যায় না
হাতের আঙ্গুলে বারুদদগ্ধ অগ্নিশিখা
চোখেমুখে আগুনপোড়া লঙ্কার ভয়াবহতা
কি করে বলি
এতকিছু ছাপিয়েও
আগুনসন্ত্রাসে পুড়ে যাবে আমার যৌবনবতী বাংলা?

পানি দাও

বদরুজ্জামান আলমগীর

একজন ছেঁড়া, ছিন্নভিন্ন মৃত আন্দোলনকারী
হাসপাতালের বিছানায় দুমড়েমুচড়ে পড়ে আছে।
এরকম আগে আর ঘটেনি, আজ ঘটলো-
লাশ হয়ে যাবার পরও একুশ বছরের
বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলেটি ভয় পাচ্ছিল-
তাকে আবার পেটানো হবে কী-না সেই ভয়।

একবার একটি পুলিশ, আরেকবার সরকারি দলের
এক ক্যাডার তাকে ডিঙিয়ে চলে গেল
কর্তব্যরত ডাক্তারের দিকে, ডেস্কের পাশে।
ডাক্তারের হাত থেকে সরকারি দলের ক্যাডার
ছোঁ মেরে ওর ডেথ সার্টিফিকেটটা ছিনিয়ে নেয়।

ডেথ সার্টিফিকেট ছিনিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে
হাসপাতালের ফ্লোরে পড়ে থাকা মৃতদেহ পাশ ফেরে
বলে, আরে তাহলে আমি তো মরিনি,
আক্রমণের ভিতরে জগ হাতে মাহফুজ মুগ্ধও তো মরে নাই-
এখনও সে বলে যাচ্ছে- পানি লাগবে, পানি?
বেশ, পা চালাও ভাই- কাজটা তাহলে শেষ করেই মরি

বড় পানির তিয়াস- এক মগ পানি দাও, পানি!

মানবিকতাময় পাশবিক জীবন

শেখর ভট্টাচার্য

ভেতর থেকে টোকা দিয়ে জীবন বলে "ছুটি চাই, ছুটি চাই"
ক্লান্ত দেহ মাটির ঢিবিতে ফেলে জনারন্য ছেড়ে,
"পালাতে চাই",
অরণ্যে মিশে যেতে চাই বুনো ফুল, পাখি আর
পশুদের মাঝে।
কসাইখানায় ঝুলানো ছিন্ন পশুর শরীরের মতো
কচি দেহ ঝুলে আছে ল্যাম্প পোস্টের মাথায়।
রাস্তার মধ্যিখানে মৃত্যুঞ্জয়ীর মতো অনেকেই
হাত উঁচু করে শুয়ে আছে। বাতাসে কুশ্রী গ্র্যানেড আর
ছররা গুলির শব্দ
সবুজ জীবন যেন তপ্ত কড়াই, শীতল জলের স্পর্শে
জ্বলে ওঠে শ্লোগানের মতো
জীবনে জীবন এলে জীবন আবার আসতে পারে দেহে,
না হলে পশুদের ভালোবাসায় স্নাত হবে অরন্যে।
মানুষের থেকে পশুর পাশবিকতা অনেক মানবিকতাময়।

সময় এখনই আমাদের এগিয়ে আসার

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

আর কত রক্তপাত? প্রাণহানি?
আর কত মূল্যবান সম্পদ ধ্বংস?
এ তো নয় বিদেশী বেনিয়াদের বিরুদ্ধে
নিজেদেরকে, দেশকে রক্ষার যুদ্ধ!

একই দেশমাতৃকার সন্তান আমরা সবাই।
আমাদের মাঝে হতে পারে মতভেদ।
সকলে আমরা বিদ্বেষ ভুলে; এ সময় এগিয়ে আসি,
সমবেত হই একই পতাকাতলে।
নিজেদের ভুল যত স্বীকার করি;
অযোগ্যতার কথা তুলে ধরি পরস্পর,
একই সামিয়ানার নিচে ব'সে ভাব করি বিনিময়।

কথা বলি প্রাণ খুলে।
আমাদের কাঁধে ভর ক'রে কারা;
পরিস্থিতি ঘোলাটে করেছে? ফসল তুলতে চেয়েছে
নিজেদের গোলায়। চিহ্নিত করি তাদের।
নিয়ে আসি সঠিক বিচারের কাঠামোয়।
সময় ক্ষেপণ আর নয়!

আর নয় ভুল পথে বিচরণ।
যা কিছু হারিয়েছি পরস্পর,
তা তো পাবো না ফিরে আর!
তাই দেখতে চাই না আর,
হারানোর নারকীয় উৎসব! এই বীভৎস চিত্র!
আর নয় এই দেশে রক্তের হোলি খেলা
আর নয়, ছেলেহারা মায়ের আহাজারি!
স্বামীহারা গৃহবধূর আর্তনাদ!
পিতাহারা সন্তানের কান্না!
আর নয় ধ্বংসস্তুপের নিচে লুকিয়ে
সমাগত মৃত্যুর অপেক্ষা!

দৃপ্তপদে এগিয়ে আসি সকলেই
দেশকে রক্ষা করবো ব'লে
এবার নতুন শপথে হই প্রদীপ্ত।
আর নয় ছুটে চলা আঁধারে ঘেরা মৃত্যু-উপত্যকায়!
এসো, সবাই উঠে দাঁড়াই। এগিয়ে আসি আমরা
এক শ্যামল-সমতটে। সোনালি শস্য ঘেরা প্রান্তরে।

সময় এসেছে আমাদের
সময় এখনই আমাদের এগিয়ে আসার
একই লাল-সবুজ পতাকা তলে দাঁড়িয়ে
একই শপথে বলিয়ান হয়ে
হাতে হাত; কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে
শুধুই সামনে এগিয়ে যাওয়ার
সময় এসেছে আমাদের। এই তো সুবর্ণ সময়
নতুন প্রত্যয়ে আমাদের সোনার দেশকে গড়ার।

সময় এখনই আমাদের এগিয়ে আসার।

এত দেরি করলে কেন?

আহম্মদ হোসেন বাবু

কোটা-অনলের তাপে পুড়ছে মেধাবীরা
দীর্ঘদিনের বৈষম্যে বেসামাল ওরা
সংস্কারের দাবি নিয়ে ছুটে গেছে ত্বরা
ন্যায্য দাবি মানতে হবে- বলছে শিক্ষার্থীরা।

অন্তর্দাহ বুকে নিয়ে রাজপথে চিৎকার
বাংলা হল আন্দোলিত, ফুঁসে উঠল নদী
সূর্যসেন, নুরুলদীন ডাকে নিরবধি
বলদর্পী রাষ্ট্রযন্ত্র করল বলাৎকার!

"আমিও তো তোমাদের লোক..." এই কথা
বলতে এত বেশি দেরি করলে কেন তুমি?
এত প্রাণ বলিদান যেন বধ্যভূমি!
মৃত্যু-উপত্যকা! বলো কিসের বারতা?

প্রজ্ঞা-মেধা-মনীষায় নিবেদিত প্রাণ
বাংলা হোক সব মানুষের তীর্থস্থান।।

ভিজে পতাকা

সৌরভ দুর্জয়

স্বাধীন পতাকাখানা ভিজেছে আমার
রক্তবন্যার ছোবলে ; তবু ভয় নাই,
ভিজে পতাকা উড়িছে উপর আকাশে
দম্ভ দাপটের সাথে ; মাথা উঁচু করে।
রক্তমাখা পালিমাটি গড়িবে আরেক
নতুন পৃথিবী বন্ধু, তুমি শুনে রাখো।
রক্তের পটাশ সার বাড়াবে ফলন,
ভরিবে কৃষক গোলা কান্না মাখা চোখে।
নিষ্ঠুর শোষক যত ডুবে যাবে তারা
গভীর সাগর তলে; নুড়ি কণা হয়ে।

দ্বৈরথ

রাবাত রেজা নূর

দ্বৈরথের গল্প বলি, শোনো; সস্তা আগুনে যার পুড়েছে হৃদয়;
তবে তাকে কি নামে ডাকো? কোন সে কোলাহল যার পেটে
শুয়ে আছে একশো কুমির; দাঁত কি তার আদিমপ্রস্তর?

ঘোড়ামুখো খঞ্জর লুকিয়ে রেখেছিল সে তার বুকের ভেতর;
প্রিয় বলে যেই জড়িয়ে ধরেছি; অমনি ফালা ফালা করে দিয়েছে
বুকের পাঁজর।

জানি, তুমি ভীত নও, তবু ভয় হয়। দ্যাখো, আকাশের বুকে
শুয়ে থাকা একনদী তারা। তবুও জানি; অন্ধ পাখিরাও কিভাবে
যেন জেনে যায় ভোরের গন্ধ; হয়তো অন্ধপাখিরাও ভোরের
গান গাইতে জানে; ভালোবেসে গান না গেয়ে থাকা যায় না
বলে। সেই পুরনো দ্বৈরথে; দেখা হবে।

ধ্বংসের পর

জয়িতা চট্টোপাধ্যায়

প্রকাণ্ড এক সূর্যের নিচে
নির্বাক একটি দুপুর
ভরে আছে বিভ্রমের অজস্র চোখের জলে
আদিগন্ত অনন্ত সময়ে ঠেস দিয়ে বসেছে শীতকাল
আমি দুহাতে উড়িয়ে দিচ্ছি
অক্লান্ত ইচ্ছে, কিশোরী প্রজাপতির মতন

উদ্দাম মধ্যরাত গিলে নিচ্ছে মুহূর্তের বিকেল
অবিশ্বাসের পায়ে মাথা ঠুকছে বিষণ্ণতা
আশ্চর্য শরীর নির্জনতার সীমা পেরিয়ে
নতজানু হচ্ছে সর্বনাশের কাছে

আর তখনই অবসন্ন নগরী থেকে করুণা ধারাটি
টুপ করে পড়ে ডুবে যাচ্ছে
তোলপাড় করা বুকের অতলান্ত নীলে।

প্রতিবাদী

সৌমেন্দু লাহিড়ী

যতদিন দেহে রইবে রক্ত
ততদিন যাব চেঁচিয়ে,
এখনও মোদের শিরদাঁড়া সোজা,
মাথা দিইনিকো বিকিয়ে।

যেভাবে তোমারা করছ শোষণ
শোণিত নিচ্ছো নিংড়িয়ে,
তা'বলে ভেবোনা তোমাদের এ'দিন
এভাবেই যাবে এগিয়ে।

আমাদেরও আছে প্রতিবাদী ভাষা
সে'কথা যেওনা ভুলে,
আমরাও পারি কলম ফেলে
রাইফেল নিতে তুলে।

সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক
JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC.
নির্বাচন ২০২৪-২০২৭
AUG 25, 2024 (SUNDAY)
নেতৃত্বের উচ্চাভিলাষ নয়, ঐক্যবদ্ধ, সমৃদ্ধ
জালালাবাদ এসোসিয়েশন গড়াই আমাদের অঙ্গীকার
মইনুল-আসাদ
পরিষদ আপনার সুচিন্তিত রায়ের প্রত্যাশী
মইনুল ইসলাম
সভাপতি
আতাউল গণি আসাদ
সাধারণ সম্পাদক
শাহ্ মিজানুর রহমান
সহ-সভাপতি
(সিলেট)
মোঃ মনির উদ্দিন
সহ-সভাপতি
(সুনামগঞ্জ)
মিজানুর রহমান চৌধুরী
সহ-সভাপতি
(হবিগঞ্জ)
মোঃ এ খায়ের
সহ-সভাপতি
(মৌলভীবাজার)
হেলিম উদ্দিন
সহ-সাধারণ সম্পাদক
ময়নু জামান চৌধুরী
কোষাধ্যক্ষ
আব্দুল চৌধুরী (উমেল)
সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ শাহীনুল ইসলাম
সাদস্যিক সম্পাদক
মোঃ খলিলুর রহমান
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
লায়েছ আহমেদ
দপ্তর সম্পাদক
কামরুল হোসেন
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
আব্দুর রহিম (কাদের)
ক্রীড়া সম্পাদক
অধ্যক্ষ সিহাব উদ্দিন আহমেদ
আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক
তাসমিয়া চৌধুরী
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
জয়নাল উদ্দিন লায়েক
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
মোঃ বেলাল চৌধুরী
কার্যকরী সদস্য (সিলেট)
বদরুল উদ্দিন
কার্যকরী সদস্য (সিলেট)
মোঃ শাহীন কামালী
কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ)
সৈয়দ এল মিয়া
কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ)
জামাল হোসেন
কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ)
দেওয়ান মোতাচ্ছির
কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ)
মোঃ মাসুক মিয়া
কার্যকরী সদস্য
(মৌলভীবাজার)
মোঃ নাসির উদ্দিন
কার্যকরী সদস্য
(মৌলভীবাজার)
PLEASE ELECT MOINUL-ASAD FOR JALALABAD
প্রচারেঃ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি, মইনুল-আসাদ পরিষদ

M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেস্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপূরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

ABRAMS
LAW GROUP
ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ
INJURED?
WE CAN HELP!!
FREE
Accident
Consulation
PERSONAL INJURY
TOP 10
LAW FIRM
Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?
Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.
WE ALSO HANDLE
CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
DEPORTATIONS | নির্বাসন
ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ
ATTORNEY AT LAW
MELANIE ABRAMS, ESQ.
RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.
GET HELP TODAY!
718-997-9797
104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375
abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc
প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
8 August 2024, Thursday, Issue 386
৮ আগস্ট ২০২৪, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩১, ৩ সফর ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

শেখ হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশ

বুধবার রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির সমাবেশ।

প্রতিশোধ নয়, আসুন শান্তি ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলি

সমাবেশে খালেদা জিয়া

সমাবেশে ভিডিও বার্তায় দলটির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, প্রতিশোধ নয়, শান্তি চাই।

ঢাকা অফিস

টানা চার মেয়াদ ধরে ক্ষমতা ধরে রাখা আওয়ামী লীগ সরকারের গণঅভ্যুত্থানে পতনের পর নয়াপল্টনে গতকাল সমাবেশ করেছে বিএনপি। সমাবেশে ভিডিও বার্তায় দলটির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, প্রতিশোধ নয়, শান্তি চাই। আসুন আমরা ভালোবাসা, শান্তি ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলি। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যের পর মাইকে ঘোষণা করা হয় এখন ভিডিও বার্তায় বক্তব্য রাখবেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। সঙ্গে সঙ্গে নেতাকর্মী চোখে-মুখে ভেসে ওঠে আনন্দ ও উল্লাস।

বুধবার নয়াপল্টনে বিএনপির সমাবেশে ভিডিও বার্তায় বক্তব্য দিচ্ছেন খালেদা জিয়া

প্রিয় নেত্রীর নামে স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে নয়াপল্টন এলাকা। তাদের প্রিয় নেত্রীর বক্তব্য শুরু হলেই পুরো এলাকায় পিনপতন নীরবতা নামে। বেগম খালেদা জিয়ার দুই মিনিট ৪৭ সেকেন্ডের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন বিএনপি'র নেতাকর্মীসহ উপস্থিত জনসাধারণ। দীর্ঘ প্রায় ৭ বছর পর বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া মুক্তভাবে দলীয় নেতাকর্মীদের সামনে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখলেন। জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, শান্তি-প্রগতি আর সাম্যের ভিত্তিতে আধুনিক বাংলাদেশ নির্মাণে আসুন আমরা তরুণদের হাত শক্তিশালী করি।

বেলা ২টা ৩৮ মিনিটে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মধ্যদিয়ে সমাবেশ শুরু হয়।

কোরআন তিলাওয়াতের পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। খালেদা জিয়া বলেন, দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর আপনাদের সামনে কথা বলতে পারার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। আমার কারাবন্দি অবস্থায়, আপনারা আমার কারামুক্তির জন্য সংগ্রাম

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৩

বিশ্ব গণমাধ্যম যেভাবে দেখছে শেখ হাসিনার পদত্যাগ

ঢাকা ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন শেখ হাসিনা। সরকার পতনের এক দফা দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা অসহযোগের দ্বিতীয় দিন সোমবার প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন তিনি। পদত্যাগের পর দুপুরে একটি সামরিক হেলিকপ্টারে করে ছোট বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে ভারতে যান তিনি। এদিকে শেখ হাসিনার পদত্যাগের খবর গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো।

সিএনএন, বিবিসি, আলজাজিরা, এনডিটিভি, এএফপির মতো আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যম ও বার্তা সংস্থা এই

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৬

শেখ হাসিনা মরে যাননি, আমরা কোথাও যাইনি: জয়

ঢাকা ডেস্ক

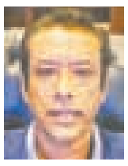

সজীব ওয়াজেদ জয়

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন, 'শেখ হাসিনা মরে যাননি, আমরা কোথাও যাইনি।'

বুধবার রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক ভিডিও বার্তায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

জয় বলেন, 'বাংলাদেশে এখন একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি চলছে। সারাদেশে এখন ভাঙচুর হচ্ছে, লুটপাট হচ্ছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান

গ্রাফিতিতে সংগ্রাম-সৌহার্দ্য ফুটিয়ে তুলল শিক্ষার্থীরা

আসাদুজ্জামান রিপন

রং তুলির আঁচড়ে প্রায় দুই ডজন গ্রাফিতি এঁকেছেন নরসিংদীর শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার দুপুর থেকে বিকেল অব্দি নরসিংদী সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে কয়েকশ শিক্ষার্থী গ্রাফিতির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলে সংগ্রাম, সৌহার্দ্য আর স্বাধীনতার বার্তা চিহ্ন। অপেশাদার হাতের রং তুলির আঁচড়ে ফুটে ওঠে 'ফ্রিডম', 'দাবায়ে রাখতে পারবা না', 'বল বীর উন্নত মম শির'সহ নানা উক্তি। লাল সাদা রঙের ছোঁয়ায় ফুটে ওঠে 'আমরা সবাই রাজা'।

শিক্ষার্থীরা বলছেন , নতুন রূপের নতুন দেশ, নতুন প্রজন্ম সাজাতে চায় নতুনের মতো করে। বৈরিতা নয়, সংঘাত নয় সকলেরই চাওয়া সাম্য ও স্বাধীনতার বাংলাদেশ।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনায় নিহত ও আহত শিক্ষার্থীদের স্মরণ করতে দেখা গেছে গানের মাধ্যমেও। গলা মিলিয়ে একদল গেয়েছে 'আমার সোনার বাংলা', 'বৈশাখের ওই রোদ্র ঝড়ে আকাশ যখন ভেঙে পড়ে'সহ নানাবিধ দেশের গান। এসময় উৎসবমুখর পরিবেশে শিক্ষার্থীদের আঁকা গ্রাফিতি দেখতে ভিড় করে নানা শ্রেণিপেশার মানুষ।

কাজী সাকিব নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, 'আমাদের যেসব ভায়েরা রক্ত দিয়েছে, জীবন দিয়েছে। আজকের দিনে গ্রাফিতির মাধ্যমে আমরা তাদের স্মরণ করছি। এছাড়া, নতুন বাংলাদেশ হবে দুর্নীতিমুক্ত, সকলেই হবে স্বাধীন এমনটাই প্রত্যাশা।'

সারিয়া তাসনিম নামে আরেক শিক্ষার্থী বলেন, 'দেশে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙা চাই না। সকলেই স্বাধীন হোক এবং স্বাধীনভাবে কাজ করুক। শিল্পীরা স্বাধীনভাবে গান করবে, সাংবাদিকরা স্বাধীনভাবে সাংবাদিকতা করবে, আমরা স্বাধীনভাবে ছবি আঁকবো এমন একটা দেশ চাই। আর প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি হোক। এই দেশে আমরা সবাই রাজা।'

শিক্ষার্থীদের আঁকা গ্রাফিতি নিয়ে কথা হয় নরসিংদী সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারি অধ্যাপক নাদিরা ইয়াসমিনের সাথে। তিনি বলেন, 'নতুন প্রজন্ম দেশ সংস্কারের দায়িত্ব নিয়েছে। নিজেরা ছবি আঁকছে, লিখছে , সড়ক পরিষ্কার করছে, মোড়ে মোড়ে ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করছে শিক্ষার্থীরা। এটি অবশ্যই ভালো লাগার। তবে আনন্দের মধ্যেও একটা

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৬

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
ডিজিটাল ট্রাভেল্‌স এস্টোরিয়া
25-78 31ST., ASTORIA, NY 11102
Nazrul Islam

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন
RE/MAX
Hashan Chowdhury
Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282

কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স, কর্পোরেট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স
ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights

খলিল'স ফুড
1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462

মতিন
MOTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
MD SHORIFUL ISLAM
185-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432

Home & Habitat Realty Corp.
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
929-207-1516
2152B Westchester Ave, Bronx, NY 10462

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
TOLL FREE 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
To Schedule Appointment Only.
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা • স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম • লেড পয়জনিং
IMMIGRATION
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
TIMOTHY BOMPART, ESQ.
ATTORNEY AT LAW
Law offices of Timothy Bompart 37-11 74 St, Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan & Long Island Office By Appointment Only
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC. Timothy Bompart is admitted in NY only

হোম কেয়ার
Immigrant Elder Home Care LLC
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

RAHMANIA TRAVEL SERVICES
OPEN 7 DAYS
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
718-205-3270, 646-322-1654
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com